'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' 'দেশ' পত্রিকার এপ্রিল, ১৯১৬-র পাঁচটি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছি।

'দেশ'-এ প্রকাশের পরে একাধিক পাঠক একটি আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের মতে ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান ত্রেতা যুগের, আর সত্যবতী, কুন্তী ও দ্রৌপদীর কাল পরবর্তী দ্বাপর যুগ; অতএব অংশুমান ও রাজপুরোহিতের মুখে সত্যবতী ইত্যাদির উল্লেখ বসিয়ে আমি ভুল করেছি। 'ত্রেতা' ও 'দ্বাপর' যুগের ঐতিহাসিক যাথার্থ্য কতখানি, সে-বিষয়ে আলোচনা বাহুল্য; তবে পণ্ডিতমহলে এ-কথা স্বীকৃত যে ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যান ইন্দো-য়োরোপীয় জাতিসমূহের একটি প্রাচীনতম পুরাণ; তাই আমার মানতে বাধে না যে তথ্যের দিক থেকে পূর্বোক্ত পত্রলেখকেরা ভ্রান্ত নন। আমার বক্তব্য এই —আর হয়তো বা বহু পাঠকের পক্ষে তা সহজেই অনুমেয়—যে আমি এই কালভঙ্গ ঘটিয়েছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে, তার আন্তরিক প্রয়োজন ছিলো ব'লে। পৌরাণিক ভারতে একজন পতিপরিত্যক্তা রাজপুত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ কী-ভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে, এই প্রশ্নটা তুচ্ছ নয়; চতুর্থ অঙ্কের শেষের দিকে রাজমন্ত্রী তা নিয়ে স্বভাবতই চিন্তিত; ঘটনাটাকে বিশ্বাস্য ক'রে তোলার জন্যই সত্যবতী, কুন্তী ও দ্রৌপদীর নজির আমি ব্যবহার করেছি। কোনটা আগে কোনটা পরে সে-কথা এখানে অবান্তর; আসলে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, প্রাচীন হিন্দু সংস্কার অনুসারে, দেবতা বা ঋষির বরে নারীর কৌমার্য যেহেতু প্রত্যর্পণীয়, তাই অংশুমানের সঙ্গে শান্তার বিবাহ প্রথাবিরোধী নয়, আর সেই

জন্যই রাজপুরোহিত এই দ্বিতীয় পরিণয় অনুমোদন করলেন। সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত— অর্থাৎ, একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো ক'রে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও-কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হ'য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; এটা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহ'লে 'ত্রেতা' যুগের চরিত্রের মুখে 'দ্বাপর' যুগের উল্লেখ থাকলেও কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বু. ব.

'I'm looking for the face I had
Before the world was made.'

W. B. YEATS

(A Woman Young and Old : II)

পাত্রপাত্রী

মূল নাটকে

ঋষ্যশৃঙ্গ
বিভাণ্ডক, তাঁর পিতা
তরঙ্গিণী, এক তরুণী বারাঙ্গনা
লোলাপাঙ্গী, তার মাতা
শান্তা, অঙ্গরাজ লোমপাদের কন্যা
রাজমন্ত্রী
অংশুমান, রাজমন্ত্রীর পুত্র
চন্দ্রকেতু, এক নাগরিক যুবক
রাজপুরোহিত
দুই রাজদূত
গাঁয়ের মেয়েরা
নেপথ্যে মেয়ে, পুরুষ ও বালক-বালিকার কণ্ঠস্বর
এক ঘোষক
তরঙ্গিণীর সখীরা (এদের কথা নেই)

অতীত-চিত্রে

তরুণ বিভাণ্ডক
এক স্বচ্ছবসনা নর্তকী } (এদের কথা নেই)
এক কিরাতযুবতী

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে একদিন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক বৎসর ব্যবধান। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাকাল একই দিন।

প্রথম অঙ্ক

[রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার ও উদ্যানের অংশ দেখা যাচ্ছে।
সংলগ্ন পথে গাঁয়ের মেয়েরা দাঁড়িয়ে।]

গাঁয়ের মেয়েরা।

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা;
শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ, শূন্য—
বৃষ্টি নেই!

দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
যেহেতু ফ'লে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।

বল তো, বোন, কবে আবার মধুমতী গাভীর বাঁট হবে উচ্ছল?
ঢেঁকির গম্ভীর শব্দে দিয়ে তাল জাগবে হাতে-পায়ে ভঙ্গি?
ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে? ডাকবে উল্লাসে দর্দুর?
শিশিরবিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমড়ো?

যেমন বেঁচে থাকে কেন্নো, কেঁচো, আর মাটিতে বুক টেনে পন্নগ,
যোজন পার হ'য়ে ক্লান্ত কূর্মেরা আবার ফিরে পায় সিন্ধু,
তেমনি ঋতু আর শ্রমের আশ্রয়ে চিন্তাহীন বাঁচি আমরা—
অথচ বিনা কাজে বিহান কাটে আজ, নামে না সন্ধ্যায় শান্তি।

অঙ্গরাজ! বলো, করেছি কোন পাপ, এ কোন অভিশাপ লাগলো!
জননী বসুমতী, ভুলো না আমরাও তোমারই গর্ভের পরিণাম।
হে দেব, ঐরেশ! মহান! মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও—
বৃষ্টি দাও!

[দুই সুশ্রী ও তরুণ রাজদূত সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলো।]

১ম দূত। তোমরা কারা? গাঁয়ের মেয়ে মনে হচ্ছে? রাজধানীতে আগমন কেন? কিন্তু কেনই বা জিজ্ঞাসা—আজ অঙ্গদেশে এমন কে আছে যার আশা নয় ভ্রান্তি, লক্ষ্য নয় মরীচিকা?···শোনো, তোমাদের মতো আরো অনেকে এসেছিলো, কারোরই পথশ্রম ছাড়া আর-কিছু লাভ হয়নি। শ্রেষ্ঠীদের ভাণ্ডার আজ শূন্য; শুনছি তিলঙ্গু গ্রামে তিন ব্রাহ্মণ কাকমাংস ভক্ষণ করেছেন।

১ম মেয়ে। মহারাজের কুশল কিনা, আমরা তা-ই জানতে এসেছিলাম।

২য় দূত (প্রথম দূতের সঙ্গে চোখোচোখি ক'রে)। তাহ'লে কথাটা এদের কানেও পেঁচেছে। প্রলাপ—ভীত, আর্ত, উন্মাদের প্রলাপ। মহারাজ পীড়িত, মহারাজ মুমূর্ষু—এ-সব মিথ্যা রটনায় কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়। রাজা লোমপাদের স্বাস্থ্য আছে অটুট, কিন্তু তিনি আজ তোমাদের মতোই দুঃখী।

মেয়েরা (সমস্বরে)। জয় হোক মহারাজের।

২য় দূত। মনে রেখো, রাজার ভাণ্ডারে অন্ন যা অবশিষ্ট আছে, তারই প্রসাদে তোমাদের অমর আত্মা এখনো পাঁজরের তলায় ধুকপুক করছে। একমুঠোর পরিবর্তে দু-মুঠো যদি চাও তাহ'লে আর অধিক দিন যমদূতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মনে রেখো, অনশনের চেয়ে অর্ধাশন ভালো, আর সংকটকালে দুর্ভিক্ষ দূরে রাখতে হ'লে মিতাহার ভিন্ন উপায় নেই। মনে রেখো, মুনিরাও স্বল্পাহারী। সব শুনলে, এবার ঘরে ফেরো।

২য় মেয়ে। বাবা, বড়ো কষ্ট আমাদের।

১ম দূত। আমাদের কষ্ট ততোধিক। দেখেই বোধহয় বুঝতে পারছো আমরা রাজদূত। আমাদের দিন, রাত্রি, স্বাস্থ্য, জীবন—সবই মহারাজের সম্পত্তি। তাঁর আদেশে ইদানীং আমরা বিদ্যুৎগতি অশ্বে ভ্রাম্যমাণ ছিলুম—বঙ্গদেশে, কামরূপে, কলিঙ্গে, সমুদ্রতীরে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত। দিনমান মার্তণ্ডতাপে দগ্ধ হ'য়ে রাত্রে মশক-বংশকে পুষ্টিদান করেছি। বিশ্রামের সময় পাইনি; অশ্বের যেমন কশাঘাত, তেমনি ছিলো আমাদের পক্ষে কর্তব্যবোধ। পথে-পথে কুপথ্য খেয়ে, কদর্য জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে, অনিদ্রা, জ্বর ও উদরাময়ে ক্লিষ্ট হ'য়ে, আমরা মহারাজের প্রস্তাব নিয়ে অনেকগুলি রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলুম। 'যশস্বী রাজা লোমপাদ আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন; তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টিবশত দুর্ভিক্ষ আসন্ন, যদি কোনো প্রতিকার আপনাদের সাধ্য হয়, আপনারা প্রীতিপরায়ণ হ'য়ে ব্যবস্থা করুন। আপনাদের মিত্র অঙ্গরাজ অন্নের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দান করতে প্রস্তুত আছেন।' বৈদেশিক রাজারা বিমুখ হননি, বরং তাঁদের অনুকম্পায় আমাদের মনে হয়েছিলো যে মানুষ বুঝি দেবতার বিদ্বেষও কাটাতে পারে। স্থলপথে ও জলপথে ভূরিপরিমাণ অন্ন তাঁরা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু—অবশেষে দেবতারই জয় হ'লো।

২য় দূত। বঙ্গদেশ থেকে মহিষপৃষ্ঠে যা আসছিলো, দস্যুরা তা হরণ ক'রে নিলে। ঝড়ে ডুবলো তাম্রলিপ্তির অর্ণবপোত। কামরূপের বাহকেরা পরিণত হ'লো শ্বাপদের খাদ্যে। কলিঙ্গ থেকে একশত গোযান আসছিলো, মধ্যপথে এক রহস্যময় গো-মড়কের প্রাদুর্ভাবে সেগুলি আর এগোতে পারলে না।

১ম দূত। রাজপথগুলি দস্যুতে পরিকীর্ণ।

২য় দূত। গ্রাম-সীমান্ত বন্য পশুতে উপদ্রুত।

১ম দূত। কখনো দেখিনি এত মৃত মার্জার—

২য় দূত। শৃগালের এমন বিকট চীৎকার কখনো শুনিনি।

১ম দূত। জ্যোতিষীরা শিখরশীর্ষ থেকে মাঝে-মাঝে বার্তা পাঠান যে ঈশানকোণে—না কি বায়ুকোণে?—মেঘের আভাস দেখা দিয়েছে; কিন্তু হয়তো আমাদেরই জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাসে বাষ্পকণা শূন্যে মিলিয়ে যায়।

২য় দূত। কী পাষাণ আজ অঙ্গদেশের আকাশ! এদিকে পঞ্চালে এবার বৃষ্টিপাত প্রচুর; পুণ্ড্রদেশের নদীগুলি উদ্বেল হ'য়ে জনপদ ভাসিয়ে নিচ্ছে।

৩য় মেয়ে। কী দোষ করেছি আমরা—কেন দেয়া নির্দয়?

১ম দূত। হায় রে, যত যজ্ঞের ধূম দিনে-রাত্রে আকাশের দিকে উঠেছে. সেগুলি সংহত হ'য়েও কি এক খণ্ড মেঘ রচিত হ'তে পারে না?

২য় মেয়ে। কী দোষ করেছি আমরা—কেন বিধি এমন বাম হলেন?

২য় দূত। রাজমহিষী তাঁর তিন শত সখী নিয়ে ত্রিরাত্রি উপবাস ক'রে মহাপর্জন্যব্রত অনুষ্ঠান করলেন; কিন্তু এক বিন্দু বারিবর্ষণ হ'লো না।

১ম মেয়ে। কী দোষ করেছি আমরা—কেন এই শাস্তি?

৩য় মেয়ে। আমার স্বামী বাতে অথর্ব, আমি যুবতী হ'য়েও তাঁরই তো সেবা করছি।

২য় মেয়ে। আমি তো কখনো অতিথিকে ফিরিয়ে দিইনি দোর থেকে।

১ম মেয়ে। আমি তো কখনো শিবলিঙ্গে অঞ্জলি না-দিয়ে জলস্পর্শ করিনি।

১ম দূত। মূর্খ তোমরা! মূর্খ স্ত্রীলোক! তোমাদের পাপের শাস্তি পাবে শুধু তোমরা, কিন্তু কার পাপে সর্বজন কষ্ট পায় তাও কি জানো না?

২য় দূত (প্রথম দূতের বাহু স্পর্শ ক'রে)। থামো, অতিকথন হ'য়ে যাচ্ছে। রাজদূতের মুখে রাজদ্রোহ কি সমীচীন? (মেয়েদের প্রতি) তোমরা এখানে আর কালক্ষেপ কোরো না; ঘরে যাও। ধর্মাত্মা রাজা লোমপাদ তোমাদের রক্ষা করবেন। কোনো ভয় নেই।

মেয়েরা। প্রণাম হই। প্রণাম আমাদের রাজাকে।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

১ম দূত। 'ধর্মাত্মা রাজা তোমাদের রক্ষা করবেন। কোনো ভয় নেই।' তুমি কী বললে তা জানো?

২য় দূত। স্তোকবাক্য শুনে ওরা যদি মনে শান্তি পায় তো ক্ষতি কী? আপাতত রাজভক্তি অচল রাখা আবশ্যক।

১ম দূত। আমি যেন আজ উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছি, আমার মন সংশয়ে আকুল। রাজা যদি স্বস্থ ও ধর্মাত্মা, তবে প্রজাদের এই কষ্ট কেন? —শোনো, তুমি যে ঐ মহিলাদের বললে, 'রাজা লোমপাদের স্বাস্থ্য আছে অটুট'—তা কি সত্য?

২য় দূত। জানি না। কিন্তু ওরা সত্য শুনতে আসেনি, সান্ত্বনা পেতে এসেছিলো। আর—আমরা কি নিজেরাও আজ সান্ত্বনার প্রার্থী নই?

১ম দূত। তুমি কি তাহ'লে দৈবজ্ঞের কথায় আস্থাবান?

২য় দূত। দৈবজ্ঞ? (হেসে উঠে) শোনোনি সেই যবন* দেশের কাহিনী? রাজা অগ্নিমাণিক্য দৈবজ্ঞের নির্দেশে আপন ঔরসজাত তরুণী কন্যা ফেনভঙ্গিনীকে পশুর মতো বলি দিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে যে-মুহূর্তে তিনি স্বরাজ্যে ফিরলেন, সে-মুহূর্তে তাঁর অসতী ভার্যা অক্রমশ্রী তাঁকে পাশবদ্ধ মহিষের মতো নিধন করলে। এবং যুবক পুত্র অরিষ্টের হাতে মৃত্যু হ'লো পাপিষ্ঠা জননীর। কী ভীষণ হত্যা ও প্রতিহত্যা! দৈববাণীর কী বীভৎস ফলাফল!

১ম দূত। শুনেছি, যবন দেশে দেবতারাও ধূর্ত ও হিংসাপরায়ণ। কিন্তু আর্যাবর্তে দেবতারা অসুরকেও বরদান করেন। আমি তাই মানতে পারি না যে অঙ্গদেশের সর্বনাশ অনিবার্য।

২য় দূত। কিন্তু এমন যদি হয় যে দেবতারা মানুষেরই কপোলকল্পনা?

১ম দূত। ধিক্ পাপবাক্য!

২য় দূত। এমন যদি হয় যে ধর্ম নেই, শাস্ত্রসমূহ প্রহেলিকামাত্র, আর অন্ধকারে আমাদের আলো শুধু আলেয়া?

১ম দূত। তবু কর্ম আছে। দেবতা ও বেদ যদি মিথ্যা হয়, কর্ম তবু সনাতন। আর কর্মফলেরই নামান্তর হ'লো দৈব।···শুনেছি আমাদের রাজপুরোহিত অবশেষে অন্য এক দৈববাণী পেয়েছেন।

২য় দূত। জনরব, তুচ্ছ জনরব।

১ম দূত। কিন্তু কে জানে তুচ্ছ কিনা!···তোমার কী মনে হয় বলো তো? রাজা লোমপাদ এক ব্রাহ্মণকে অসম্মান করেছিলেন ব'লেই আজ আমাদের এই দুর্দশা, এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

* এই নাটকে 'যবন' শব্দের অর্থ 'গ্রীক'।

২য় দূত (বাঁকা হেসে)। তাহ'লে তো এও বিশ্বাস্য যে আমি এই লোষ্ট্রে পদাঘাত করলে আকাশ থেকে নক্ষত্র খ'সে পড়বে! পরান্নপুষ্ট স্বার্থান্বেষী প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন কথা আর কে রটাতে পারে?

১ম দূত। কিন্তু এ-কথা তো মানো যে কারণ ভিন্ন কার্য হয় না? এ-কথা তো মানো যে অকারণে আকস্মিকভাবে এই অনাবৃষ্টি ঘটেনি? আর সেই কারণ যদি আবিষ্কৃত হয় তাহ'লে তার সমাধানও সম্ভব?

২য় দূত। প্রত্যহ কত কাকতালীয় ঘটে। কত স্বপ্নকে সত্য ব'লে ভ্রম হয়। কে জানে কোথায় আছে নিশ্চিতি?

১ম দূত। বলছো কী তুমি—নিশ্চিতি নেই? খড়্গের আঘাতে রক্তক্ষরণ হয়, পাপের আঘাতে বিকীর্ণ হয় পীড়া। যেমন ওষধিপ্রয়োগে দেহের আরোগ্য, জলপ্রয়োগে অগ্নিনিবারণ, তেমনি প্রায়শ্চিত্তে প্রক্ষালিত হয় পাপ। এর চেয়ে সহজ কথা আর কী হ'তে পারে?—হাসছো যে?

২য় দূত। আমি ভাবছি পাপ রইলো অজানা, প্রায়শ্চিত্তও অনির্ণেয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষটা অতীব প্রত্যক্ষ।

১ম দূত (ক্ষণকাল পরে, নিচু গলায়)। পাপ আর অজানা নেই। তা উন্মোচিত হয়েছে।

২য় দূত (বিদ্রূপের সুরে)। উন্মোচন করলেন রাজপুরোহিত?

১ম দূত (চারদিকে তাকিয়ে, নিচু গলায়)। শোনো—এতক্ষণ তোমাকে বলিনি। এই নূতন দৈববাণীর সারাংশ তুমি কি শুনেছো?

২য় দূত। মনে হচ্ছে সুসমাচার?

১ম দূত। আমি যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তাহ'লে আরো একবার প্রমাণ হবে যে দৈবে ও কর্মফলে প্রভেদ নেই। প্রমাণ হবে, রাজার কর্মের ভুক্তভোগী যেমন প্রজারা, তেমনি পঞ্চভূতও পুরুষকারের অধীন।

২য় দূত। অনেক-কিছুই সম্ভাব্য, কিছুই অবশ্যম্ভাবী নয়।

১ম দূত। আমি যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তাহ'লে উদ্ধার পাবে অঙ্গদেশ। আর আমাদের প্রাণদাত্রী হবে—এক বারাঙ্গনা।

২য় দূত। তোমার এই পরিহাস কি সময়োচিত?

১ম দূত। অত্যন্ত সময়োচিত এই প্রস্তাব। কে না জানে ইতিহাসে

বারাঙ্গনাদের সুকৃতি কী বিপুল! তাদেরই জন্য স্বর্গলোভী দানবেরা বার-বার প্রতিহত হয়েছে। উগ্রতপা ঋষিরা প্রকৃতিস্থতা ফিরে পেয়েছেন। তাদেরই জন্য দেবতারা রাজ্যচ্যুত হননি—স্বর্গে-মর্ত্যে নষ্ট হয়নি ভারসাম্য। ভুলো না, ভরতবংশের আদিমাতা এক বেশ্যাকন্যা। এমনকি সুন্দ-উপসুন্দের নিধনকালে স্বয়ং প্রজাপতি—(হঠাৎ থেমে) এদিকে এসো—ঐ যে—দেখতে পাচ্ছো?

২য় দূত। মনে হচ্ছে তাঁরা এদিকেই আসছেন।

১ম দূত। রাজমন্ত্রী--সঙ্গে রাজপুরোহিত। কূটালাপে মগ্ন, আনত শির—কিন্তু না, ঐ তো রাজমন্ত্রী আকাশের দিকে তাকালেন—তাঁর মুখমণ্ডল উৎফুল্ল—ওষ্ঠাধরে আশার উদ্ভাস—আমার অনুমান তাহ'লে মিথ্যা নয়!—এসো আমরা এইখানে দাঁড়াই, তাঁরা আসছেন।

[রাজপুরোহিত ও রাজমন্ত্রীর প্রবেশ। দূতদ্বয়ের প্রণাম।]

রাজমন্ত্রী। সুশ্রুত, মাধবসেন।

দূতদ্বয়। আজ্ঞা করুন।

রাজমন্ত্রী। গণিকা লোলাপাঙ্গী ও তার কন্যা তরঙ্গিণীকে এখানে এনে উপস্থিত করো। গিয়ে বলো, তারা রাজকার্যে আহূত, যেন মুহূর্ত-কাল বিলম্ব না করে। উদ্যানপ্রান্তে উত্তম যান প্রস্তুত। আমরা অপেক্ষা করছি।

১ম দূত (যেতে-যেতে, দ্বিতীয় দূতকে)। কেমন, এখনো অবিশ্বাস?

[দূতদ্বয়ের প্রস্থান।]

রাজমন্ত্রী। শতাধিক বারাঙ্গনাকে বার্তা পাঠালাম, সকলেই সভয়ে শিউরে উঠলো। জানতাম না, এক বালক তপস্বীর প্রতাপ এত প্রবল। কিন্তু এখনো আশা আছে। এইমাত্র নগরপাল আমাকে জানালেন যে চম্পানগরের গণিকাদের মধ্যমণি এখন তরঙ্গিণী। রূপে, লাস্যে, ছলনায় তার নাকি তুলনা নেই। আবাল্য তার মাতারই সে ছাত্রী, সর্বকলায় বিদগ্ধ। শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃতদংষ্ট্রা কুরূপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে, আর তরঙ্গিণী

স্বভাবতই মোহিনী। তার হিল্লোলে গলমান হবে ঋষ্যশৃঙ্গ, যেমন মলয়স্পর্শে দ্রব হয় হিমাদ্রি। মদস্রাবী হস্তীর মতো তার পতন হবে ব্যাধরচিত লুক্কায়িত গহ্বরে; কামনার রজ্জুতে বেঁধে তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবে বারাঙ্গনারা। অন্তঃপুরে রাজকন্যা শান্তা বরমাল্য নিয়ে অপেক্ষা করবেন।—ভগবন্, বলুন, আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে তো?

রাজপুরোহিত।

অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ,
শুষ্ক তাই মৃত্তিকা, রিক্ত নভোতল।
পৃথিবীর যিনি পতি, তাঁর কোষে নেই বীজবিন্দু।
রুদ্ধ তাই ঋতু, নেই শস্য, গোবৎস, সন্তান।

সব একসূত্রে বাঁধা—নক্ষত্র থেকে তৃণ,
রুদ্র, মিত্র ও জন্তুরা, সোমপায়ী ও শ্রমজীবী;
একসূত্রে বাঁধা ভ্রূণ ও উদ্ভিদ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ।
ব্যাহত আজ শৃঙ্খলা, ক্লিষ্ট তাই নিখিল।

আদি উৎস জল। একই স্রোত অন্তরীক্ষে ও ভূতলে,
ঔরসে ও বৃষ্টিতে, নির্ঝরিণী ও নারীগর্ভে;
জন্ম দেয় জল, অন্ন দেয় জল, জলে জাগে প্রাণস্পন্দ ও প্রেরণা।
ব্যাহত সেই প্রবাহ, আর্ত আজ নিখিল।

একদা বৃত্র বন্দী করেছিলো জলরাশিকে,
যেমন সার্থবাহকে স্তম্ভিত করে দস্যুরা;
বন্ধ্যার স্তন ও কৃপণের ধন যেমন নিষ্ফল,
তেমনি ছিলো জল, নিশ্চল, অন্ধকার কন্দরে।

কিন্তু জলকে মুক্তি দিলেন ইন্দ্র, ধ্বংস হ'লো অসুর তাঁর বজ্রে,
দীর্ণ হ'লো পর্জন্য, সপ্তসিন্ধু প্রবহমান;
যেমন গোষ্ঠ থেকে গাভীরা, গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো বৃষ্টি,
বর্ধিত হ'লো স্রোতস্বিনী, যেমন দ্যূতজয়ীর বিত্ত।

আজ অঙ্গদেশে আবার জল রুদ্ধ, তাকে মুক্তি দাও;
স্খলিত করো বিদ্যুৎ—নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল;
আনো বজ্রের মতো পৌরুষ, তীব্রতম যৌবন;
খড়্গ হোক উদ্যত, বিকীর্ণ হোক বীজস্রোত।

কুমার—অপাপবিদ্ধ—ঋষ্যশৃঙ্গ—তরুণ—
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তাঁর কৌমার্য;
রাজা যদি রিক্ত, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে,
সিক্ত হোক নারী ও পুরুষ, ব্যক্ত হোক মৃত্তিকার প্রতিভা।

[রাজপুরোহিতের প্রস্থান। অন্য দিক থেকে শান্তার প্রবেশ।]

রাজমন্ত্রী। শান্তা! তুমি! উদ্যানের এই বিজন প্রান্তে কেন? সখীরা কোথায়?

শান্তা। আপনার কাছে নিবেদন নিয়ে এসেছি।

রাজমন্ত্রী। তুমি রাজপুত্রী, আমারও কন্যাস্থানীয়া। তোমার প্রীতিসাধন আমার কর্তব্য ও প্রিয়কর্ম। আত্মপ্রকাশে সংকোচ কোরো না।

শান্তা। শুনছি দেবতারা কৌমারব্রতের শত্রু, আর অঙ্গদেশে কৌমার্যের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে?

রাজমন্ত্রী। আমিও তা-ই শুনেছি।

শান্তা। তাই কি আমার পিতার রাজ্য আজ অভিশপ্ত?

রাজমন্ত্রী। রাজপুরোহিতের নির্দেশ তা-ই।

শান্তা। তাহ'লে তো এই অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়।

রাজমন্ত্রী। আমরা যথাবিহিত ব্যবস্থা করছি।

শান্তা। কী ব্যবস্থা? (ক্ষণকাল নীরব থেকে) তাত, আমিও কুমারী।

রাজমন্ত্রী (সহাস্যে)। আশ্বস্ত হও, শান্তা। তোমার বিবাহ যাতে অবিলম্বে ঘটতে পারে, এ-মুহূর্তে আমরা তারই জন্য সচেষ্ট।

শান্তা। আমার বিবাহ! আর আমারই অজ্ঞাতে তার আয়োজন!

রাজমন্ত্রী। তরুণ, রূপবান, অপাপবিদ্ধ, দেবগণের বরণীয়—এমনি এক ভর্তাকে তুমি লাভ করবে।

শান্তা। কে তিনি?

রাজমন্ত্রী। হয়তো বা আসন্ন সেই শুভক্ষণ, যখন তিনি তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন।

শান্তা। তাঁর নাম জানতে পারি?

রাজমন্ত্রী। তোমার কাছে গোপন রাখবো না। তিনি তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ।

শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গ? শুনেছি তিনি বদ্ধপরিকর ব্রহ্মচারী?

রাজমন্ত্রী। ঋষিরা বলেন, আদ্যাশক্তিকে না-জানলে ব্রহ্মলাভ অসম্ভব।

শান্তা। তিনি কি সেইজন্যই আমাকে গ্রহণ করছেন?

রাজমন্ত্রী। এমন কোন পুরুষ আছে যিনি কোনো-এক সময়ে প্রকৃতির বন্ধনে ধরা দিতে না চান?

শান্তা। তাত, আমি প্রকৃতি নই, আমি শান্তা—সামান্যা এক যুবতী। দেহে ও অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে কৃষক-বধূর পার্থক্য নেই। আমিও চাই পতি, সন্তান, গৃহ—চাই প্রেম—পরিণতি—বন্ধন। চাই সেবা ও স্নেহবৃত্তির স্থায়ী সার্থকতা। এমন যদি হয় যে আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্যদান ক'রে, তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আমাকে ত্যাগ করলেন? যদি তাঁর মনে হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় নারী তুচ্ছ, জায়াপুত্র নিতান্ত অলীক?

রাজমন্ত্রী। বৎসে, সাবিত্রী তাঁর স্বামীকে মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তুমি কি পারবে না তোমার স্বামীকে গৃহত্যাগ থেকে ফেরাতে?

শান্তা। সাবিত্রীর স্বামীকে কোনো পিতা বা পিতৃব্য নির্বাচন করেননি।

রাজমন্ত্রী (ক্ষণকাল নীরব থেকে)। তুমি কি ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত?

শান্তা। তাত, আমি স্বয়ংবরা হ'তে চাই।

রাজমন্ত্রী। দেশের এই আপৎকালে স্বয়ংবরসভা?

শান্তা। সভা চাই না, বহু প্রার্থীর সমাগমে প্রয়োজন নেই। অঙ্গদেশেরই এক যুবক আমার অনুরক্ত, আমিও তাঁকে মনে-মনে বরণ করেছি।

রাজমন্ত্রী। তাকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও স্পর্ধিত?

শান্তা। স্পর্ধিত নয়—প্রণয়ী; উচ্চাভিলাষী নয়—প্রণয়যোগ্য। তাত, তিনি আপনারই পুত্র অংশুমান।

রাজমন্ত্রী। অংশুমান!

শান্তা। অংশুমান ও আমি এক যৌবরাজ্য পেতেছি। আমাদের মন্ত্রী সেখানে হৃদয়, সেনাপতি আমাদের পারস্পরিক প্রীতি, কোষাধ্যক্ষ আমাদের নিষ্ঠা, আর প্রজাগণ আমাদের দৃষ্টি, হাসি, সংলাপ, আমাদের স্বপ্ন ও ভাবীকল্পনা। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই : আপনি স্নেহশীল ও ধর্মপরায়ণ হ'য়ে আমাকে অংশুমানের সঙ্গে পরিণীতা করুন।

রাজমন্ত্রী। এর চেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় আমার পক্ষে কিছুই ছিলো না।

শান্তা। বিবেচনা করুন, আমি লোমপাদের একমাত্র সন্তান, আমার ভর্তাকে রাজ্যদানে তিনি অংগীকৃত।

রাজমন্ত্রী। রাজ্যশ্রীর চেয়েও মহার্ঘ তুমি, শ্রীমতী!

শান্তা। বিবেচনা করুন, অংশুমান সর্বগুণে ভূষিত, আর আমারও কোনো দুষ্টগ্রহের আধিপত্যে জন্ম হয়নি। আপনি আমার পিতার সুহৃদ, এবং আপনিই তাঁর প্রধান অমাত্য। আমাদের দুই বংশের সংযোগে এই রাজ্য আরো শক্তিশালী হবে। যদি অংগদেশ আপনার প্রিয় হয়, যদি পুত্র ও সুহৃদকন্যার প্রতি আপনার স্নেহদৃষ্টি থাকে, তাহ'লে এই বিবাহ নিশ্চয়ই আপনার ঈপ্সাযোগ্য? কিন্তু আপনার মুখে হর্ষের চিহ্ন নেই কেন?

রাজমন্ত্রী। শ্রদ্ধেয় তোমার প্রস্তাব, সুলক্ষণা। এবং আমার পক্ষে আশাতীত।

শান্তা। আশাতীত কেন? এ কি ক্ষত্রনারীর স্বাধিকার নয় যে তার পতি হবে স্বনির্বাচিত?

রাজমন্ত্রী। সত্য তোমার বচন, সুভাষিণী।

শান্তা। আমার অভিপ্রায় আমার পিতামাতার অজ্ঞাত নেই; তাঁরা অনুকূল। এখন আপনি আমাকে পুত্রবধূরূপে আশীর্বাদ করুন, আমাদের বিবাহ অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হোক। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার কৌমারত্যাগের ফলে অংগদেশ আবার শ্যামল হ'য়ে ওঠে।

রাজমন্ত্রী। আমি আশীর্বাদ করি, কল্যাণী, তুমি স্বদেশের কল্যাণদাত্রী হও। তোমার পাতিব্রত্যের ফলাফল হোক অংগরাজ্যের শাপমোচন।

শান্তা। আপনি ঋষ্যশৃংগের উল্লেখ করেছিলেন—

রাজমন্ত্রী। তখনও তোমার মর্মকথা জানতাম না।

শান্তা। আমি আপনাকে সত্য বলছি, আমি অংশুমান ভিন্ন অন্য কারো অংকশায়িনী হবো না।

রাজমন্ত্রী। তোমার উক্তি আমার মানসপটে মুদ্রিত রইলো; আমি রাজ-পুরোহিতের সংগে পরামর্শ ক'রে বিবাহের লগ্ন স্থির করবো। তুমি শান্ত হও, প্রাসাদে ফিরে বিশ্রাম করো। আমি তোমার ও অংগরাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

শান্তা। প্রণাম।

[শান্তার প্রস্থান।]

রাজমন্ত্রী। অহমিকা—স্বার্থপরতা—আত্মতৃপ্তি—আমরা তাকেই বলি প্রণয়—সরলতা—হার্দ্যগুণ! তরুণী শান্তা, বিশ্বব্যাপারে অনভিজ্ঞ, বাসন্তিক বিহঙ্গীর মতো অজ্ঞান, উপরন্তু অংশুমানের প্রণয়োৎসুক —আমি তাহাকে কী ক'রে বোঝাই যে আজ অঙ্গদেশের যিনি ভাগ্য-বিধাতা তিনি আর-কেউ নন, ঋষ্যশৃঙ্গ! এবং তাঁর বরলাভের উপায়স্বরূপ যে-কন্যা চিহ্নিত হ'য়ে আছে, সেও রাজকুমারী শান্তা, অন্য কেউ নয়। অকাট্য এই দৈববাণী, রাজপুরোহিতের আদেশ অবশ্যমান্য। আমি দেখছি এ-মুহূর্তে সর্বাঙ্গীণ সাবধানতার প্রয়োজন ঘটলো। শান্তা ও অংশুমানকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ওদের দৃষ্টি এখন নিতান্ত প্রাকৃত; ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য শিশুর মতো লালায়িত ওরা; কে জানে আমাদের এই মহৎ ত্রাণকর্মে ওরাই যদি বিঘ্ন হ'য়ে ওঠে? যদি অংশুমান আমাদের সংকল্প বুঝে নিয়ে, শান্তাকে হরণ ক'রে দেশান্তরে চ'লে যায়? ওদের অবস্থায় এই পন্থা অবলম্বন করা স্বাভাবিক, আর ক্ষাত্রধর্মেও এর অনুমোদন প্রসিদ্ধ। আমি আজ রাত্রেই অংশুমানকে বন্দী করবো, কয়েকটা দিন কারাগারে কাটালে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না। পুরস্ত্রীরা শান্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে তাকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত।

আমাদের নির্ভর এখন বারাঙ্গনারা। তরঙ্গিণীর খ্যাতি যদি মিথ্যা না হয়, লোলাপাঙ্গীর অর্থলোভ যদি লেলিহান থাকে, তাহ'লে আবার সমৃদ্ধ হবে অঙ্গদেশ, কেউ থাকবে না বুভুক্ষু বা আর্ত। জনগণের হর্ষধ্বনি শুনে ধন্য হবেন লোমপাদ ও রাজপুরুষেরা। ঋষ্যশৃঙ্গকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিণী; তার ফলভোগ করবে শান্তা। কাম একবার প্রজ্বলিত হ'লে সহজে থামে না। বারাঙ্গনারাই নির্ভর।

[লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীকে নিয়ে দূতদ্বয়ের প্রবেশ।]

রাজমন্ত্রী। স্বাগত। তোমাদের কুশল?

লোলাপাঙ্গী। বেঁচে আছি প্রভু, কায়ক্লেশে বেঁচে আছি, এই দুর্বৎসরেও কঙ্কাল হ'য়ে যাইনি। দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন?

[রাজমন্ত্রীর ইঙ্গিতে দূতদ্বয়ের প্রস্থান।]

রাজমন্ত্রী। এই তোমার কন্যা—তরঙ্গিণী?

লোলাপাঙ্গী। আপনার অধীনা।

রাজমন্ত্রী। শুনেছি তুমি তাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী ক'রে তুলেছো?

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, আমার সাধ্য আর কতটুকু, কিন্তু চেষ্টায় হেলা করিনি; মা হ'য়ে তো সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে পারি না। আমি ওকে কোন-কোন বিদ্যা শিখিয়েছি তা বলবো? রূপের চর্চা, স্বাস্থ্যের যত্ন, স্নান, ব্যায়াম, পথ্যের সমুদয় নিয়ম; সাজ, শিঙার, গহনার তত্ত্ব। ও রত্ন চেনে; ফুল, মালা গন্ধদ্রব্যের মর্ম বোঝে; জানে কোন উপায়ে ত্বক থাকে সতেজ, চোখ উজ্জ্বল, আর নিশ্বাস সুগন্ধি। জানে, কোন খাদ্যে মেদবৃদ্ধি হয় না, আর কোন সুরা কল্যাণী। জানে সুন্দর হ'য়ে বসতে, দাঁড়াতে, চলতে, শুতে, ঘুমোতে, ঘুমের মধ্যেও অশোভন অংগভংগি করে না। জানে, কণ্ঠে ও উচ্চারণে কেমনতর সুর লাগালে বচন হ'য়ে ওঠে মনোচোর।

রাজমন্ত্রী। তোমার কন্যা কিছু শাস্ত্রপাঠ করেছে কি? ধর্মতত্ত্বে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে?

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, আমি শেষ করিনি; এই রূপের চর্চা তো শিক্ষার আরম্ভ মাত্র। তারপর কিছু ব্যাকরণ ও কাব্য, কিছু অর্থশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র; পূজা, ব্রত, পার্বণের বিধি; পাশাখেলায় কাণ্ডজ্ঞান; নাচ, গান, অভিনয়; হাবে, ভাবে, পরিহাসে কেমন ক'রে হ'তে হয় রসবতী; ধূর্ত, বিট, জ্যোতিষী ও ভিক্ষুনীর মুখে-মুখে কেমন ক'রে রটাতে হয় যে অমুকের মতো গুণবতী আর নেই। শেষ পর্বে রতিশাস্ত্র ও কামকলা : মান, অভিমান, চাহনি, নিশ্বাস, কান্না; হাসি ও ভ্রূকুটির চাতুরী; কোন মন্ত্রে উদাসী এসে পায়ে পড়ে, অংগে ওঠে কৃপণের সোনা; কোন উপায়ে নাগরদের মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে নিজের মূল্য বাড়াতে হয়, আর আঁচলে বেঁধে খেলানো যায় একসংগে সপ্তরথীকে।

রাজমন্ত্রী। তোমার কন্যা তাহ'লে ছলনাতেও দক্ষ?

লোলাপাঙ্গী। ছলনা, প্রভু? আমরা একে ছলনা বলি না, বলি জীবিকা। ধনদানের কথা দিয়ে যে কথা রাখে না, তাকে মর্মঘাতী কটুবাক্য বলতে না-পারলে আমরা বাঁচবো কী ক'রে? কোনো সুশ্রী ধার্মিক যুবা নিঃস্ব হ'লে কোন উপায়ে তার সেবা ক'রেও ধনলাভ ঘটতে

পারে, তাও আমাদের না-জানলে চলে না। আমরা সময় বুঝে মধুকুণ্ড, সময় বুঝে বিষভাণ্ড। এই সবই আমি তরঙ্গিণীকে শিখিয়েছি। যে-পুরুষ ওকে ভাগ্যবতী করে, তার কন্যার সঙ্গে ওর আচরণে ফোটে মাতৃভাব, তার স্ত্রীকে বলে চাটুবাক্য, তার দাসীদের দেয় পার্বণী; কিন্তু যদি পুরুষটির মুঠো কখনো আঁট হয়, তাহ'লে ওর তীব্র গঞ্জনা থেকে স্ত্রী, কন্যা, পরিজন কেউ নিস্তার পায় না। আমি গরব করবো না; কিন্তু ভগবান ওকে যে-সেবাধর্ম দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন, আমি তরঙ্গিণীকে কোনোমতে তার যোগ্য ক'রে তুলেছি। আর সেজন্য আমার কত শ্রম, কত কষ্ট, কত অর্থব্যয় —তা শুধু আমিই জানি, আর জানেন অন্তর্যামী। কিন্তু আজ আপনার দর্শন পেয়ে মনে হচ্ছে হয়তো আমার এতদিনের সব কষ্ট সার্থক হ'লো।

রাজমন্ত্রী। তরঙ্গিণী, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

তরঙ্গিণী। আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ।

রাজমন্ত্রী। তুমি কি কোনো পুরুষের প্রতি আসক্ত?

তরঙ্গিণী। আমার ধর্ম বহুর পরিচর্যা।

রাজমন্ত্রী। এমন কোনো পুরুষ কি নেই যাকে তুমি সর্বস্ব দিতে চাও?

তরঙ্গিণী। প্রভু, আমার সর্বস্ব বলতে আর কী আছে—শুধু এই শরীর! তার অধিকারী কে নয়, বলুন—রোগী, উন্মাদ, নপুংসক ও ভিখারি ছাড়া? যে আমাকে মূল্য দেয় তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি—শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত, আমার কাছে সকলেই সমান।

রাজমন্ত্রী। কখনো বিশেষ কারো প্রতি তোমার পক্ষপাত জন্মেনি?

তরঙ্গিণী। অমন পাপচিন্তা যদি বা কখনো মনে জাগে, আমি প্রাণপণে তা ঠেকিয়ে রাখি।

রাজমন্ত্রী। তোমাকে একটি কর্মের ভার দিতে চাই।

তরঙ্গিণী। দাসীকে আজ্ঞা করুন।

রাজমন্ত্রী। গঙ্গার ওপারে, অঙ্গরাজ্যের সীমান্তে, এক নবযুবক তপস্যারত আছেন। জন্ম থেকে তিনি বনবাসী, জন্ম থেকে সংসর্গ-হীন। কখনো কোনো নারী তাঁর চোখে পড়েনি, আর একমাত্র অন্য যে-পুরুষের সঙ্গে তিনি পরিচিত, তিনি তাঁরই কঠিন নৈষ্ঠিক

ঋষিতুল্য পিতা। পর্যটকদের মুখে শুনেছি, এই কিশোর তপস্বী এত দূর পর্যন্ত নিষ্পাপ যে আশ্রমে যদিও পশুপক্ষীর অভাব নেই, প্রাণীদের কী-ভাবে জন্ম হয় তাও তিনি জানেন না। কোনো বিশেষ কারণে তাঁরই দেহে জাগাতে হবে মদনজ্বালা, কামাতুর অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসতে হবে রাজধানীতে—এই চম্পানগরে, তুমি ও তোমার সখীরা যার স্বর্ণমেখলা।—পারবে?

তরঙ্গিণী। প্রভু, আমার কৌতূহল হচ্ছে। এই তরুণ ব্রহ্মচারী কি তাঁর মাতাকে বা অন্য কোনো মুনিপত্নীকেও দ্যাখেননি?

রাজমন্ত্রী। শুনেছি, তাঁর জন্মকালেই তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। আর তাঁর পিতার আশ্রম নিতান্তই নির্জন; সেখানে অন্য অধিবাসী নেই।

তরঙ্গিণী। কী নাম তাঁর?

রাজমন্ত্রী। তিনি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ।

তরঙ্গিণী। ঋষ্যশৃঙ্গ!

রাজমন্ত্রী। তরঙ্গিণী, তুমিও কি ভীত হ'লে?

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, ওকে মার্জনা করুন, ঋষ্যশৃঙ্গের নাম শুনে কে না প্রথমে ভয় পাবে? আমরা গণিকা, কিন্তু স্ত্রীলোক মাত্র—উর্বশী মেনকার মতো দেবতার বর পাইনি, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা অনন্তযৌবনা নই। যদি অভিশাপ দেন ঋষিপুত্র? যদি বলেন, 'তুই কুম্ভীর হ!' আর তরঙ্গিণী—আমার চোখের মণি তরঙ্গিণী, বণিক ধনিক রাজন্যদের আদরিণী তরঙ্গিণী—সে যদি বিকট মকরমূর্তি নিয়ে ধীরে-ধীরে গঙ্গার জলে মিলিয়ে যায়? পুরাণের কথা সত্য হ'লে কী না হ'তে পারে?

রাজমন্ত্রী। অযথা বাক্যব্যয় কোরো না—এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাবে।

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, গুণনিধি, দয়াসিন্ধু! আমাদের অবস্থাটা বিবেচনা করুন। উর্বশীকে রক্ষা করেন দেবরাজ, কুলস্ত্রীর আশ্রয় অন্তঃপুর। কিন্তু আমরা তো সর্বজনীন মানবী, তাই আমাদের দেখার কেউ নেই। কত শত্রু আমাদের ভেবে দেখুন। চোর, শঠ, কুচক্রী, দস্যু, দুর্বৃত্ত; রোগ, জরা, দীর্ঘায়ু, অপমৃত্যু। কোনো পুরুষকে যদি ব্যর্থ করি, তার আক্রোশ হয় সর্পতুল্য। কোনো সখীর সহচরকে সঙ্গ দিলে তার ঈর্ষা দাবানলের মতো জ্ব'লে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে

বিপদ এড়িয়ে, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থেকে বাঁচতে হয় আমাদের; যেন ক্ষুরের মতো ধারালো একটি পথ বেয়ে চলেছি, কখনো কোনো দুর্দৈব ঘটলে কোন পাতালে তলিয়ে যাবো কে জানে!

রাজমন্ত্রী। এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—আর যান, শয্যা, প্রভূত বসন, প্রভূত স্বর্ণালংকার।

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, করুণাধাম, ধর্মাধিপতি! আমরা বহুবল্লভা, সেই-জন্যই নিতান্ত অনাথা। আমাদের অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই; এক আশা পরলোকে যদি পশুপতির চরণ ছুঁতে পারি। এমন কোনো গণিকা নেই যে মনে-মনে চিন্তা না করে : 'আমি যদি মারীগুটিকায় কুৎসিত হ'য়ে যাই তাহ'লে কী হবে? যদি পক্ষাঘাতে অচল হ'য়ে পড়ি, তাহ'লে? পলকপাতে যৌবন কেটে যাবে, তারপর? যদি লোলচর্ম বৃদ্ধা হ'য়ে বেঁচে থাকতে হয়, তখন আমার আহার আসবে কোথা থেকে?' বুদ্ধিমতীরা তাই সুসময়ে সঞ্চয় করে, সুসময়ে শোষণ ক'রে নেয় অর্থ। অধম আমারও কিছু সঞ্চয় ছিলো, কিন্তু আমি নিজে নিঃস্ব হ'য়ে তরঙ্গিণীকে লালন করেছি, শিক্ষা দিয়েছি। এখন এই কন্যাই আমার মূলধন। প্রভু, আপনার আদেশে আমরা জীবন দিতে পারি, কিন্তু দৈবক্রমে জীবন যদি দীর্ঘ হয় তবে তো জীবিকাও চাই।

রাজমন্ত্রী। পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা!

লোলাপাঙ্গী। ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গ! পর্বতের পতন! হিমানীতে অগ্নি-সংযোগ!—তরঙ্গিণী, পারবি তো?

রাজমন্ত্রী। দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা—আর যান, শয্যা, আসন, বসন, স্বর্ণালংকার! আর সিংহলের মুক্তা, বিন্ধ্যাচলের মরকতমণি!

লোলাপাঙ্গী। ধন্য আমরা, আপনি আমাদের ভবসাগরে তরণী!

রাজমন্ত্রী। আমি চরের মুখে বার্তা পেয়েছি, কাল প্রভাতে বিভাণ্ডক আশ্রমে থাকবেন না। কাল প্রভাতেই এই কর্ম সম্পন্ন হওয়া চাই।

তরঙ্গিণী। প্রভু, এ যে বহু আয়োজনসাপেক্ষ কর্ম। প্রস্তুতির জন্য সময় পাবো না?

রাজমন্ত্রী। কাল প্রভাতে। বিলম্ব করা অসম্ভব।

লোলাপাঙ্গী। তরঙ্গিণী, কাছে আয়। (কন্যার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে) দর্পণে একবার দেখিস নিজেকে, তাহ'লে আর ভয় থাকবে

না। শোন, ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরও দেহ রক্তেমাংসে গড়া। বয়সে নিতান্ত তরুণ, আর এমন অবোধ যে এখন পর্যন্ত এও জানেন না যে এক-ব্রহ্মা বহু হয়েছিলেন। জানেন না অর্ধনারীশ্বর যোগীশ্বরকে; জানেন না, কাকে বলে নারী। ভয় কী তোর? কাল প্রভাতে ঋষ্যশৃঙ্গকে মৃগয়া করবি তুই; ব্যাধের মতো চতুর হবে তোর পদপাত, অব্যর্থ হবে শরসন্ধান। যার বাণ উদ্যত, সেই ব্যাধের দিকে মৃগশিশু যেমন সরল চোখে তাকিয়ে থাকে, তেমনি হবে এই কিশোরের দৃষ্টিপাত—তুই যখন সামনে গিয়ে দাঁড়াবি। অনাবৃষ্টির আকাশে যেমন মেঘ, তেমনি হবে তাঁর হৃদয়ে তোর উদয়। একটিমাত্র আঙুলে যদি স্পর্শ করিস তা হবে তপ্ত পৃথিবীর বুকে প্রথম জলবিন্দুর মতো। ধীরে-ধীরে তুই বৃষ্টি হ'য়ে নেমে আসবি, তাঁর ধ্যানের পাষাণ গ'লে যাবে, আর তখন—তিনি এতদিন তপস্যা ক'রে যা পাননি, তুই তাঁকে দিবি সেই ব্রহ্মানন্দস্বাদ। তুই, এই অভাগিনী লোলাপাঙ্গীর কন্যা তরঙ্গিণী! ভেবে দ্যাখ আমার আনন্দ, আর তোর সার্থকতা! তুই বিজয়িনী হবি, যশস্বিনী হবি, ইতিহাসে লেখা হবে তোর আখ্যান, যুগান্তরে তোর কীর্তির ভাষ্য লিখবেন কবিরা। শোন, আরো কাছে আয়—আমি তোকে সব উপায় ব'লে দিচ্ছি।

[লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীর মূক অভিনয়। হাস্য, লাস্য, অঙ্গভঙ্গি। মা-র কথা শুনতে-শুনতে তরঙ্গিণীর মুখ হ'লো উজ্জ্বল, নিশ্বাস দ্রুত, দেহে জাগলো চঞ্চলতা। কয়েক মুহূর্ত পরে সে স'রে এসে রাজমন্ত্রীর সামনে দাঁড়ালো।]

তরঙ্গিণী। পারবো, প্রভু, আমি পারবো! আমার দেহে-মনে অপূর্ব প্রেরণা জেগেছে; আমি সম্পূর্ণ দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমি সঙ্গে নেবো আমার ষোলোটি সুন্দরী সখীকে, নেবো ফুল মালা মধু সুরা সুগন্ধ; নানাবর্ণ মণিকান্ত কন্দুক; ঘৃতপক্ক মাংস ও পায়সান্ন; দ্রাক্ষা ও রতিফল; বাঁশি, বীণা, মৃদঙ্গ। এই সব নিয়ে যাত্রা করবো কাল প্রত্যুষে। ফুল দিয়ে সাজানো হবে আমাদের তরণী; পাতা, লতা, গুল্ম ও তৃণ দিয়ে এক কৃত্রিম তপোবন তাতে রচিত থাকবে। সঙ্গে কোনো পুরুষ নেবো না—আমরাই হবো এই

আশ্চর্য অভিযানের নাবিক। সমস্বরে পঞ্চম স্বরে গান গাইতে-গাইতে আমরা উত্তীর্ণ হবো ওপারে। তখন লোহিতবর্ণ সূর্যদেব উদীয়মান, জল উজ্জ্বল, আকাশে ফুটছে কনকপদ্ম, জবাকুসুম, রক্তকরবী। কুমার তখন আহ্নিক সেরে কুটিরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন—স্নাত তিনি, বল্কলধারী, দীর্ঘ ও কৃষ্ণ তাঁর কেশ, তরুণ বেণুর মতো কান্তি। আমরা সখীরা ঘিরে ফেলবো তাঁকে—যেমন সরোবরে নামে শ্রেণীবদ্ধ মরাল। তাঁকে ঘিরে-ঘিরে ললিতভঙ্গে নৃত্য করবো আমরা, বাঁধবো তাঁকে সংগীতের মায়াজালে। তিনি যখন প্রায় সম্মোহিত, আমরা তখনই অন্তরালে চ'লে যাবো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে, আমি একা দাঁড়াবো তাঁর মুখোমুখি। আমার মুখের উপর বিদ্ধ হবে তাঁর দৃষ্টি—সরল, গভীর, উদার, বিস্ফারিত—যে-চক্ষু আগে কখনো নারী দ্যাখেনি। আমি তাঁকে সম্ভাষণ করবো। তিনি বলবেন, 'কে তুমি?' আমি মোহন স্বরে কথা ব'লে-ব'লে ধীরে-ধীরে ঘনিষ্ঠ হবো। বাহু উত্তোলিত ক'রে, তাঁকে দেবো আমার অঙ্গপরশ। কৃতাঞ্জলি হ'য়ে গ্রহণ করবো তাঁর করযুগ। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে বলবো: 'আমার একটি ব্রত আছে, আপনি পুরোহিত না-হ'লে তা উদ্‌যাপিত হবে না।' তাকিয়ে দেখবো, তাঁর অধর স্ফুরিত, নয়নকোণ রক্তিম, কণ্ঠমণি স্পন্দমান। আর তারপর—তারপর—তারপর (করতালিসমেত বিলোল হাস্য ক'রে)—মা, আমাকে আশীর্বাদ করো—প্রভু, আমাকে পদধূলি দিন—কন্দর্প, অতনু, পঞ্চশর, আমার সহায় হও!

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম। উষাকাল। ঋষ্যশৃঙ্গ কুটিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। সূর্যদেব, প্রণাম। বায়ু, তুমি আমার বন্ধু। বৃক্ষ, বিহঙ্গ, বনলতা, আমি তোমদের প্রণয়ী। তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের আশ্রয়ে বেঁচে আছি—আমি ধন্য। আমার জীবন, আমার প্রাণ—আমার চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, তোমরাও আমার প্রিয়। তোমাদের নিয়ে, তোমাদের আশ্রয়ে আমার আত্মা আনন্দিত। সুন্দর তুমি, ঊর্ধ্বারোহী দিবা, সুন্দর তোমার অবসান। আর রাত্রি, নক্ষত্র, ক্ষয়বৃদ্ধিশীল হিমাংশু—তোমাদেরও তুলনা নেই। কী সুখী মাটির বুকে পিপীলিকাশ্রেণী, কী সুখী অন্ধকারে খদ্যোতপুঞ্জ! তোমরা যারা দিনমান ব্যস্ত, আর যারা নিশীথের জীব—তোমরা সকলেই আমার আত্মীয়। তোমাদের অন্তরে, আর আমার অন্তরে একই আত্মা বিরাজমান। তিনি সেতু, তিনি যোগসূত্র, তিনি সংশ্লেষ। তিনি পরম, তিনি ব্রহ্মন্, তিনি অব্যয়। আমার চক্ষুতে তিনি দৃষ্টি, আমার কর্ণে

তিনি শ্রবণ, আমার ত্বকে তিনি স্পর্শবোধ। তিনি জল, তিনি অন্ন; তিনি অগ্নি, তিনি আকাশ; তিনি জ্যোতি, তিনি তমিস্রা। আমি তাঁকে প্রণাম করি। প্রাণী, উদ্ভিদ, শিলা, কাষ্ঠ, স্রোতস্বিনী—চর, অচর, জড়, চেতন—আমি তোমাদের প্রণাম করি।

[নেপথ্যে দূরাগত অতি মৃদু বাঁশির সুর।
ঋষ্যশৃঙ্গ শুনতে পেলেন না।]

সচ্ছল আমার দিন কেটে যায়। যামিনীর তৃতীয় প্রহরে শয্যা-ত্যাগ; প্রাতঃস্নান, প্রাণায়াম, ধ্যান, যোগাসন, মন্ত্রপাঠ। গাভীদোহন, সমিধসংগ্রহ, অগ্নিহোত্রে অগ্নিরক্ষা, যজ্ঞের আয়োজন, যজ্ঞপাত্র-মার্জনা—এই সবই আমার পূর্বাহ্ণের নিত্যকর্ম। অপরাহ্ণে পিতার সঙ্গে আমার অধিবেশন; আমাদের চর্চার বিষয় বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্ত। পিতা বলেন, ঐ তত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম, কিন্তু আমার মনে হয় সবই সরল, সব এই দিবালোকের মতো সহজ ও প্রতীয়মান। আমি আমার পিতার মতো মেধাবী নই, কোনো তর্কের বিষয় আমার বোধগম্য হয় না। সায়ংকালে, কিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণের পর, আমরা যখন অজিনশয্যায় বিশ্রান্ত, আমি তখন পিতাকে দু-একটা প্রশ্ন নিবেদন করি। তিনি বলেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বজনের অধিগম্য নয়; তার জন্য চাই নির্জনতা ও একান্ত অভিনিবেশ। বলেন, নদীর ওপারে জনাকীর্ণ নগরে যারা বাস করে, তাদের বাক্য অনৃত, ব্যবহার প্রগল্‌ভ, সাধনাও অসাধু। কিন্তু আমি ভাবি : এমন কোন প্রাণী আছে, যে আনন্দিত হ'তে না চায়? আর আনন্দ যার লক্ষ্য, সে কি ব্রহ্মকেই আকাঙ্ক্ষা করে না? ঈপ্সাযোগ্য অন্য কিছু তো নেই। পিতা বলেন, এই অরণ্যে বহু রাক্ষস ও পিশাচ সঞ্চরণশীল, তাঁর অনুপস্থিতিকালে আমি যেন সতর্ক থাকি। কিন্তু আমি ভয় করি না। রাক্ষস, পিশাচ, শ্বাপদ—আমাকে তারা আঘাত করবে কেন? আর কোন রাক্ষস ছদ্মবেশী দেবতা, কোন শ্বাপদ শাপগ্রস্ত ঋষি—তা-ই বা আমি কেমন ক'রে জানবো?

[নেপথ্যে নিকটতর মৃদু যন্ত্রসংগীত।
ঋষ্যশৃঙ্গ শুনতে পেলেন না।]

কিন্তু মর্ত্যলোকে কিছুই অবিচ্ছেদ নয়, আমারও মাঝে-মাঝে আসে দুর্দিন। সেদিন মনে হয়, আমার দিনব্যাপী ক্রিয়াকর্ম যেন অভ্যাসমাত্র, কিছুই আমার অন্তঃকরণে অনুভূত হচ্ছে না। সেদিন অগ্নি দেয় না উজ্জ্বলতা, অনিল স্তব্ধ হ'য়ে থাকে, বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয় না হৃদয়ে। আবার কোনো-কোনোদিন স্বচ্ছ হ'য়ে যায় দৃষ্টি, সব মনে হয় সার্থক ও উজ্জীবিত, এক দিব্য বিভা চিদাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ তেমনি একটি শুভদিন আমার।

[নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত স্পষ্ট ও সন্নিকট। ঋষ্যশৃঙ্গ শুনতে পেয়ে উৎকর্ণ হলেন।]

মধুর এই ধ্বনি! যেন আমারই কোনো আকাঙ্ক্ষার শব্দরূপ। কোথা থেকে আসছে? আমাদের প্রতিবেশী কোনো আশ্রম তো নেই। মনে হয় কোনো নবাগত বটুকদলের মন্ত্রোচ্চারণ।

[নেপথ্যে নারীকণ্ঠে সংগীত।]

জাগো, সৃষ্টির আদি শিহরন,
জাগো, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম!
করো ব্রহ্মার মতি চঞ্চল,
আনো দুর্বার মায়াদ্বন্দ্ব।

এসো, শম্ভুর গিরিশৃঙ্গে
বধূ গৌরীর দেহসৌরভ!
বাজো, শূন্যের বুকে ওঙ্কার,
জাগো, বিশ্বের বীজমন্ত্র!

ঋষ্যশৃঙ্গ। মধুর—গভীর—উদার এই আবৃত্তি! আমি তো এ-মন্ত্র আগে শুনিনি—কোন ঋষি এর উদ্গাতা? আর কী আশ্চর্য কণ্ঠস্বর—যেন কোকিলের নিনাদ, যেন কলস্বরা তটিনী—না, আরো বেশি মধুর। এই তপস্বীরা কারা? মনে হয় তপস্যায় এঁরা বহুদূর অগ্রসর। আমি এখনো বটুকমাত্র, কত মন্ত্র এখনো শিখিনি, কত তত্ত্ব আমার অজানা। মরাল যেমন কৈলাসের জন্য আকুল, এঁদের প্রতি তেমনি আমার ঔৎসুক্য জাগছে।

[ধীর চরণে তরঙ্গিণীর প্রবেশ। তার বসন সূক্ষ্ম ও বর্ণাঢ্য; অঙ্গে-অঙ্গে রত্নালংকার। হাতে বিবিধ পাত্রস্থ উপচার।]

তরঙ্গিণী (ভূমিতে উপচার নামিয়ে)। তপোধন, আপনার কুশল তো? এই বনে ফলমূলের তো অভাব নেই? আপনার পিতার তো তেজোহ্রাস ঘটেনি? আপনি তো সুখে কালাতিপাত করছেন? আমি সম্প্রতি আপনারই দর্শনলালসায় এখানে এসেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ (কয়েক মুহূর্ত নীরবে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে)। তাপস, আপনি কে? কোন পুণ্য আশ্রম আপনার তপোধাম? কোন কঠিন সাধনার ফলে আপনার এই হিরণ্যকান্তি? (তরঙ্গিণীকে ধীরে-ধীরে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে) আপনি কি কোনো শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা? না কি আমারই কোনো অচেতন সুকৃতির ফলে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন? কী দীপ্ত আপনার তপোপ্রভা, কী স্নিগ্ধ আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার ভাষণ কী লাবণ্যঘন! আপনাকে দেখে আমি দুর্লভ চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছি। আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

তরঙ্গিণী। মুনিবর, আমি আপনার অভিবাদনের যোগ্য নই, আপনিই আমার অভিবাদ্য। আমি প্রার্থনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি; আমার ব্রতপালনে আপনার সহযোগ আমাকে দান করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। ধীমান্, আমি আপনাকে কী-দান দিতে পারি? আমার মনে হচ্ছে আপনি চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। যে-মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন। সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ। আপনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আসি।

[ঋষ্যশৃঙ্গের প্রস্থান। তরঙ্গিণী তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।]

তরঙ্গিণী। ভাবিনি এত সহজ হবে—কিন্তু এখনো নিশ্চয়তা নেই। আমার চাই নিজের উপর আস্থা, আর নিজের উপর শাসন। তুচ্ছ

কোনো ভুল যদি করি, বা মুহূর্তের জন্য উন্মনা হই, তাহ'লে হয়তো লজ্জা পেয়ে ফিরতে হবে।...'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে!' সত্যি কি তিনি ভাবছেন আমি মুনি, বা ছদ্মবেশে দেবতা? (মৃদুস্বরে হেসে উঠে) বালক, বালক! কখনো কোনো নারী দ্যাখেননি—কখনো কোনো যুবাও দ্যাখেননি। কিন্তু এই বনে কি সরোবর নেই? কোনো ভাদ্রের নির্বাত অপরাহ্ণে, কোনো সরোবরের স্থির স্বচ্ছ জলে, তিনি কি নিজেকেও দ্যাখেননি কখনো? 'সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল!'—কে কাকে বলছে! (ক্ষণকাল নীরব থেকে) আমি জানি আমি কুরূপা নই, চম্পানগরে সুন্দরী ব'লে খ্যাতি আছে আমার—কিন্তু—অমন ক'রে অন্য কেউ কেন বলে না? (ক্ষণকাল নীরব থেকে) কেমন ক'রে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে! যাকে দেখছিলেন সে কি আমি? (নিজের বাহু, ঊরু ও চরণের দিকে তাকিয়ে) মা, সত্যি বলো, আমি কি অত সুন্দর? আমার চম্পানগরের প্রণয়ীরা, বলো—আমি অত সুন্দর? (ক্ষণকাল নীরবতার পর—হেসে উঠে) কৌতুক হবে —উত্তম কৌতুক, যখন ফিরে গিয়ে ওদের সভায় এই কাহিনী শোনাবো! আসবে চন্দ্রকেতু, অধিকর্ণ, ঋভু, দেবল, পুরঞ্জয়—আসবে রতিমঞ্জরী, বামাক্ষী, অঞ্জনা, জবালা—আমার সব প্রিয় সখীরা— সামনে সুরাপাত্র নিয়ে সবাই যখন চক্রাকারে বসবো, তখন আমি সবিস্তারে শোনাবো কেমন ক'রে মুনিবরকে আমার শিষ্য ক'রে তুলেছিলাম। অট্টহাসির রোল উঠবে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বটুকের বৃত্তান্তে। (ব্যঙ্গের সুরে) 'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার...' (হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো)। কিন্তু আমার এই অগ্রিম উচ্ছ্বাস অসংগত। আমাকে সতর্ক হ'তে হবে। মনে রাখতে হবে—দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, আর যান, শয্যা, আসন, বসন, অলংকার। আর যদি না পারি—তাহ'লে লজ্জা! চম্পানগরে পথে বেরোলে লোকেরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে—'এই সেই আত্মাভিমানিনী বারাঙ্গনা, ঋষ্যশৃঙ্গ যার দর্প চূর্ণ করেছিলেন!' আমাকে অযোগ্য জেনে যুবকেরা খুঁজবে অন্য সহচরী। মা-কে নিয়ে আমার পতন হবে ঐশ্বর্য থেকে দারিদ্র্যে, যশ থেকে অন্ধকূপ অবজ্ঞায়। ছি! কী লজ্জা, কী কলঙ্ক! না—না—আমি তা হ'তে দেবো না।...ঐ যে,

তিনি আসছেন। চম্পানগরে কোন পুরুষ রূপে তাঁর তুল্য? কোন নারী আমার মতো ভাগ্যবতী—যদি পারি, যদি হ'তে পারি! আমার পরীক্ষার মুহূর্ত আসন্ন। ধর্ম আমাকে রক্ষা করুন।

[কুশাসন, জলপূর্ণ ঘট ও পর্ণপুটে কয়েকটি ফল নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রবেশ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার বিলম্ব হ'লো, আপনি তো অপরাধ নেননি? আমি বন থেকে ফল নিয়ে এসেছি, এনেছি নদী থেকে নির্মল জল। আর এই সুখস্পর্শ অজিনাবৃত কুশাসন। (ভূমিতে আসন, ফল ও ঘট সাজিয়ে) আপনি উপবেশন করুন, আচমন করুন। এই আমলক ফল, এই ইঙ্গুদ, এই ভল্লাতক। সুপক্ক ফল; আপনি যথারুচি উপভোগ করলে আমার চিত্ত সন্তুষ্ট হবে। তারপর, যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি উৎপন্ন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করুন। আপনাকে দর্শনের জন্য, আপনার বাণী শ্রবণের জন্য, আমার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু। আপনি যদি দেবতা না হন, তবে কেন আমার মনে হচ্ছে যেন এতকাল আমি আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম?

তরঙ্গিণী। তপোনিধি, আমি দেবতা নই। আমার জন্ম নরকুলে, আমার ধর্ম পরিচর্যা। আমি আপনারই সেবার জন্য এখানে এসেছি, পূজিত হ'তে আসিনি। কোনো দানগ্রহণ আমার ব্রতবিরোধী।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার ব্রতের বিষয়ে আমাকে আরো বলুন।

তরঙ্গিণী। আমি অনঙ্গব্রতে অঙ্গীকৃত।

ঋষ্যশৃঙ্গ। অনঙ্গব্রত? তা কী-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়? তার পণ কী? পদ্ধতি কী? ক্রিয়াকর্ম কেমন? আমি অজ্ঞ; আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তরঙ্গিণী। আমার পণ আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গ। ঋষিরা ত্যাগের মহিমা কীর্তন ক'রে থাকেন।

তরঙ্গিণী। তপোধন, আমি তত্ত্বকথা জানি না, আমি প্রেরণার বশবর্তী। ত্যাগই আমার ভোগ—আমার সার্থকতা। পশু, পক্ষী ও পতঙ্গকে বৃক্ষ যেমন ফলদান করে, তেমনি আমি জনে-জনে করি আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তত্ত্বজ্ঞান আমারও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার অনুভূতি হয়, যেন পশু, পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম। নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।

তরঙ্গিণী। দেব, আমি দ্বৈতবাদী। কে আমাকে গ্রহণ করবেন, আমি নিরন্তর তাঁকে খুঁজে বেড়াই। এই আমার পদ্ধতি। লজ্জাত্যাগ ও ঘৃণাবর্জন আমার ক্রিয়াকর্ম।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার ব্রতে কোনো মন্ত্র আছে কি? কোনো অনুষ্ঠান?

তরঙ্গিণী। আমার মন্ত্রের নাম রতি, আমার যজ্ঞের নাম প্রীতি, আমার ধ্যানের বিষয় আনন্দযোগ। আমার সাধনমার্গে একাকীত্ব নিষিদ্ধ : দুই তপস্বী যৌথভাবে এই ব্রতপালন করেন। তাই আমি আজ আপনার শরণাগত।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আজ যখন প্রাতঃসূর্যকে প্রণাম করি, তিনি যেন একটি রশ্মি দিয়ে আমার মর্মস্থল স্পর্শ করলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার শ্রবণে এলো এক মনোহর নিনাদ। এখন জানলাম, আমার এই অভূতপূর্ব সৌভাগ্যেরই সূচনা সব। এই আকাশ, আলোক, সমীরণ—যাঁরা আমাকে আজ আশীর্বাদ করেছেন, তাঁরা আপনারই বার্তাবহ।

তরঙ্গিণী (ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে স'রে এসে)। আমিও বহু পথ ভ্রমণ ক'রে আপনার কাছে এসেছি। আমার প্রার্থিত আপনি। আপনাকে আত্ম-নিবেদন আমার ইষ্টকর্ম।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার ব্রতে আমি অভিজ্ঞ নই, কিন্তু আমার কোনো কর্তব্য থাকে তো বলুন।

তরঙ্গিণী (আরো কাছে এসে)। আমার ব্রত জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হয় না; ভক্তি আমার নির্ভর। আমি আবার বলছি, আপনি আমার বরণীয়; আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমার ব্রত উদ্‌যাপিত হবে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ (মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে—গাঢ়স্বরে)। দেব, আমি আনন্দিত। আমি অপেক্ষমাণ।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তরঙ্গিণীর পরবর্তী ভাষণ মৃদুস্বরে আরম্ভ হ'য়ে ধীরে-ধীরে উচ্চতর হবে। বলতে-বলতে প্রদক্ষিণ করবে ঋষ্যশৃঙ্গকে।]

তরঙ্গিণী। তবে আরম্ভ হোক অনুষ্ঠান। (নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসংগীত) জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত। গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ব্যাপ্ত হোক গতি। পূর্ণ হোক বৃত্ত। জয়ী হোক প্রাণ, জয়ী হোক মৃত্যু। ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল। বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষ। মৃত্যুকে দীর্ণ করে বীজ, প্রাণ তাই জয়ী। ফলকে উৎপাটন করে মৃত্যু, তাই মৃত্যু জয়ী। এসো সুপ্তি, এসো জাগরণ, এসো পতন, এসো উদ্ধার। (যন্ত্রসংগীত নীরব হ'লো)—ভগবন্, আপনি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি বিধিবদ্ধ উপায়ে আপনার অর্চনা করি।

[তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের আরো কাছে এসে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো।]

এই মালা আপনি গ্রহণ করুন (মালা পরিয়ে দিয়ে)। এই আমার ব্রতের প্রথম অংগ।

ঋষ্যশৃঙ্গ। সুগন্ধি মালা। সুগন্ধি দেহ। সুগন্ধি নিশ্বাস।

তরঙ্গিণী। আমি কিন্তু পূজ্যজনকে প্রণাম করি না, আলিঙ্গন করি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আলিঙ্গন? লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে?

তরঙ্গিণী। তেমনি। (আলিঙ্গনের ভঙ্গি ক'রে) এই আমার ব্রতের দ্বিতীয় অংগ। এবার আপনার মুখচুম্বন আমার কর্তব্য।

ঋষ্যশৃঙ্গ। চুম্বন? অলি যেমন মধুপুষ্প চুম্বন করে?

তরঙ্গিণী। তেমনি। (চুম্বনের ভঙ্গি ক'রে) এই আমার ব্রতের তৃতীয় অংগ। তপোধন, আমি আমার ধর্ম অনুসারে যে-অর্ঘ্য এনেছি, এবারে আপনাকে তা অর্পণ করি। এই ফল আপনার সেবার জন্য। এই ব্যঞ্জন আপনার সেবার জন্য। এই সলিল আপনার সেবার জন্য। গ্রহণ করুন, ভোগ করুন, পান করুন।

[তরঙ্গিণীর হাত থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ ফল, ব্যঞ্জন ও পানীয় গ্রহণ করলেন।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। স্বাদু ফল, স্বাদু ব্যঞ্জন, স্বাদু সলিল।

তরঙ্গিণী। এবার আমাকে আপনার প্রসাদ দিন। আমি যাঁর সেবা করি, তাঁর উচ্ছিষ্ট ভিন্ন আহার করি না। এই ফল আপনার প্রসাদ হোক।

[ঋষ্যশৃঙ্গের অধরে স্পর্শ করিয়ে একটি ফল ভক্ষণ করলো।]

এই ব্যঞ্জন আপনার প্রসাদ হোক।

[ঋষ্যশৃঙ্গের অধরে স্পর্শ করিয়ে নিজে আহার করলো।]

এই সলিল আপনার প্রসাদ হোক।

[ঋষ্যশৃঙ্গের অধরে স্পর্শ করিয়ে নিজে পান করলো।]

প্রভু, আপনি তৃপ্ত?

ঋষ্যশৃঙ্গ। মধু জল, মধু অন্ন, মধু বাক্, মধু কান্তি।

তরঙ্গিণী। মধু দৃষ্টি, মধু গন্ধ, মধু স্পর্শ, মধু স্মৃতি।

[নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসংগীত। পরবর্তী অংশ বলতে-বলতে তরঙ্গিণী ললিত ভঙ্গিতে আবর্তিত হবে, তার এক-একটি বাক্যের সঙ্গে তাল রেখে ধ্বনিত হবে মৃদঙ্গ। তারপর, ক্রমশ দূরে স'রে-স'রে, ভূমিতে ফুল ছড়িয়ে, অনেকবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রস্থান করবে।]

তরঙ্গিণী। (প্রথমে মৃদুস্বরে ধীরে-ধীরে, ক্রমশ উচ্চস্বরে, দ্রুত লয়ে)। জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হ'লো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হ'লো মনোরথ, উচ্ছল হ'লো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ, বিলোল হ'লো বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি—প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি। মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরীক্ষে তৃষ্ণা, ধরণী দেয় তৃপ্তি। সাগর থেকে বাষ্প, বাষ্পে জমে মেঘ, মেঘ নামে বর্ষণ। বিদ্যুৎ জ্বলে অঙ্গ থেকে অঙ্গে, শোণিতে জাগে জ্বালা, বজ্রপাতে চূর্ণ হয় চেতনা। এসো তিমির, এসো তন্দ্রা, এসো দাবানল, এসো ধারাজল। তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান। রঙ্গমঞ্চ ধীরে-ধীরে অন্ধকার হ'য়ে এলো। তারপর আলো আরো উজ্জ্বল। বেলা প্রায় দুপুর। ঋষ্যশৃঙ্গ কুটির-দ্বারে আবিষ্টভাবে ব'সে আছেন। কর্কশদর্শন বিভাণ্ডকের প্রবেশ।]

বিভাণ্ডক (প্রবেশ ক'রেই থমকে দাঁড়ালেন)। গন্ধ কিসের? এই কটু, তিক্ত, অশুচি গন্ধ? আশ্রম যেন বিস্রস্ত। অপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ। প'ড়ে আছে অর্ধভুক্ত ফল, দলিত কুসুম, ঘটোৎক্ষিপ্ত সলিল। কে নির্জিত করলে এই ভূমিকে? মনে হয় কোনো কলুষের চিহ্ন, কোনো অনাচারের দুষ্ট লক্ষণ। বৎস! ঋষ্যশৃঙ্গ!

[ঋষ্যশৃঙ্গ এতক্ষণ পিতার আগমন লক্ষ করেননি; এইবার তাঁকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন।]

বিভাণ্ডক। বৎস, তুমি কি আজ কোনো বন্য বরাহের দ্বারা উপদ্রুত হয়েছিলে? না কি কোনো অসুয়াপন্ন পিশাচকে প্রতিহত করতে পারোনি? পূর্বাহ্ণ কী-ভাবে যাপন করলে? দেখছি তোমার সব কর্তব্যই অসম্পন্ন। সমিধ কেন আহরণ করোনি? কেন আহুতি দাওনি অগ্নিহোত্রে? যজ্ঞের কোনো আয়োজন নেই কেন? হোম-ধেনুকে দোহন করেছিলে কি?

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, আমি আজ অন্য এক ব্রত পালন করেছি।

বিভাণ্ডক। তোমার তো অন্য কোনো ব্রত নেই। তুমি আমার পুত্র— আমার শিষ্য। আমরা ব্রহ্মচারী। কঠিন আমাদের নিষ্ঠা, দুর্জয় আমাদের নিয়ম। আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডে কোনো ব্যত্যয় আমরা সহ্য করি না। পুত্র, তুমি যখন নিতান্ত শিশু, আমি তখনই তোমাকে তপশ্চর্যায় দীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপর থেকে এমন কখনো ঘটেনি যে তুমি কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করেছো। কিন্তু আজ তোমাকে অন্যরূপ দেখছি কেন? কেন তুমি উন্মন, চিন্তাপরায়ণ, দীন-ভাবাপন্ন? তোমার দৃষ্টি কেন দূরে নিবদ্ধ, মুখশ্রী কেন মলিন, তোমার অধর কেন দীর্ঘশ্বাসে কম্পমান? আর কেনই বা তোমার কণ্ঠে ঐ পুষ্পমাল্য? তুমি তো জানো ব্রহ্মচারীদের মাল্যধারণ নিষিদ্ধ।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আজ এই আশ্রমে এক অতিথি এসেছিলেন; এই মালা তাঁরই দয়ার নিদর্শন।

বিভাণ্ডক। কে সেই ব্যক্তি? আমাকে সবিস্তারে বলো, কার প্ররোচনায় তোমার এই ভাবান্তর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায় নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; তাঁর মস্তকে নীল নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের মতো গ্রীবা; দুই কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন উদ্ভাসিত উষা; বালার্কের মতো অরুণবর্ণ তাঁর কপোল। তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগ নির্লোম; বক্ষে দুটি মনোহর মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বর্তুল। তিনি যে-বল্কল ধারণ করেছিলেন তা স্বচ্ছ ও বর্ণাঢ্য; তাঁর অক্ষমালায় রৌদ্রকণার মতো রশ্মি; তাঁর যজ্ঞোপবীত আমাদের মতো নয়। পিতা, তাঁর দেহলগ্ন ব্রতলক্ষণগুলি অদ্ভুত ও দেদীপ্যমান; কোনোটা চক্রাকার, কোনোটা বঙ্কিম, কোনোটা যেন জলবিন্দুর মতো চঞ্চল। তিনি যখনই বাহু ও চরণ সঞ্চালন করেন, তখনই ঐ বস্তুগুলিতে ধ্বনি জেগে ওঠে— যেন মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দ, যেন সরোবরে মরালকুলের কলতান। পিতা, সেই দেবতুল্য ব্রহ্মচারীকে দেখে আমি আজ অভিভূত।

বিভাণ্ডক। তুমি কি সেই ব্যক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলে?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তাঁকে যথাবিহিত সংবর্ধনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি বিনয়বশত আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন না। বললেন, 'আমার ধর্ম পরিচর্যা, আমি আপনার জন্য উপচার এনেছি।' তাঁর দ্বৈতব্রতে আমার সহযোগ প্রার্থনা করলেন।—পিতা, আপনার চক্ষু রোষ-রক্তিম দেখছি কেন?

বিভাণ্ডক। তুমি সেই অমঙ্গলমূর্তিকে অবিলম্বে বিদায় দিলে না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। অমঙ্গল? (উদ্ভাসিত মুখে) পিতা, তিনি বরাভয়মূর্তি ব্রহ্মচারী।

বিভাণ্ডক। মূর্খ তুমি! নির্বোধ!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার তিরস্কার আমার প্রাপ্য। আমি জানি, আমি তত্ত্ব-জ্ঞানে অনগ্রসর। কিন্তু তাঁকে দেখে আমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হ'লো। মনে হ'লো, তপস্যার বহু রহস্য এখনো আমার কাছে অনাবৃত হয়নি।

বিভাণ্ডক। ব্যর্থ! আমার সব সতর্কতা ব্যর্থ!

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, আমি জানি না আপনার মনে কেন আশঙ্কার উদয় হচ্ছে। সেই অতিথির প্রতি গভীর ছিলো আমার অভিনিবেশ,

কিন্তু আমি কোথাও তিলপরিমাণ কলঙ্ক খুঁজে পাইনি। নিশ্চয়ই তাঁর সাধনমার্গ অতি উন্নত, নয়তো তাঁকে দেখামাত্র আমার মন কেন প্রীত হ'লো, কেন অভিনব স্পন্দন জাগলো হৃদয়ে? তাত, তিনি যখন আমাকে সম্ভাষণ করলেন, আমার অন্তরাত্মা নন্দিত হ'লো; যেন নারদের বীণা তাঁর কণ্ঠে, তাঁর বাণী যেন সামগান।

বিভাণ্ডক। হায়, ভ্রান্তি! হায়, অবিদ্যা!

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, আপনি অকারণে অধীর হচ্ছেন; আমার সব কথা শুনলে আপনারও বিশ্বাস হবে যে তিনি এক লোকোত্তর তপস্বী। তিনি আমাকে যে-সব ফল দিলেন তা যেন দ্যুলোকের উদ্যান থেকে আহৃত: ত্বকে, স্বাদে বা সারাংশে আমাদের আমলক বা ইঙ্গুদ কোনোমতেই তার তুল্য হ'তে পারে না। তাঁর প্রদত্ত সলিল পান ক'রে আমি যেন মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হলাম; মনে হ'লো আমার দেহ নির্ভার, যেন আমি মৃত্তিকা স্পর্শ না-ক'রেও সঞ্চালিত হ'তে পারি। পিতা, আমার এই সৌভাগ্যে আপনি কি প্রীত নন?

বিভাণ্ডক। ঋষ্যশৃঙ্গ, আর বোলো না! আমার মস্তক বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, অনুমতি করুন, আপনাকে তাঁর ব্রতের বিবরণ বলি। তাঁর মন্ত্রপাঠ উদাত্ত নয়, কিন্তু মধুর—হিল্লোলিত—মর্মস্পর্শী। স্তবগান সমাপন ক'রে, সেই অলোকদর্শন ব্রহ্মচারী আমাকে আলিঙ্গন করলেন—যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে লতা। তাঁর মুখ আমার মুখের উপর ন্যস্ত ক'রে, অধরের সঙ্গে অধরের সংযোগে চুম্বন করলেন আমাকে—যেমন পুষ্পকে চুম্বন করে ভৃঙ্গ। আমার দেহে জাগলো অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, আমার সত্তায় সঞ্চারিত হ'লো অমৃতস্পর্শ। কিন্তু তিনি এখানে অপেক্ষা করলেন না; আমাকে তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রদক্ষিণ ক'রে, ভূমিতে বহু গন্ধমাল্য ছড়িয়ে, বায়ুকে তাঁর অঙ্গস্পর্শে সুরভি ক'রে, নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। পিতা, আমি এখন তাঁরই অদর্শনে নিতান্ত খিন্ন ও ব্যাকুল। আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি তাঁর অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হই। কিংবা এই আশ্রমে তাঁকে ফিরিয়ে আনি। তিনি চিরকাল যে-ব্রতপালন করেন, সেই ব্রতই এখন আমার অভীষ্ট। আমি তাঁর সঙ্গে যুক্ত

হ'য়ে তপশ্চর্যা করতে চাই। আমার ঐকান্তিক অভিলাষ আপনাকে নিবেদন করলাম।

বিভাণ্ডক। পুত্র, তুমি প্রতারিত হয়েছো!

ঋষ্যশৃঙ্গ। প্রতারিত!

বিভাণ্ডক। প্রতারিত—প্রলুব্ধ—পাপস্পৃষ্ট!

ঋষ্যশৃঙ্গ। পাপস্পৃষ্ট!

বিভাণ্ডক। তুমি যাকে দর্শন ও স্পর্শ করেছো সে ব্রহ্মচারী নয়, ধর্মনিষ্ঠ কোনো পুরুষ নয়—পুরুষ পর্যন্ত নয়—সে নারী।

ঋষ্যশৃঙ্গ। নারী? পিতা, নারী কাকে বলে?

বিভাণ্ডক। আমি তোমাকে অপাপচেতন রাখতে চেয়েছিলাম—ভুল করেছিলাম। পাপ সর্বগ, তার সম্ভাবনা অসীম। তার সংক্রাম থেকে বাঁচতে হ'লে তার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। শোনো বৎস, প্রজাপতি দুই প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন : পুরুষ ও নারী। উভয়ের সংযোগে জন্ম নেয় প্রাণীকুল। নারী তারাই, যাদের গর্ভে আসে সন্তান, যাদের স্তন্যে পালিত হয় শিশুরা। তুমি তো আশ্রমকাননে মৃগীদের দেখেছো। দেখেছো আমাদের সবৎসা গাভীকে। যেমন পশুদের মধ্যে তারা, তেমনি মানুষের মধ্যে নারী।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আজ যিনি এসেছিলেন তিনি যদি নারী হন, তাহ'লে তো রূপমাধুরীর পরাকাষ্ঠার নামই নারী।

বিভাণ্ডক। রূপ নয়, উপযোগিতা মাত্র। মাতৃত্বের একটি যন্ত্র—সুগঠিত —তারই নামান্তর হ'লো নারীদেহ। প্রজাপতির এমনি বিধান যে সেই যান্ত্রিক সামঞ্জস্য পুরুষের চোখে মনোহর ব'লে প্রতিভাত হয়। নয়তো কালগ্রাস থেকে মানববংশ রক্ষা পাবে কেমন ক'রে, কার অর্পিত যজ্ঞের ধূমে দেবতারা প্রীত হবেন? তাই বিশ্ববিধাতার এই কৌশল। যেমন দুই খণ্ড অরণির ঘর্ষণ ভিন্ন অগ্নি জ্বলে না, এও তেমনি। যেমন পাত্র ও মন্থনদণ্ডের সংযোগে উৎপন্ন হয় নবনী, এও তেমনি। মৎস্য যেমন ধীবরের জালে ধরা পড়ে, পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় ভস্মীভূত হয়, তেমনি পরস্পরে আত্মাহুতি দেয় অজ্ঞান নারী ও পুরুষ। এই চক্রান্ত সনাতন—আবহমান।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, তবে কি আমিও নারীগর্ভে জন্মেছিলাম?

বিভাণ্ডক। হাঁ, বৎস, তুমিও। তুমি কি তোমার জন্মকথা শুনতে চাও?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার যদি ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে, আমার অভিনিবেশ শিথিল হবে না।

[রঙ্গমঞ্চ ধীরে-ধীরে অন্ধকার। তারপর ঈষৎ আলোয় দেখা গেলো ধ্যানাসনে উপবিষ্ট যুবক বিভাণ্ডক মুনিকে। নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসংগীত। একটি স্বচ্ছবসনা নর্তকী স্বপ্নের মতো আবির্ভূত হ'লো। বিভাণ্ডক চোখ খুললেন। নর্তকী যেন বাতাসে ভেসে-ভেসে নাচের ভঙ্গিতে মিলিয়ে গেলো। বিভাণ্ডকের চিত্তচাঞ্চল্যের মূকাভিনয়। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখ বিকৃত হ'লো, তিনি বিস্রস্তভাবে সঞ্চালিত হ'তে-হ'তে দেখতে পেলেন এক কিরাতযুবতীকে। আবিষ্টভাবে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। যুবতীর মিনতি ও প্রতিরক্ষার মূকাভিনয়। বিভাণ্ডকের অনুনয় ও বিহ্বলতার ভঙ্গি। যুবতীর ভঙ্গি করুণতর, বিভাণ্ডক কামনায় দৃপ্ত। ধীরে-ধীরে যুবতীর মুখেও লালসা ফুটলো, বিভাণ্ডক বাহু বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। চকিতের জন্য মুনি ও কিরাতযুবতীকে দেখা গেলো আলিঙ্গনাবদ্ধ।]

[এই অংশে বৃদ্ধ বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গকে রঙ্গমঞ্চে দেখা যাবে না, কিন্তু তাঁদের কথা শোনা যাবে। ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে কথা বলবেন তাঁরা, তাঁদের কথা ও অতীত-চিত্রটি একই সঙ্গে একই সময়ের মধ্যে অভিনীত হবে।]

বিভাণ্ডক। শোনো। যৌবনে আমি একবার বিন্ধ্যাচলের সানুদেশে ব'সে তপস্যা করছিলাম। ঋতু তখন বসন্ত, বনভূমি সৌরভে ও কাকলিতে আমোদিত, কিন্তু আমার মন ব্রহ্মবিন্দুতে নিবদ্ধ ছিলো। সেই অবস্থায় অকস্মাৎ আমি আকাশপথে উর্বশীকে দেখে ফেলেছিলাম।

ঋষ্যশৃঙ্গ। উর্বশী! তিনি কে?

বিভাণ্ডক। সুরসুন্দরী উর্বশী। দেবগণের প্রমোদের সঙ্গিনী। তপস্বীর ধ্যানভঙ্গের উপায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, নারী কি তবে দেবগণেরও শ্লাঘ্য?

বিভাণ্ডক। পুত্র, সোমপায়ীরা, অতীকৃত মানবমাত্র—প্রলয়কালে তাঁদেরও বিনাশ ঘটে। তাঁরাও আদিষ্ট, প্রয়োজক নন; অনাদি ও অনন্ত নন, কর্মাধীন ঈশ্বরমাত্র। যিনি ব্যাপ্ত, যিনি তুরীয়, যিনি শাশ্বত, তাঁরই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা ধ্যান করি।—কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মন চঞ্চল হয়েছিলো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, আপনি যাঁকে উর্বশী বললেন তিনি কি মানুষেরও দ্রষ্টব্য?

বিভাণ্ডক। হয়তো বা উর্বশী নয়, মেঘ ও রৌদ্রালোকে রচিত কোনো দৃষ্টিভ্রান্তি। হয়তো আমারই গুপ্ত কামনার প্রতিচ্ছায়া। কিংবা কোনো মরীচিকামাত্র—আমার উপবাসক্লিষ্ট নিঃসঙ্গতার উপজাতক। কিন্তু আমার চিত্তবিকার দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিলো; আমি ধ্যানাসন ত্যাগ ক'রে অরণ্যে এক কিরাতযুবতীকে গ্রহণ করেছিলাম। যথাসময়ে সেই রমণী যখন এক পুত্র প্রসব করলে, আমি শিশুটিকে নিয়ে চ'লে এলাম বনান্তরে—এই নদীতীরবর্তী আশ্রমে।—ঋষ্যশৃঙ্গ, তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ো না, আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সেই স্খলনদোষ থেকে মুক্ত হয়েছি।

[রঙ্গমঞ্চের আলো পূর্ববৎ। যুবক বিভাণ্ডক ও কিরাতরমণী অদৃশ্য। আমরা উপস্থিত সময়ে ফিরে এলাম।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (ক্ষণকাল নীরবতার পরে)। আমার মাতা সেই কিরাতরমণী এখন কোথায়?

বিভাণ্ডক। জানি না। তার বিষয়ে আমি অবিলম্বে আগ্রহ হারিয়েছিলাম; অন্য কোনো নারীর দিকেও আর দৃষ্টিপাত করিনি। সেই সময় থেকে আমার চিত্ত দুটিমাত্র চিন্তায় নিবিষ্ট হ'লো—তুমি, আমার পুত্র, আর যিনি পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর, সেই তিনি। পুত্র, এই আশ্রমে বন্য মৃগীরা তোমাকে স্তন্য দিয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, আর আমি—তোমার পিতা। আজন্ম আমার কণ্ঠে তুমি বেদপাঠ শুনেছো, তোমার উন্মীলমান চেতনাকে পুষ্ট করেছে যজ্ঞসৌরভ।—ঋষ্যশৃঙ্গ, তুমি কি কখনো মাতৃস্নেহের অভাবে পরিতপ্ত হয়েছো?

ঋষ্যশৃঙ্গ। যে-বিষয় ধারণারও অগম্য, তার অভাব তো অনুভূত হ'তে পারে না।

বিভাণ্ডক। শোনো, ঋষ্যশৃঙ্গ, আমি তোমাকে এক সনাতন সত্য বলছি। নারী মাতা, তাই প্রয়োজনীয়; কিন্তু প্রাণীর পক্ষে সর্পাঘাত যেমন, তপস্বীর পক্ষে নারী তেমনি মারাত্মক। আমি সাবধানে এই আশ্রমকে

বিবিক্ত রেখেছিলাম—সম্পূর্ণ জনসম্পর্করহিত, পাছে দৈবক্রমে কোনো নারীর সংস্রবে আমাদের তপস্যার পরাভব ঘটে। কিন্তু আজ সেই পাপকুণ্ডের দ্বারাই সংসক্ত হ'লো আশ্রম—সম্মোহিত হ'লে তুমি! ঋষ্যশৃঙ্গ, আজ ধ্বংস এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলো, তুমি দেখেছো তার মুখব্যাদান, তার লোল জিহ্বা তোমাকে লেহন করেছে। তুমি জেগে ওঠো, সতর্ক হও।

ঋষ্যশৃঙ্গ। (অর্ধমনস্কভাবে)। আদেশ করুন।

বিভাণ্ডক। নারী মোহিনী, দেবগণেরও কাম্য, কিন্তু তপস্বীরা তার মায়াজাল ছিন্ন করতে পারেন। শুধু তাঁরাই। সেই জন্য ব্রহ্মর্ষিরা দেবতার চেয়েও মহনীয়; তাঁদের পলকপাতে স্বর্গ কেঁপে ওঠে, ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্যগণেরও আরাধ্য তাঁরা। বিবেচনা করো, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী মানব কিন্নর দানব দেবতা সকলেই যার বশবর্তী, তার প্রভাব জয় করতে পারেন নিখিলভুবনে একমাত্র ব্রহ্মচারী তপস্বীরা! মানব তাঁরাও, জীব তাঁরাও, কিন্তু জীবলোকের বিধান তাঁরা লঙ্ঘন করেন। কী আশ্চর্য জয়! কী অমিত বিক্রম! ঋষ্যশৃঙ্গ, তুমি সেই মহাপথের পথিক। ধীমান তুমি, শুদ্ধচেতা তুমি; ভ্রমক্রমে যোগভ্রষ্ট হোয়ো না, নষ্ট কোরো না পুণ্যফল, ধরা দিয়ো না প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে। শোনো : আমি তোমার পিতা, আমি প্রবীণ, কিন্তু আমি জানি আমি ঋত্বিকমাত্র, ঋষি নই, যজ্ঞপরায়ণ প্রয়াসীমাত্র, জীবন্মুক্ত মহাত্মা নই। কিন্তু তুমি—আমি তোমার মধ্যে ঋষিত্বের লক্ষণ দেখেছি; মন্ত্রের উদ্গাতা শুধু নয়, মন্ত্রের স্রষ্টা হবে তুমি; হবে ব্রহ্মবেত্তা, শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়—হবে ত্রিলোকের পূজনীয়—তুমি, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ! পুত্র, আমার সেই আশা তুমি ভঙ্গ কোরো না।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, আমি আজ অজ্ঞতাবশে অনবহিত ছিলাম; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার উপদেশে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হ'লো, আমি এখন নিঃশঙ্ক। আমি যাই, সমিধকাষ্ঠ আহরণ করি।

বিভাণ্ডক। তুমি আশ্রমে অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। সেই পাপিষ্ঠার শাস্তিবিধান এখন আমার প্রথম কর্তব্য। হয়তো সে অদূরেই কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যদি দেখতে পাই, আমি তাকে নিস্তার দেবো না।—পুত্র, তুমি সেই পাপমূর্তিকে তোমার চিন্তা থেকে

উৎপাটন করো। কল্পনায় তাকে স্থান দিয়ো না, স্বপ্নে তাকে স্থান দিয়ো না। যদি আমার অনুপস্থিতিকালে সে ফিরে আসে, তুমি স্থির থেকো। যোগাসনে ব'সে ইন্দ্রিয়রোধ করলে তোমার কোনো ভয় থাকবে না।

[বিভাণ্ডকের প্রস্থান।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (পদচারণা করতে-করতে)। নারী।···নারী, নারী। নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ।···মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার।···আমার মাতা এক কিরাতরমণী। আমার পিতা তাঁকে অরণ্যে গ্রহণ করেছিলেন। আমার ব্রহ্মচারী পিতা।···তুমি তবে নারী? তপস্বী নও, কোনো পুরুষ নও, নারী? তুমি নারী, আমি পুরুষ।···আমার পিতা কি জেনেছিলেন এই পুলক, আমার মাতা কি ছিলেন তোমারই মতো মনোরমা?···আমি অস্নাত থাকবো, তোমার স্পর্শের শিহরন যাতে জাগ্রত থাকে। আমি অভুক্ত থাকবো, তোমার চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করবো তোমাকে।···তুমি কোথায়? এখানে—এখানে—এখানে—এইমাত্র ছিলে, এখন কেন নেই? আমি তোমার বিরহে কাতর, আমি তোমার অদর্শনে সন্তপ্ত। তুমি এসো, তুমি ফিরে এসো।

[নেপথ্যে দ্রুত লয়ে সংগীত। ঋষ্যশৃঙ্গ উৎকর্ণ।]

জাগো জন্তু, জাগো জন্তু, জাগো জন্তু,
ভাঙো নিদ্রা, ভাঙো নিদ্রা, ভাঙো নিদ্রা।
জাগো হৃদয়, জাগো বেদনা, জাগো স্বপ্ন,
এসো বিদ্যুৎ, এসো বজ্র, এসো বৃষ্টি।

[তরঙ্গিণীর প্রবেশ। পরবর্তী অংশে নেপথ্যে মাঝে-মাঝে মৃদু যন্ত্রসংগীত।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো।

তরঙ্গিণী। আমি বিদায় নিতে এলাম। আপনাকে কেন মলিন দেখছি?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি আর্ত।

তরঙ্গিণী। তপোধন, আপনিও কি আর্তির অধীন?

ঋষ্যশৃঙ্গ। জ্বালা আমার দেহে। আর তার হেতু—তুমি!

তরঙ্গিণী। গুণময়, নিশ্চয়ই আমি না-জেনে কোনো অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। প্রসন্ন হ'য়ে সম্মতি দিন, আমি স্বস্থানে ফিরে যাই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। না—যেয়ো না।

তরঙ্গিণী। কিন্তু আমিই যদি আপনার কষ্টের কারণ, তাহ'লে তো আমার অপসারণই আপনার শুশ্রূষা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়নি।

তরঙ্গিণী। আমার ব্রত অনিঃশেষ।

ঋষ্যশৃঙ্গ (হাত বাড়িয়ে)। এসো—সমাপ্ত করো তোমার ব্রত। এসো!

তরঙ্গিণী। তপোধন, আমি ভীত হচ্ছি। কোথায় সেই স্নিগ্ধ সকরুণ দৃষ্টি আপনার? কোথায় সেই উদার আনন্দিত মূর্তি?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিণী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিণী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিণী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণিতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিণী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

তরঙ্গিণী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই—তুমি প্রয়োজন!

তরঙ্গিণী। তবে চলো—চলো আমার সঙ্গে। চলো সেখানে, যেখানে আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারবো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। কোথায় যাই কী এসে যায়? কোথায় থামি কী এসে যায়? আমি চাই তোমাকে। আমি চাই তোমাকে। (বাহুবিস্তার ক'রে এগিয়ে এলেন)।

তরঙ্গিণী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।
ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।

[রঙ্গমঞ্চ ধীরে-ধীরে অন্ধকার হ'লো। অস্পষ্ট আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো আলিঙ্গনাবদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীকে। তারপর অন্ধকার। আবার যখন আলো হ'লো, দৃশ্যপরিবর্তন হয়েছে। চম্পানগরের রাজপথ। আকাশে ঘন মেঘ। বজ্রের গর্জন। বিদ্যুতের চমক। নেপথ্যে জনতার কলরোল। তরঙ্গিণী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে ঋষ্যশৃঙ্গ রঙ্গমঞ্চ পার হ'য়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঝর্ঝর শব্দে বৃষ্টি নামলো।]

মেয়েদের স্বর (নেপথ্যে)। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!
পুরুষদের স্বর (নেপথ্যে)। ত্রাতা, প্রণাম। অন্নদাতা, প্রণাম। প্রাণদাতা, প্রণাম।
মেয়েদের স্বর (নেপথ্যে)। ধন্য মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ!
পুরুষদের স্বর (নেপথ্যে)। ধন্য মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ!
মেয়ে-পুরুষের সমবেত স্বর (নেপথ্যে)। ধন্য মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ!

[জনতার উল্লাস ও বৃষ্টির শব্দের উপর ধীরে-ধীরে যবনিকা নামলো।]

তৃতীয় অঙ্ক

[রাজপথের অংশ; পাশে তরঙ্গিণীর গৃহ। অভ্যন্তরে তরঙ্গিণী স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। তার বেশবাস যত্নহীন; পিঠের দিকে গবাক্ষ। এই অংশে রাজপথ ও গৃহাভ্যন্তর একসঙ্গে দেখা যাবে।]

[যবনিকা উত্তোলনের পরে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটলো।]

[রাজপথে ঘোষকের প্রবেশ।]

ঘোষক (ঢাকবাদ্য সহযোগে)। মহারাজ লোমপাদের ঘোষণা! মহারাজ লোমপাদের ঘোষণা! আগামী মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে, পুষ্যা নক্ষত্রে, মহারাজ তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। দেশব্যাপী রাজ্যশ্রী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। মহারাজ লোমপাদ তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। আগামী মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে···

তরঙ্গিণী (অভ্যন্তরে—অস্ফুট তীব্র স্বরে)। লোমপাদের জামাতা! যুবরাজ!

[রাজপথ অতিক্রম ক'রে ঘোষক বেরিয়ে গেলো। নেপথ্যে জনতার হর্ষধ্বনি। রাজপথে গাঁয়ের মেয়েদের প্রবেশ।]

১ম মেয়ে। বলবো কী ভাই, আমার এই তিন যুগ বয়স হ'লো—এমন সুবৎসর আর দেখিনি।

২য় মেয়ে। গোলায় ধান ধরে না।

৩য় মেয়ে। পুকুরগুলোতে থৈ-থৈ জল।

১ম মেয়ে। জলে রুই কাৎলা কই।

২য় মেয়ে। পাড়ে-পাড়ে পুঁই পালং হিঞে।

৩য় মেয়ে। আমার বুড়ি গাই সেদিন আবার বিয়ালো।

২য় মেয়ে। আমার নিষ্ফলা জামগাছটায় কী ফলন এবার!

১ম মেয়ে। কুমুদিনীর কথা তো জানিস—কত ওষুধ মন্ত্রতন্ত্র ওঝা বদ্যি —সব যেন ভস্মে ঘি ঢালা। আর সেই মেয়ের কিনা যমজ হ'লো সেদিন!

৩য় মেয়ে। আমার স্বামী যে বাতে অচল ছিলেন তা যেন ভাই ভুলেই গিয়েছি। কী প্রতাপ এখন! সারা গাঁয়ে অমন ঘর ছাইতে আর-কেউ পারে না।

২য় মেয়ে। আমার মেয়েটার কেবল সম্বন্ধ আসে আর সম্বন্ধ ভেঙে যায়। ঘটক বলেছিলো জন্মদোষ। কিন্তু দেখলি তো ভাই—কেমন হেসে-খেলে ঘরে-বরে বিয়ে হ'য়ে গেলো।

১ম মেয়ে। পিত্তরোগে ভুগে-ভুগে আমার ছেলেটার যা দশা হয়েছিলো তোরা তো দেখেছিস। এখন সে সাঁৎরে দিঘি পার হয়।

৩য় মেয়ে। সব ভগবানের দান।

২য় মেয়ে। সব ঋষ্যশৃঙ্গের দান।

১ম মেয়ে। ভাগ্যবতী আমাদের রাজকন্যা।

২য় মেয়ে। ধন্য আমাদের অঙ্গদেশ।

১ম মেয়ে। ভগবান, আর আমাদের উপর রোষ কোরো না।

৩য় মেয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমাদের বাঁচিয়ে রেখো।

২য় মেয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ যুবরাজ হবেন। আনন্দ!

৩য় মেয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা হবেন। আনন্দ!

১ম মেয়ে। আমরা সুখে থাকবো। ভগবান, আর রোষ কোরো না। ঋষ্য-শৃঙ্গ, আমাদের উপর দয়া রেখো।

২য় মেয়ে। চল একবার তাঁকে দর্শন ক'রে আসি।
৩য় মেয়ে। দর্শন না পাই, দূর থেকে প্রণাম ক'রে আসবো।
১ম মেয়ে। তিনি দর্শন দেবেন। তিনি দয়াময়।
২য় মেয়ে। চল, চল।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

তরঙ্গিণী (অভ্যন্তরে, অস্ফুট তীব্র স্বরে)। ওরা সুখে থাকবে! তিনি দয়াময়!

[রাজপথে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে তরঙ্গিণীর গৃহের বাইরে দাঁড়ালো। গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সতর্কভাবে দৃষ্টিপাত করলো চারদিকে। একটু দূরে স'রে গিয়ে আবার ফিরে এলো। আবার দূরে স'রে যাচ্ছে, এমন সময় অংশুমান সবেগে প্রবেশ করলে। পরস্পরকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো তারা।]

চন্দ্রকেতু। এই যে, অংশুমান।
অংশুমান। এই যে, চন্দ্রকেতু।
চন্দ্রকেতু। অনেকদিন পর দেখা।
অংশুমান। অনেকদিন পর।
চন্দ্রকেতু। তোমার কুশল?
অংশুমান। আজ অঙ্গদেশে কুশল তো সর্বজনীন।
চন্দ্রকেতু। কিন্তু তোমাকে যেন উদ্বিগ্ন দেখছি?
অংশুমান। তোমাকেও প্রফুল্ল দেখছি না?
চন্দ্রকেতু। বেগে কোথায় চলেছিলে?
অংশুমান। কোথায়?···জানি না।···তোমার গন্তব্য?
চন্দ্রকেতু। আমার গন্তব্য এখানেই। কোন রত্নের খনি এই গৃহ, তা তো তুমি জানো।
অংশুমান। এই গৃহ? (দৃষ্টিপাত ক'রে) তরঙ্গিণী। সেই পাপিষ্ঠা।
চন্দ্রকেতু। তোমার শ্লথ জিহ্বা সংবরণ করো, অংশুমান।
অংশুমান। চন্দ্রকেতু, তুমি কিছু জানো না। আমি মর্মাহত।
চন্দ্রকেতু। তুমি মর্মাহত? তুমি, রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান? চম্পানগরের যুবকুলমণি? তবে কি তুমিও তরঙ্গিণীর বাণবিদ্ধ?

অংশুমান। যদি পৃথিবীতে তরঙ্গিণীর অস্তিত্ব না-থাকতো, তাহ'লে আমাকে আজ উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হ'তো না।

চন্দ্রকেতু (অংশুমানের কথা ভুল বুঝে—আবেগভরে)। বলো, অংশুমান, তুমি কি তাকে সম্প্রতি কোথাও দেখেছো? মন্দিরে, নদীতীরে, উদ্যানে, নাট্যশালায়? নির্জনে বা সজনে, অন্দরে বা মণ্ডপে, দ্যূতালয়ে বা কবিসম্মেলনে—তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি চম্পা-নগরে অবিরাম তাকে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু—

[ঘোষকের প্রবেশ।]

ঘোষক (ঢাকবাদ্য সহযোগে)। মহারাজ লোমপাদের ঘোষণা। ঋষ্যশৃঙ্গের যৌবরাজ্যে অভিষেক উপলক্ষে মহারাজ প্রজাদের ধনদান করবেন। ব্রাহ্মণদের ধনদান করবেন। পুরস্কৃত করবেন গুণী, মল্ল, নট, পণ্ডিত, শিল্পীদের। অর্ধমাসব্যাপী উৎসবের জন্য সব কর্ম স্থগিত থাকবে। ঋষ্যশৃঙ্গের যৌবরাজ্যে অভিষেক উপলক্ষে···

[রাজপথ অতিক্রম ক'রে ঘোষক বেরিয়ে গেলো।
নেপথ্যে জনতার হর্ষধ্বনি।]

তরঙ্গিণী (অভ্যন্তরে—অস্ফুট তীব্র স্বরে)। উৎসব! অর্ধমাসব্যাপী উৎসব! যুবরাজ!

অংশুমান। উৎসব!···অসহ্য!

চন্দ্রকেতু। কী বললে? অসহ্য?

অংশুমান। ঋষ্যশৃঙ্গ—বিষাক্ত ঐ নাম!

চন্দ্রকেতু। তুমি একটা নূতন কথা শোনালে!

অংশুমান। যদি ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কখনো না-হ'তো! যদি এখনো ঋষ্য-শৃঙ্গের অস্তিত্ব মুছে যায়!

চন্দ্রকেতু। আশ্চর্য! তুমি যে আমারই মনের কথা বললে। আমিও ভেবেছি, আমার দুঃখের মূল ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিণী তাঁকে ধ্যানভ্রষ্ট করলে—বিরাট এই কীর্তি—কিন্তু তার পর থেকে সে নিজে আর স্বস্থ নেই। অংশুমান, তোমার কি মনে হয় না এ-দুয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান?

অংশুমান। ঋষ্যশৃঙ্গ!...আর তরঙ্গিণী!...আর আমার পিতা!...কুটিল চক্রান্ত! নির্বোধ আমি! আর তুমি—অবলা, নির্জিতা, অসহায়! না—আর নিষ্ক্রিয়তা নয়—অনুশোচনা নয়—এখন চাই উদ্যম।

চন্দ্রকেতু। কী হ'লো? মুনি কি তাকে শাপগ্রস্ত করলেন? না কি বশীভূত? চম্পানগরে কে কল্পনা করতে পারতো যে তরঙ্গিণী অদর্শনা হবে? (তরঙ্গিণীর গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে) আমি প্রত্যহ এখানে এসে দাঁড়াই—তাকে কখনো দেখি না।

অংশুমান। কতকাল তাকে দেখি না। চোখে আমার অনাবৃষ্টি। দুর্ভিক্ষ আমার হৃদয়ে।

চন্দ্রকেতু। ধৈর্য—ধৈর্য! আমি দিনমান এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। রৌদ্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা আমাকে টলাতে পারবে না। সে যদি হয় নিষ্ঠুর, আমিও হবো অবিচল।

অংশুমান। উদ্যম—পুরুষকার—চেষ্টা! ঋষ্যশৃঙ্গ ত্রিলোকের অধীশ্বর হোন—কিন্তু শান্তা আমার!

[সবেগে অংশুমানের প্রস্থান।]

চন্দ্রকেতু। মন্মথ—মন্মথর মতো উৎপীড়ক আর কে? কিন্তু অংশুমানের এই বিক্ষোভ কার জন্য? কিছু বোঝা গেলো না। অঙ্গদেশে ঋদ্ধি এনেছেন ঋষ্যশৃঙ্গ, কিন্তু কেউ-কেউ তাঁরই জন্য দুঃখী।

[তরঙ্গিণীর গৃহের সামনে চন্দ্রকেতুর পদচারণা। মাঝে-মাঝে গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত। দেখা গেলো, অভ্যন্তর থেকে লোলাপাঙ্গী বেরিয়ে আসছে। চন্দ্রকেতু ব্যগ্রভাবে তার দিকে এগিয়ে গেলো।]

চন্দ্রকেতু। লোলাপাঙ্গী, আজও আশা নেই?

লোলাপাঙ্গী। আশা চিরজীবী। আমিও সচেষ্ট।

চন্দ্রকেতু। তাহ'লে আজ—আজ একবার—লোলাপাঙ্গী, আমি তাকে একবার শুধু চোখে দেখতে চাই।

লোলাপাঙ্গী। ধন্য তোমার নিষ্ঠা, চন্দ্রকেতু। আমি তোমারই কথা ভেবে অনবরত চেষ্টা করি। দিনে-দিনে, ধীরে-ধীরে তাকে বোঝাই। তরঙ্গিণী যেন পাষাণ হ'য়ে আছে, কিন্তু জলের আঘাতে পাষাণও ক্ষ'য়ে যায়।

চন্দ্রকেতু। ধন্য তোমার অধ্যবসায়, লোলাপাঙ্গী, আমার প্রতি তোমার অনুকম্পায় আমি অভিভূত। তুমি তো জানো, আমি চিরকাল তোমার অনুরাগী। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয় তোমাকে দিতে চাই।

[চন্দ্রকেতু নিজের আঙুল থেকে খুলে লোলাপাঙ্গীকে আংটি দিলে।]

লোলাপাঙ্গী। কত উপহার দাও তুমি। যাকে দাও, আমি তারই জন্য সব রেখে দিচ্ছি। তার সংবিৎ একদিন তো ফিরে আসবে।

চন্দ্রকেতু। আমাকে তুমি ভুল বুঝলে। এই অঙ্গুরীয় তোমারই জন্য।

লোলাপাঙ্গী। আমার জন্য? বৃদ্ধ অঙ্গে ভূষণ?

চন্দ্রকেতু। বলো কী! তুমি বৃদ্ধা? যদি তুমি বার্ধক্যেই এমন মনোরমা তাহ'লে যৌবনে না জানি কী ছিলে! এসো, তোমাকে পরিয়ে দিই।

[চন্দ্রকেতু লোলাপাঙ্গীর আঙুলে আংটি পরিয়ে দিলে।]

লোলাপাঙ্গী। রক্তমণি আমার প্রিয়।

চন্দ্রকেতু। তোমার অঙ্গুলিও পদ্মকলি। পদ্মকলিতে রক্তমণি। দ্যাখো, কেমন সুশোভন! (লোলাপাঙ্গীর হাতে ঈষৎ চাপ দিলে।) এবার যাও আমার দূতী, আমার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করো। গিয়ে বলো, তার দর্শন না-পেলে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করবো।

লোলাপাঙ্গী। আমি তা-ই বলবো, কিন্তু তুমি উপবাস করলে আমার প্রাণে তা সইবে না। আমি তো মা। তুমি ঐ বৃক্ষছায়ায় অপেক্ষা করো; আমি দাসীর হাতে মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চন্দ্রকেতু। এ-মুহূর্তে মিষ্টান্ন আমার গলা দিয়ে নামবে না। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল। যতক্ষণ তোমার বার্তা না পাই, আমি কম্পমান অবস্থায় থাকবো।—শোনো, আমি যে তার পাণিপ্রার্থী তা কিন্তু বলতে ভুলো না।

লোলাপাঙ্গী। ভুলবো না।

চন্দ্রকেতু। সে আমার ধর্মপত্নী হ'লে আমি ধন্য হবো।

লোলাপাঙ্গী। আমি চেষ্টা করবো যাতে তুমিই তাকে শুভ প্রস্তাব জানাতে পারো।

চন্দ্রকেতু। লোলাপাঙ্গী, আমি তোমার দাসানুদাস। আমার জীবনের এখন তুমিই নির্ভর।

[লোলাপাঙ্গী অভ্যন্তরে অদৃশ্য হ'লো। চন্দ্রকেতু স'রে গেলো অন্তরালে। পরবর্তী অংশের দৃশ্য—গৃহের অভ্যন্তর।]

লোলাপাঙ্গী (প্রবেশ ক'রে)। তরঙ্গিণী, তরণী, তরু!

তরঙ্গিণী। মা, আবার!

লোলাপাঙ্গী। আমি শুধু একটা কথা বলতে এলাম।

তরঙ্গিণী। তোমার তো দ্বিতীয় কথা নেই।

লোলাপাঙ্গী। তরু, এ কী তোর অমানুষিক প্রতিজ্ঞা!

তরঙ্গিণী। মা, আমি ক্লান্ত।

লোলাপাঙ্গী। তুই ক্লান্ত? এই তোর ভরা যৌবন—এখনই? আর আমি হতভাগিনী—আমার ক্লান্ত হবার সময় নেই, বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। তোর ঋভু দেবল অধিকর্ণদের দল আমাকে একদণ্ড শান্তি দেয় না।

তরঙ্গিণী। শুনেছি।

লোলাপাঙ্গী। দলে-দলে ওরা এসেছিলো—দলে-দলে ফিরে গেছে।

তরঙ্গিণী। তবে তো আর উপদ্রব নেই।

লোলাপাঙ্গী। যবন পণ্ডিত কৃশস্তোম এসেছিলেন। চীনদেশের দুই অমাত্য। গান্ধারদেশের রাজপুত্র এসেছিলেন। আহা—কী রূপ!

তরঙ্গিণী। মা, রূপ কাকে বলে তুমি জানো না।

লোলাপাঙ্গী। যবদ্বীপের বণিকেরা উপঢৌকন এনেছিলেন মুক্তোর মালা —মধ্যিখানে একটি অষ্টকোণ হীরকে যেন রৌদ্রের ঝলক।

তরঙ্গিণী। তোমার চোখে লোভের ঝলক আরো উগ্র।

লোলাপাঙ্গী। লোভ নয়, বাছা—স্নেহ, মাতৃস্নেহ। তুই আমাকে যা ইচ্ছে হয় বল, কিন্তু আমি তো চাই তোর মঙ্গল হোক। বাছা, মুখ তুলে তাকা। লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিস না।

তরঙ্গিণী। আর বোলো না—অনেকবার শুনেছি।

লোলাপাঙ্গী। সব শুনিসনি এখনো—আমার কষ্টের কথা সব জানিস না। ভগবান সাক্ষী—আমি কত কৌশলে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম ওদের—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—কত ছল ক'রে, কত

মিথ্যে ব'লে ওদের উৎসাহ উজ্জীবিত রেখেছিলাম। কিন্তু একে-একে সবাই হতাশ হ'য়ে ছেড়ে গেলো—আমি পারলাম না তাদের ধ'রে রাখতে।

তরঙ্গিণী। তাহ'লে এখন তোমার বিশ্রামে বাধা কী?

লোলাপাঙ্গী। তুই কি আমাকে ব্যঙ্গ করিস, তরু? জানিস না আমার মন কত অশান্ত? তরু, তোর সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না, তোর যশ আজ জগৎ-জোড়া, তুই ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করেছিলি, কিন্তু নগরে আর রসবতী নেই তা তো নয়।

তরঙ্গিণী (হঠাৎ—জীবন্ত স্বরে)। না, মা, না—আমি পারিনি জয় করতে।

লোলাপাঙ্গী। বলছিস কী তুই—পারিসনি! সে-দিনের কথা ভাবলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়, যেদিন তুই ঐ দুর্ধর্ষ তপস্বীকে বন্দী ক'রে নিয়ে এলি নগরে! (হেসে উঠে) প্রহরী যেমন চোর ধ'রে নিয়ে যায়, তেমনি। মেষপাল যেমন রজ্জুতে বেঁধে মেষ নিয়ে যায়—তেমনি। —আর সেইজন্যই তো এই সৌভাগ্য আজ সারা দেশের। তোরই জন্য।

তরঙ্গিণী। না, মা—আমি কেউ নই। শুধু যন্ত্র, শুধু উপায়।

লোলাপাঙ্গী। আজ অংগদেশে ধনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—যেন ভাদ্রের নদী—তাতে কি শুধু তোরই কোনো অংশ থাকবে না, যে-তুই এটা ঘটিয়েছিলি?

তরঙ্গিণী। আমিও তা-ই ভাবি।

লোলাপাঙ্গী (উৎসাহিত হ'য়ে)। তরু, তরঙ্গিণী—আমি কী বলবো—বলতেও আমার বুক ফেটে যায়। এই সেদিনও তোর প্রসাদ খেয়ে যারা বেঁচে ছিলো, সেই মেয়েগুলোই দু-হাতে সব লুটে নিচ্ছে। আমারই চোখের সামনে! ঐ রতিমঞ্জরী, বামাক্ষী, অঞ্জনা, জবালা—তোরই সখীরা—যাদের তুই সেদিন সঙ্গে নিয়েছিলি, কিন্তু যারা ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে এগোতে সাহস পায়নি—তারাই আজ রানীর মতো গরবিনী।

তরঙ্গিণী। আমার মন বলে, আমার মতো গরবিনী কেউ নেই।

লোলাপাঙ্গী। ছিলি তা-ই—কিন্তু এখন? তরু, তোকে যুবকেরা ধীরে-ধীরে ভুলে যাচ্ছে। তোকে নিয়ে পরিহাস করছে তোর ঠমকধারিণী সখীরা। জানিস, বামাক্ষীর মুখের স্তুতি ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে

দশটা শ্লোক লিখেছে সুনন্দ। আর সেই যবদ্বীপের মুক্তোর মালা রতিমঞ্জরীর গলায় দুলছে। তরঙ্গিণী, আমাকে এও দেখতে হ'লো! কেন আমি এখনো বেঁচে আছি!

তরঙ্গিণী। তুমি কি ঐ মুক্তোর মালাটাকে কিছুতেই ভুলতে পারবে না? তোমার তো অনেক আছে।

লোলাপাঙ্গী। আমার কিছু নেই—সবই তোর। কিন্তু ধন কি কখনো বেশি হয় কারো? আর যেখানে শুধু ব্যয় আছে, উপার্জন নেই, সেখানে রাজকোষই বা শূন্য হ'তে ক-দিন! তরঙ্গিণী, আমি তোর মা, তোরই মুখ চেয়ে বেঁচে আছি আমি, তুই ছাড়া সংসারে আমার কেউ নেই। তুই আমার চোখের মণি, আমার বুকের পাঁজর, আমার সুখ শান্তি সাধ আশা সবই তুই। তুই যদি আমাকে হেলা করিস তবে তো আমার মরণই ভালো। (চোখে আঁচল চেপে ক্রন্দন।)

তরঙ্গিণী। মা, থামো। কত আর যন্ত্রণা দেবে!

লোলাপাঙ্গী। হা ভগবান! আমি তোকে যন্ত্রণা দিই! (ক্রন্দন।)

তরঙ্গিণী। আমি কি তোমাকে বলিনি আমি কিছু চাই না? আমি তোমাকে সবই দিয়েছি—ঐ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, যান, শয্যা, আসন, বসন—আরো কত কী মনে পড়ছে না—যা-কিছু আমার ছিলো, যা-কিছু রাজমন্ত্রী দিয়েছিলেন। তোমার আরো চাই?

লোলাপাঙ্গী। নির্বোধ মেয়ে—আমি যেন আমার কথা ভাবছি! আমি না-হয় দেশান্তরে চ'লে যাবো—যোগিনী সেজে ভিক্ষে করবো পথে-পথে—তারপর যেদিন পরলোকের ডাক আসবে, চিন্তামণিকে স্মরণ ক'রে চোখ বুজবো। কিন্তু তুই—তোর কী হবে? তুই যদি এমনিতর বিমনা হ'য়ে থাকিস তাহ'লে তোর গতি হবে কোথায়? তুই কি কখনো নিজের কথা ভাবিস না?

তরঙ্গিণী। মা, আমি সারাক্ষণ ভাবছি।

লোলাপাঙ্গী। কী ভাবিস তুই, বল তো আমাকে। তুই তো ধর্মের কথা জানিস—ব্রাহ্মণের যেমন বেদপাঠ, তেমনি আমাদের ধর্ম পরিচর্যা। আমরা বারাঙ্গনা—বর্বর বনচর নই—আমরা রাজার আশ্রিত, দেবরাজেরও প্রিয়পাত্রী। যেমন শরণাগতকে ত্যাগ করলে ক্ষত্রিয়ের ধর্মনাশ হয়, তেমনি প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলে আমাদের। বাছা, মনে রাখিস ধর্ম সকলের উপরে—আমাদের সুখ দুঃখ

ইচ্ছা অনিচ্ছা সকলের উপরে ধর্ম। ধর্ম আছে ব'লেই সূর্য ঊর্ধ্বে আছেন, অগ্নি দেন তাপ, জল তাই শীতল। তরঙ্গিণী, এই যে তুই নিজেকে লুকিয়ে রাখছিস, যেন তোর এই সংসারে কোনো কর্তব্য নেই, এটা তোর দম্ভ—স্বার্থপরতা—পাপ। বল তো, আমি মা হ'য়ে কী ক'রে এই অনাচার সহ্য করি? ইহকাল যদি নষ্ট করিস তবু তোর পরকাল আছে।

তরঙ্গিণী। মা, আমি পাপপুণ্য জানি না, ইহকাল-পরকাল জানি না; আমি যে কে তাও জানি না এখনো।

লোলাপাঙ্গী। কী যে বলিস! তুই অঙ্গদেশের আদরিণী তরঙ্গিণী। চম্পানগরে এমন কোন যুবক আছে যে এখনো তোর অঙ্গুলিহেলনে ছুটে আসবে না?

তরঙ্গিণী। আমার মন বলে, আমার মতো দুঃখিনী আর নেই।

লোলাপাঙ্গী। বিকার—মনের বিকার তোর! তুই কী চাস তা বলতে পারিস আমাকে? কাকে চাস? তরুণ তোর জীবন, দেহ তোর আগুনের ভাণ্ড। তোর কি নিজেরও বাসনা নেই?

তরঙ্গিণী (হঠাৎ)। মা, আমার পিতা কে ছিলেন তা কি তুমি জানো?

লোলাপাঙ্গী (কোমল স্বরে)। জানি, বাছা। কিন্তু তাঁর কথা কেন?

তরঙ্গিণী। তুমি তো কখনো আমাকে পিতার কথা বলোনি। তিনি কেমন ছিলেন? তুমি কবে তাঁর সহচরী ছিলে?

লোলাপাঙ্গী। আমি তখন অনতিযৌবনা। তিনি ছিলেন উদার, অকৃতদার, ঈর্ষাপরায়ণ। আমি অন্য পুরুষের সংসর্গ করলে রুষ্ট হতেন। তাঁর অন্যায় বুঝেও, আমি তাঁর আসক্তি এড়াতে পারিনি; কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার একান্ত সম্বন্ধ ছিলো।

তরঙ্গিণী। তারপর?

লোলাপাঙ্গী। তুই যখন শিশু, তিনি বাণিজ্য করতে বিদেশে গেলেন। আর ফিরলেন না।

তরঙ্গিণী। তুমি কি তাঁর অনুরাগিণী ছিলে? কষ্ট পেয়েছিলে, যে তিনি ফিরলেন না?

লোলাপাঙ্গী। পরে শুনলাম, তিনি বাণিজ্যে যাননি; বিবাহ ক'রে কোশল দেশে চ'লে গিয়েছেন। আমিও তাঁকে মন থেকে মুছে দিলাম।

তরঙ্গিণী। মুছে দিলে?

লোলাপাঙ্গী। মুছে গেলো—যাবেই। অনুরাগ, অভিমান, মনোবেদনা—এই পদার্থগুলো সারবান নয়, কর্পূরের মতো উবে যাওয়া ওদের স্বভাব।

তরঙ্গিণী। তোমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি?

লোলাপাঙ্গী। আর দেখা হয়নি। মনেও পড়েনি।

তরঙ্গিণী। মনেও পড়েনি?

লোলাপাঙ্গী। বারাঙ্গনারা স্মৃতি নিয়ে বিলাস করে না, তরু। স্বকর্মে যাদের নিষ্ঠা আছে, তারা অন্য সব ভুলে যায়।

তরঙ্গিণী। কিন্তু—প্রথম যখন দেখা হ'লো—তিনি কি মুগ্ধ ছিলেন? কেমন ক'রে তাকাতেন তোমার দিকে? তোমার মনে পড়ে? কখনো কি তোমাকে বলেছিলেন—'তুমি ছদ্মবেশী দেবতা, তুমি মূর্তিমতী আনন্দ?' তোমার মনে পড়ে?

লোলাপাঙ্গী। বাক্য—অসার বাক্য! দেহ যখন কামনায় তপ্ত, জিহ্বা তখন কী না বলে?

তরঙ্গিণী। তিনি বলেছিলেন? তুমি কি কেঁপে উঠেছিলে, তাঁর চোখে তোমার চোখ পড়লো যখন? তোমার কি তখন মনে হয়েছিলো তুমি অন্য কেউ?

লোলাপাঙ্গী। কী অদ্ভুত কথা! আমি কেন অন্য কেউ হ'তে যাবো? আর হ'লেই বা আমার লাভ কী?

তরঙ্গিণী (মা-র মুখের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে)। আমার যেন মনে হয় তোমার মুখের তলায় অন্য মুখ লুকিয়ে আছে। আমার পিতা তা-ই দেখেছিলেন।

লোলাপাঙ্গী। আমি তখন তরুণী ছিলাম, তরু।

তরঙ্গিণী। তখনও তোমার অন্য এক মুখ ছিলো। তুমি তা জানতে না।

লোলাপাঙ্গী। বিকার—মনের বিকার! তরু, তুই সংযত হ, সর্বনাশা অলীকের হাতে ধরা দিস না। আমি সরল মানুষ—আমার কাছে সার কথা শোন। আমরা যে যার কর্ম নিয়ে সংসারে আসি, কর্ম শেষ হ'লে চ'লে যাই। একের কর্ম অন্যের সাজে না—এই হ'লো চতুর্মুখের অনুশাসন। (ক্ষণকাল নীরব থেকে—হঠাৎ) তরু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুই কি কুলবধূ হ'তে চাস?

তরঙ্গিণী (তাচ্ছিল্যের স্বরে)। কুলবধূ! প্রতি রাত্রে একই পুরুষ!

লোলাপাঙ্গী (মনে-মনে প্রীত হ'য়ে—সতর্কভাবে)। তাতে তোর অধর্ম হবে না। দ্রোণ ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে ক্ষত্রিয় হলেন। তেমনি, বারাঙ্গনাও ইচ্ছে করলে কুলস্ত্রী হ'তে পারে, কুলস্ত্রী পারে বারাঙ্গনা হ'তে। শাস্ত্রে নিষেধ নেই। তুই কি মা হ'তে চাস না?

তরঙ্গিণী। জানি না। ভেবে দেখিনি।

লোলাপাঙ্গী। তাও চাস না? মাতা বা প্রেয়সী, সতী বা গণিকা, উর্বশী বা লক্ষ্মী—কোনোটাই তোর মনোমতো নয়?

তরঙ্গিণী। মা, আমি যেন হারিয়ে গিয়েছি, আমি যেন নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

লোলাপাঙ্গী। সহজ সমাধান। তুই বিবাহ কর। শান্তি পাবি—সন্তান পাবি—পূর্ণতা পাবি।

তরঙ্গিণী। মা, তুমি আমাকে ভাবো কী? স্বামী, সন্তান, গার্হস্থ্য—এ-সব নিয়ে কি আমি তৃপ্ত হ'তে পারি—আমি, স্রোতস্বিনী তরঙ্গিণী। মা, আমি যে বড়ো উচ্ছল। উদ্বেল আমার হৃদয়। আমার কোথাও আশ্রয় নেই।

লোলাপাঙ্গী (প্রীত হ'য়ে)। সেইজন্যেই, তরু, সেইজন্যেই!—তোকে একটা গূঢ় কথা বলি, শোন। সব নারী পত্নী হ'তে পারে, সতী হ'তে পারে না। বহুচারিণী হ'তে পারে, বারাঙ্গনা হ'তে পারে না। এক পুরুষে আসক্ত থাকলেই সতী হয় না; বহুচারিণীও সতী হ'তে পারে, কিন্তু বহুচারিণী মাত্রই যথার্থ বারবধূ নয়। সতী, বারাঙ্গনা—দুয়েরই জন্য হ'তে হয় গুণবতী, প্রাণপূর্ণা। দুয়েরই জন্য অসামান্য প্রতিভা চাই। তোর আছে সেই প্রতিভা—তুই পারিস জ্যোতির্ময়ী সতী হ'তে, কিংবা হ'তে পারিস বারমুখীদের মুকুটমণি। অন্য কোনো পথ নেই তোর।

তরঙ্গিণী। অন্য পথ নেই?

লোলাপাঙ্গী। অন্য পথ নেই। তরু, তুই মতি স্থির কর—কোন পথে যাবি। তোর সব প্রার্থী ফিরে যায়নি—একজন অবশিষ্ট আছে। শুধু প্রার্থী নয় সে—পাণিপ্রার্থী। চন্দ্রকেতু তোর একনিষ্ঠ উপাসক। অটল তার ধৈর্য, অটুট তার প্রতিজ্ঞা। প্রতিদিন বিফল হ'য়ে ফিরে যায়, প্রতিদিন নবীন উদ্যমে ফিরে আসে। তাকে—শুধু তাকেই—

লুব্ধ করতে পারেনি রতিমঞ্জরী বা বামাক্ষী বা অঞ্জনা। তরঙ্গিণী, সে তোর পতি হবার অযোগ্য নয়।

তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু! (হেসে উঠে) আমি একশত চন্দ্রকেতুকে বিলিয়ে দিতে পারি জগতে যত বামাক্ষী আছে তাদের মধ্যে!

লোলাপাঙ্গী। সেই গরবে কি তুই নিজের জীবন নষ্ট করবি? তুই কি ভাবিস তুই এখনো কিশোরী আছিস? তোর যৌবন আর ক-দিন—তারপর? কে ফিরে তাকাবে তোর দিকে? আমি তোকে বলছি—চন্দ্রকেতু তোর শেষ সুযোগ। হয় তাকে বিবাহ কর, নয় পূর্বজীবনে ফিরে যা।

তরঙ্গিণী। আমার শেষ সুযোগ চন্দ্রকেতু! (হেসে উঠলো।)

লোলাপাঙ্গী। তরু, সাবধান। দর্পহারী মধুসূদন অনিদ্র।

তরঙ্গিণী। মা, আমার দর্প চূর্ণ হ'য়ে গেছে। আর আমার ভয় নেই।

লোলাপাঙ্গী (ক্ষণকাল তরঙ্গিণীর দিকে তাকিয়ে থেকে)। তরু, কী বলছিস তুই? তোর কথা আমি বুঝতে পারি না। কোথায় তোর বেদনা আমাকে বল।

তরঙ্গিণী। তাহ'লে চন্দ্রকেতু আমার—পাণিপ্রার্থী?

লোলাপাঙ্গী (উৎসাহিত হ'য়ে)। সে প্রত্যহ আসে—আজও এসেছে—এখনো অপেক্ষা করছে বাইরে। তোর দেখা যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করবে না।

তরঙ্গিণী। তার পণরক্ষা কঠিন হবে।

লোলাপাঙ্গী। তরু, তুই এত নিষ্ঠুর! তোর কি দয়ামায়াও নেই? অন্তত একবার ওকে দেখা করতেও দিবি না?···ইচ্ছে না হয় বিবাহ না-ই করলি, কিন্তু একবার ওকে দেখা করতে দে। আমার এই একটা কথা রাখ তুই!···কেমন? ওকে নিয়ে আসি?

তরঙ্গিণী (ক্ষণকাল কী চিন্তা ক'রে)। নিয়ে এসো। দেখা যাক সে আমার প্রশ্নের উত্তর জানে কিনা।

লোলাপাঙ্গী। এখনই—এখনই নিয়ে আসছি। চন্দ্রকেতু! চন্দ্রকেতু!

[লোলাপাঙ্গী দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে চন্দ্রকেতুকে নিয়ে ফিরে এলো।]

চন্দ্রকেতু। দেবী! এতদিনে দয়া হ'লো!

তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু, আমি তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।

লোলাপাঙ্গী। তরঙ্গিণী তোমাকে প্রশ্ন করবে। যথাযথ উত্তর দিয়ো, চন্দ্রকেতু।

তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু, তুমি আমাকে প্রণয় করো?

লোলাপাঙ্গী। বলো—বলো, চন্দ্রকেতু! সংকোচ কোরো না।

চন্দ্রকেতু। আমি তোমার সেবক। তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও।

তরঙ্গিণী। চরণে স্থান চাও? বাহুতে নয়, বক্ষে নয়?

চন্দ্রকেতু। তুমি আমার হৃদয়ের ঈশ্বরী। তুমি আমার আরাধ্যা।

তরঙ্গিণী। তাহ'লে কেন দেখা করতে চাও? আমরা দেবতার আরাধনা করি; তাঁকে তো চোখে দেখি না।

লোলাপাঙ্গী। চন্দ্রকেতু, সরল ক'রে বলো, প্রাঞ্জল ক'রে বলো।

চন্দ্রকেতু। তরঙ্গিণী, আমি তোমাকে ধর্মপত্নীরূপে বরণ করতে চাই।

তরঙ্গিণী। ধর্মপত্নীরূপে বরণ করতে চাও? (হেসে উঠে) ধর্মপত্নী কাকে বলে?

চন্দ্রকেতু। তুমি হবে আমার ভার্যা—সহধর্মিণী—গৃহলক্ষ্মী। আমার সন্তানের জননী হবে তুমি। তোমার পুত্রেরা হবে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

তরঙ্গিণী। শুধু এই?

চন্দ্রকেতু। আমার প্রণয়, আমার শ্রদ্ধা, আমার স্বাস্থ্য, আমার বিত্ত—সব হবে তোমার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যদি পুত্রবতী হও তাহ'লে আমি আর দারগ্রহণ করবো না।

তরঙ্গিণী। যদি পুত্রবতী না হই?

চন্দ্রকেতু। তা হ'লেও না।

তরঙ্গিণী। যদি নিঃসন্তান হই?

চন্দ্রকেতু। তা হ'লেও না। তুমি হবে এক—এবং সর্বময়ী।

তরঙ্গিণী। বিনিময়ে আমাকে কী দিতে হবে?

চন্দ্রকেতু। প্রণয়—প্রণয়—প্রণয়। আর-কিছু নয়।

তরঙ্গিণী। অর্থাৎ—আমাকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিয়ে তুমি তৃপ্ত হওনি। আমাকে একান্তরূপে ভোগ করতে চাও।

চন্দ্রকেতু। বিবাহের লক্ষ্য সম্ভোগ নয়—ধর্মাচরণ।

তরঙ্গিণী। সম্ভোগ নয়? (হেসে উঠে) চন্দ্রকেতু, তুমি শাস্ত্র পড়েছো!

তোমার প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমি তোমার পত্নী হবো না। আমি কোনো পুরুষেরই পত্নী হবো না। জানো না আমি স্বভাবস্বৈরিণী?

চন্দ্রকেতু। তবে তুমি তোমার স্বাভাবিকরূপে আবার দেখা দাও। হও বহুবল্লভা, কিন্তু আমাকে তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত কোরো না। যে-কোনো ভাবে, যে-কোনো রূপে, তুমি আমার কাঙ্ক্ষণীয়া। তোমার অদর্শনে আমার মৃত্যু, তোমার দৃষ্টিপাতে আমার জীবন।

লোলাপাঙ্গী। তরঙ্গিণী, দেখলি তো—কী আশ্চর্য নিষ্ঠা! এমন আর কোথায় পাবি?

তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু, বলতে পারো কেন আমারই প্রতি তোমার আগ্রহ? দেশে কি যুবতীর অভাব? রূপসীর অভাব?

চন্দ্রকেতু। আমার চোখে তোমার মতো রূপসী আর নেই।

তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু—সত্যি বলো--আমি রূপবতী? (চন্দ্রকেতুর কাছে এগিয়ে এসে) দ্যাখো--নিবিড় চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? (লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুকে ইঙ্গিত করলে।) আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো—আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি—আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো? (লোলাপাঙ্গী আবার চন্দ্রকেতুকে ইঙ্গিত করলো।)

চন্দ্রকেতু। তুমি সুন্দরী। তুমি মনোহারিণী। তুমি নিরুপমা।

তরঙ্গিণী। সত্যি? আমার রূপের বর্ণনা দিতে পারো?

চন্দ্রকেতু। পঞ্চশরের ধনু তোমার ললাট, ধনুর্গুণ তোমার ভুরু, পঞ্চবাণ তোমার কটাক্ষ, তাঁর তূণ তোমার গ্রীবা, তোমার সর্বাঙ্গ তাঁর অভিসন্ধি। তুমি শ্রী, তুমি দীপ্তি, তুমি বিশ্বকর্মার প্রথমা।

তরঙ্গিণী (হেসে উঠে)। চন্দ্রকেতু, তুমি কাব্য পড়েছো! তুমি বিদগ্ধ, তুমি সজ্জন। কিন্তু আমি যা চাই তা কি তুমি দিতে পারবে? আমি চাই আনন্দ—প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ—প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি। (যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে, ক্ষণকাল পরে) আমাকে মার্জনা করো। আমি অসুস্থ আছি। বিদায়।

[তরঙ্গিণী কক্ষান্তরে চ'লে গেলো।]

চন্দ্রকেতু (লোলাপাঙ্গীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে)। যা ভেবেছিলাম তা-ই। তরঙ্গিণী প্রকৃতিস্থ নেই।

লোলাপাঙ্গী (ভীত স্বরে)। প্রকৃতিস্থ নেই? তার অর্থ?

চন্দ্রকেতু। আমার কী মনে হ'লো জানো? যেন মাঝে-মাঝে ওরই গলায় অন্য কেউ কথা বলছিলো।

লোলাপাঙ্গী। ওরই গলায় অন্য কেউ কথা বলছিলো? কোনো ব্যাধি নয় তো? না কি ঐ ডাইনি রতিমঞ্জরীর কাণ্ড? তান্ত্রিক দিয়ে জাদু করালে আমার বাছাকে?

চন্দ্রকেতু। কেমন বিবশ দেখলাম ওকে। যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। অথচ চক্ষু কী উজ্জ্বল!

লোলাপাঙ্গী। আমি বৈদ্য ডাকবো। আমি দৈবজ্ঞ ডাকবো। স্নায়ুরোগে হ্লাদিনীবটিকা অব্যর্থ শুনেছি। ভূতেশ্বর ব্রতে পিশাচের দৃষ্টি কেটে যায়।

চন্দ্রকেতু। আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়। মুনি ওকে অভিশাপ দিয়েছেন।

লোলাপাঙ্গী। অভিশাপ! কী সর্বনাশ!

চন্দ্রকেতু। এও কি সম্ভব যে ঋষ্যশৃঙ্গকে তপস্যা থেকে ভ্রষ্ট করা হবে, আর তার জন্য কেউ শাস্তি পাবে না?

লোলাপাঙ্গী। কিন্তু রাজপুরোহিত যা বলেছিলেন তা তো অক্ষরে-অক্ষরে সফল হয়েছে। আজ অঙ্গদেশ যেন লক্ষ্মীর পীঠস্থান।

চন্দ্রকেতু। দৈবজ্ঞেরা আর কতটুকু জানেন। একই ঘটনার কত বিভিন্ন ফলাফল হ'তে পারে। কার্তিকের জন্মের জন্য যখন মহাদেবকে বিচলিত করতে হ'লো, তখন তো প্রজাপতিও বোঝেননি যে কন্দর্প ভস্মীভূত হবেন। যে-তপস্যা বিনা দেবতারাও দেবতা হ'তে পারেন না, তাতে বিঘ্ন ঘটানো কি সহজ কথা!

লোলাপাঙ্গী। কত অদ্ভুত শাপের কথা শুনেছি। কেউ পশু হ'য়ে যায়, কেউ পাষাণ। কিন্তু তরঙ্গিণীর কোনো রূপান্তর তো ঘটেনি।

চন্দ্রকেতু। ভাবান্তর ঘটেছে। সে আর স্ববশে নেই। সে কোনো অলক্ষ্য প্রভাবের দ্বারা অভিভূত—সম্মোহিত। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এর জন্য দায়ী—ঋষ্যশৃঙ্গ।

লোলাপাঙ্গী। তাহলে? উপায়?

চন্দ্রকেতু। যিনি শাপ দিয়েছেন তাঁরই হাতে শাপমোচনের ক্ষমতা।

[রাজপথে ঘোষকের প্রবেশ।]

ঘোষক (ঢাকবাদ্য সহযোগে)। আজ অপরাহ্ণে ভাবী যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গ প্রার্থীদের দর্শন দেবেন। বেলা তৃতীয় প্রহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। গ্রহণ করবেন অর্ঘ্য ও অভিনন্দন। সম্ভবপর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। আজ অপরাহ্ণে ভাবী যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গ...

[রাজপথ অতিক্রম ক'রে ঘোষক বেরিয়ে গেলো।]

লোলাপাঙ্গী। তাহ'লে আজই। আমি আজই গিয়ে পায়ে পড়বো তাঁর।

চন্দ্রকেতু। আমিও যাবো ভাবছি।

লোলাপাঙ্গী। চলো তবে একত্র যাই দু-জনে। আমি তাঁর পায়ে প'ড়ে বলবো—'আমার কন্যাকে আপনি শাপমুক্ত করুন।' তাঁর দয়া হবে না?

চন্দ্রকেতু। কিন্তু কে জানে তাঁর ঋষিত্ব এখন কতটুকু অবশিষ্ট আছে। এখন তিনি রাজার জামাতা। এমন যদি হয় যে অভিশাপ প্রত্যাহরণের ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন?

লোলাপাঙ্গী। অন্তত তিনি যুবরাজ। দেবতার মর্ত্য প্রতিনিধি। ধর্মের অভিভাবক। তিনি তরঙ্গিণীকে আদেশ করতে পারেন। বাধ্য করতে পারেন। তাঁর রাজ্যে কেউ ধর্মত্যাগে উদ্যত হ'লে, তার প্রতিবিধান তাঁরই কর্তব্য।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু হয়তো বা তাঁর তপোবল এখনো একেবারে বিনষ্ট হয়নি। লুপ্ত হয়নি বরদানের ক্ষমতা। আমাদের আবেদন সুচিন্তিত-ভাবে উপস্থিত করা চাই। এসো, আমরা নিভৃতে গিয়ে পরামর্শ করি। তরঙ্গিণী যেন শুনতে না পায়।

লোলাপাঙ্গী। এসো, এদিকে।

[চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত রঙ্গমঞ্চ শূন্য। তারপর ধীর পদে তরঙ্গিণীর প্রবেশ। ইতিমধ্যে সে বেশ পরিবর্তন করেছে, এখন তার সজ্জা ও প্রসাধন অবিকল দ্বিতীয় অঙ্কের। তার হাতে একটি স্বর্ণখচিত দর্পণ।]

তরঙ্গিণী। দর্পণ, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে? আরো তন্বী? তার অধর আরো রক্তিম? বক্ষ আরো সুগন্ধি? তার বাহুতে কি আরো বিশাল অভ্যর্থনা? অঙ্গে-অঙ্গে লাস্য আরো উচ্ছল?···রাজকুমারী শান্তা! জামাতা! যুবরাজ! তুমি কি তৃপ্ত? তুমি রাজপুরীতে তৃপ্ত? শান্তার পুষ্পশয়নে তৃপ্ত? আমার লজ্জা, আমার গর্ব, আমার যন্ত্রণা! আমি রিক্ত, আমি সর্বস্বান্ত।···(দর্পণে গভীরভাবে তাকিয়ে) এই কি সেই মুখ, যা তুমি দেখেছিলে? 'তাপস, তুমি কে? কোনো স্বর্গের দূত? কোনো ছদ্মবেশী দেবতা?' এই মুখ, এই দেহ, এই বসন, এই অলংকার। তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? 'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে।' কজ্জল, অলক্তক, লোধ্ররেণু—আমি কি তোদের কাছে ঋণী? বসন, ভূষণ, মালা, চন্দন—তোদের কাছে? কিন্তু এই তো তুমি দেখেছিলে—এই ত্বক, মাংস, রক্ত, মেদ—এই শরীর! আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি—জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন?···না কি আমারই ভ্রান্তি? না কি তুমি যাকে দেখেছিলে সে অন্য কেউ? আবরণ নয়, প্রসাধন নয়, ত্বক রক্ত মাংস মেদ নয়—সে কে তবে? বল, দর্পণ, সে কে? এক মুখ—একই মুখ ফুটে ওঠে বার-বার—অন্য মুখ নেই? এসো—বেরিয়ে এসো দর্পণের গভীর থেকে—বেরিয়ে এসো আমার সেই মুখ! মিথ্যাবাদী! (দর্পণ ছুঁড়ে ফেললো।) আমি কি তবে স্বপ্ন দেখেছিলাম? সব কি আমার মতিভ্রম—সেই আকাশ, তরুণ সূর্য, আমার হৃদয়ে সেই সূর্যোদয়? না—মতিভ্রম নয়—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর বাস্তব। তিনি আজ যুবরাজ—তিনি আজ লোকপাল। তুমি লজ্জিত নও? রাজপথে বিবর্ণ তোমার নাম, প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে তুমি ধূসর।···'আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো।' পাপিষ্ঠা, কপটভাষিণী, পারলি কই? অন্যের হাতে অর্পণ করলি, সঁপে দিলি শান্তার বাহুবন্ধে।···প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চ'লে যাইনি—দূরে, বহু দূরে—যেখানে শান্তা নেই, লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই—যেখানে তোমার নামে কেউ জয়কার দেয় না?···কিন্তু আমি পারি—এখনো পারি—এখনো আমি তরঙ্গিণী! (দ্রুত ভঙ্গিতে

দর্পণ তুলে নিয়ে) 'সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল।' বল, দর্পণ, সব সত্য। চেয়ে দ্যাখ আমার হাসি। নে আমার গাত্রের সুগন্ধ। শোন আমার কঙ্কণের ঝংকার। আমি, তরঙ্গিণী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না! (উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।)

[ধীরে নামলো যবনিকা।]

চতুর্থ অঙ্ক

[রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ, আর সংলগ্ন কক্ষের অংশ দেখা যাচ্ছে। অলিন্দে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশে দাঁড়িয়ে। কক্ষে শান্তা উপবিষ্ট, সে কেশ-বিন্যাস করছে, সামনে দর্পণ ও কয়েকটি প্রসাধনদ্রব্য। বাইরে আকাশে পড়ন্ত বেলা।]

মেয়েদের কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে)। আমরা এবার বিদায় হই। আপনার দর্শন পেয়ে আমরা ধন্য।

পুরুষদের কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে)। আমরা এবার বিদায় হই। আপনার দর্শন পেয়ে আমরা কৃতার্থ।

বালক-বালিকার কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে)। আমরা এবার বিদায় হই। প্রণাম।

সকলের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে)। প্রণাম। প্রণাম। আমাদের রাজ-দর্শনের পুণ্য হ'লো। দেবদর্শনের পুণ্য হ'লো। আমরা ধন্য।

[জনতার কলরোল ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলো।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে)।

বিস্বাদ—বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা,
আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,
বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।
আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী।
ওরা জানে না, কেউ জানে না—আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

শান্তা (কক্ষে—গুঞ্জনস্বরে গান)।

সুন্দর তুমি, পেটিকা,
অন্তরে নেই রত্ন।
পাত্র এখনো মণিময়,
নিঃশেষ তার সৌরভ।

ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে)।

সেই আবির্ভাব—সেই উষা—সেই উন্মোচন
তার বাহুর হিল্লোল, আর্দ্র উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত!
সূর্যের হৃদয়স্রাবী তমিস্রা তার স্পর্শে,
আমার রক্তে আগুন, রোমকূপে বিদ্যুৎ, শ্রবণে উতরোল সমুদ্র।

শান্তা (কক্ষে—গান)।

উজ্জ্বল তুমি, চক্ষু,
কেন ভুলে গেলে বার্তা?
রঙ্গিণী আজও কবরী,
অঙ্গুলি শুধু ক্লান্ত।

ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে)।

স্বপ্নে দেখি সেই স্বর্গ, সেই উন্মীলিত মুহূর্ত,
যেখানে ত্রিকাল এক অখণ্ড স্থির বিন্দুর মধ্যে মূর্ত,
স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড, রুদ্ধ সব ইন্দ্রিয়—
সেই ব্রহ্মলোক, আমার ধ্যানমগ্ন তিমির!

শান্তা (কক্ষে—গান)।

আসে যায় দিন-রজনী,
আসে জাগরণ, তন্দ্রা
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে)।

গভীর—আরো গভীর, শূন্য থেকে গাঢ়তর শূন্য—
সেখানে আমি হংস, আমি বংশীধ্বনি, আমি সর্বগ ও স্থাণু,
নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে আমি ব্যাপ্ত,
তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল—
তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হ'য়ে, তার বৈভবের অন্তরালে।

সে কোথায়? সে কে? তার নাম পর্যন্ত জানি না।

[ইতিমধ্যে কক্ষে শান্তা উঠে দাঁড়িয়েছে। একবার অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়িয়ে সে ফিরে এলো; সন্দিগ্ধভাবে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এলো অলিন্দে। ঋষ্যশৃঙ্গ লক্ষ করলেন না।]

শান্তা। স্বামী! যুবরাজ!

ঋষ্যশৃঙ্গ (ফিরে তাকিয়ে—মুখে হাসি এনে)। শান্তা, এ-মুহূর্তে তোমার দর্শন পাবো ভাবিনি। (ক্ষণকাল পরে) আশাতীত এই সৌভাগ্য। (আলাপে প্রবৃত্ত হ'য়ে) বলো, তুমি আজকের দিন কী-ভাবে কাটালে? তোমার পক্ষে অপ্রিয় কিছু ঘটেনি তো?

শান্ত। আমি সারাদিন আমার জীবনস্বামীর জয়ধ্বনি শুনলাম।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আনন্দিত?

শান্তা (মুখে হাসি এনে)। আপনার গৌরবে গর্বিত আমি, প্রভু।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমার পুত্রের কুশল?

শান্তা। আপনার পুত্রকে পুরস্ত্রীরা প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করছেন। তার কক্ষে অহোরাত্র দীপ জ্বলে, প্রহরে-প্রহরে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হয়।

ঋষ্যশৃঙ্গ (মৃদুস্বরে—যেন আপন মনে)। আমি আজ পিতা।

শান্তা। আপনি পতি, আপনি পিতা, আপনি যুবরাজ। আপনি অঙ্গদেশের সৌভাগ্যরবি। স্বামী, আজ সায়ংকালের কর্তব্য আপনার স্মরণে আছে তো?

ঋষ্যশৃঙ্গ। সায়ংকালের কর্তব্য?···রাজপুত্রী, তোমার অনুমান নির্ভুল। আমার স্মরণশক্তি অব্যর্থ নয়।

শান্তা। সন্ধ্যারতির সময়ে কুলপুরোহিত আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

আপনার ইষ্টকামনায় পূজা হবে অন্তঃপুরে শিবমন্দিরে। বরণডালা নিয়ে উপস্থিত থাকবেন রাজবংশের সীমন্তিনীরা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। সাধু প্রস্তাব।

শান্তা। তারপর মরকত-কক্ষে ভোজ; একশত সুনির্বাচিত রাজপুরুষ, আর বৈদেশিক অমাত্যেরা আহূত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে উপঢৌকন দেবেন আপনাকে, উত্তরে আপনার চারু ভাষণ প্রত্যাশিত।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। আমার জিহ্বা মসৃণ, শব্দকোষ বিশাল।

শান্তা। আপনার শ্রান্তি আশঙ্কা ক'রে রাজকবি একটি আশীর্বচন রচনা করেছেন। যদি সেটি আপনার মনঃপূত হয়--

ঋষ্যশৃঙ্গ। নিঃশঙ্ক হও, শান্তা, আমি রাজকবির রচনাটিকে উপেক্ষা করবো না। যেখানে বক্তব্য কিছু নেই, সেখানে বাক্যে কী এসে যায়?

শান্তা। বক্তব্য স্বভাবতই বিরল। কিন্তু কর্তব্য অফুরান। আপনি তো অবহিত আছেন যে এর পরে পক্ষকালব্যাপী উৎসব হবে?

ঋষ্যশৃঙ্গ। পক্ষকালব্যাপী উৎসব।

শান্তা। উৎসব—জনতার। কিন্তু হয়তো বা আপনার পক্ষে ক্লেশকর। ওরা অবোধের মতো বার-বার দর্শন চায় যুবরাজের। ওরা চকোরের মতো যুবরাজের বদনচন্দ্রমার পিয়াসী।

ঋষ্যশৃঙ্গ (তাঁর অধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো)। আমি ওদের নিরাশ করবো না, শান্তা। ওদের নয়নচকোরকে আহ্লাদিত ক'রে আমি উদিত হবো চন্দ্রমা। ওদের শ্রবণচাতক পান করবে আমার কথামৃত। আমি বিনা বক্তব্যে বয়ন ক'রে যাবো বাক্যজাল। বিতরণ করবো মোদকের মতো হাস্য। হবো অঙ্গদেশের যোগ্য যুবরাজ। আমি প্রস্তুত।

শান্তা। এই পক্ষকাল উত্তীর্ণ হ'লে, আপনার বিশ্রামের জন্য সিন্দুরসৌধ সজ্জিত থাকবে। গঙ্গার তীরে, মাল্যবান পর্বতের চূড়ায়। পুত্র, পরিজন ও একশত সখী নিয়ে আমি হবো আপনার অনুগামিনী। সেবকেরা নিশিদিন অপেক্ষায় থাকবে—আপনার কটাক্ষপাত বা অঙ্গুলিহেলনের জন্য। কী আপনার অভিরুচি? মৃগয়া, নৃত্যগীত, বনভোজন, শাস্ত্রালোচনা—

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি যে-কোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকবো।
শান্তা। কিংবা যদি নিভৃতি আপনার ঈপ্সিত হয়—
ঋষ্যশৃঙ্গ (অধৈর্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না-ক'রে)। যথাসময়ে তা জ্ঞাপন করতে ভুলবো না। (হঠাৎ—শান্তার দিকে তাকিয়ে) রাজপুত্রী, আমি দেখছি তোমার প্রসাধন সম্পূর্ণ হয়নি। আজ সান্ধ্যভোজে কোন বেশ ধারণ করবে?
শান্তা (ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে চোখ রেখে)। আপনার কী ইচ্ছা?
ঋষ্যশৃঙ্গ (চোখ সরিয়ে নিয়ে)। তোমার যা ইচ্ছা আমারও তা-ই। (ক্ষণকাল পরে) তুমি রক্তবসনে শোভমানা। নীলাম্বরে দিব্যরূপিণী। হরিৎবসনে বনদেবীর মতো। হোক চীনাংশুক, হোক কাঞ্চীদেশের ময়ূরকণ্ঠী বস্ত্র, হোক বারাণসীর—
শান্তা (বাধা দিয়ে)। যুবরাজ, আপনার জিহ্বা মসৃণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমার রূপ অনিন্দ্য।
শান্তা (বিনতি ক'রে)। আমি পুরস্কৃত। (যেতে-যেতে—থেমে) আপনি এখন অন্তঃপুরে আসবেন না?
ঋষ্যশৃঙ্গ (বাইরের দিকে তাকিয়ে)। সূর্যাস্তের এখনো কিছু বিলম্ব আছে। আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করি।
শান্তা। কিন্তু অধিবেশনের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। আবার কোনো দর্শন-প্রার্থী এলে—
ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি সতর্ক থাকবো।
শান্তা। যদি শ্রান্তিবোধ করেন—
ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমার মতো সান্ত্বনাদাত্রীকে যে পেয়েছে, সে কি কখনো ক্লান্ত হয়?

[শান্তার অন্তঃপুরে প্রস্থান। বাইরের দিক থেকে প্রবেশ করলেন বিভাণ্ডক। তাঁকে পূর্বের তুলনায় শীর্ণ দেখাচ্ছে, ঈষৎ ক্লান্ত।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (চকিত হ'য়ে)। পিতা! আপনি!

[বিভাণ্ডক পুত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কথা বললেন না।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনি অন্তঃপুরে চলুন, পুরস্ত্রীরা আপনাকে অর্চনা ক'রে ধন্য হোক।

বিভাণ্ডক। আমি বিভাণ্ডক, পুরস্ত্রীর দ্বারা পরিবৃত হ'তে ইচ্ছা করি না। (ক্ষণকাল পরে) আমি বাইরে অপেক্ষা করছিলাম; তোমার পত্নী যতক্ষণ এখানে ছিলেন, আসতে ইচ্ছা হয়নি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার পুত্রবধূও কি আপনাকে প্রণাম করার সুযোগ পাবেন না?

বিভাণ্ডক। এ-মুহূর্তে তার প্রয়োজন নেই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার দর্শন পেলে রাজা লোমপাদ প্রীত হবেন। আনন্দিত হবেন রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিত। আমি কি তাঁদের কাছে বার্তা পাঠাবো?

বিভাণ্ডক। ব্যস্ত হোয়ো না। তুমিই আমাব আগমনের উদ্দেশ্য।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার সৌভাগ্য, এই শুভদিনে আপনি আমাকে স্মরণ করলেন।

বিভাণ্ডক (ভ্রূভঙ্গি ক'রে)। শুভদিন?

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, আমি আজ যুবরাজ।

বিভাণ্ডক। তুমি আজ যুবরাজ। (তিক্ত স্বরে) এরই জন্য আমি তোমাকে জন্মকালে পরিত্যাগ করিনি। অতি যত্নে তপোবনে লালন করেছিলাম। এরই জন্য বন্য মৃগীরা তোমাকে স্তন্য দিয়েছিলো, সঙ্গ দিয়েছিলো সরল, নিরপরাধ পশুপক্ষী। আর আমি, তোমার ব্রহ্মচারী পিতা বিভাণ্ডক—আমি তোমাকে আজন্ম বেদমন্ত্র শুনিয়েছিলাম, যজ্ঞসৌরভে পূত করেছিলাম তোমার চেতনা! এরই জন্য।

ঋষ্যশৃঙ্গ। পিতা, তারপর? মনে পড়ে এক বৎসর আগে, আমি যেদিন আশ্রম থেকে স্খলিত হয়েছিলাম, আপনি রুদ্র তেজে ছুটে এসেছিলেন এই চম্পানগরে, অঙ্গরাজ্যে ভূকম্পন তুলে। সেদিন আপনার মূর্তি ছিলো প্রজ্বলিত হুতাশনের মতো, ওষ্ঠাগ্রে ছিলো উদ্যত অভিশাপ। কিন্তু মহারাজ আপনাকে প্রভূতভাবে অর্চনা করলেন, দান করলেন পঞ্চদশ গ্রাম, প্রতিশ্রুতি দিলেন আপনার পৌত্র অঙ্গরাজ হবে। আপনি তুষ্ট হ'য়ে ফিরে গেলেন, নম্র হ'য়ে ফিরে গেলেন—আপনি, আমার প্রচণ্ড পিতা বিভাণ্ডক।

বিভাণ্ডক (নিষ্প্রাণ স্বরে)। অলঙ্ঘনীয় নিয়তি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। লোমপাদ তাঁর প্রতিশ্রুতির অধিক পালন করেছেন; কিছুকাল পরে এই কিরাতরমণীর পুত্র হবে অঙ্গরাজ। পিতা, আপনি চরিতার্থ?

বিভাণ্ডক (ধীরে-ধীরে, সচেতন গাম্ভীর্যের সুরে)। লোমপাদকে অন্য একটি অঙ্গীকারে আমি বেঁধেছিলাম। এক বৎসর পরে, অঙ্গদেশ পুনর্বার সমৃদ্ধ ও শান্তা পুত্রবতী হ'লে, আমি ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরে পাবো। আমার আশ্রম ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরে পাবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ। লোমপাদ অঙ্গীকার করেছিলেন?

বিভাণ্ডক। সেইজন্যই আমি আজ এখানে। পুত্র, ফিরে চলো। আমার আশ্রম তোমার বিরহে কাতর। বনভূমি কাতর। আমি কাতর। ফিরে চলো, ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ। লোমপাদ বৃদ্ধ ও অক্ষম—নামে মাত্র রাজা তিনি। আমি তাঁর অঙ্গীকারের অধীন নই। আমি কোথাও যাবো না; এই নগর আমার যথাস্থান।

বিভাণ্ডক। যদি লোমপাদ তোমাকে আদেশ করেন?

ঋষ্যশৃঙ্গ। তাহ'লে জনগণ বিক্ষুব্ধ হবে। তাদের পূজার পুত্তলি আজ লোমপাদ নন—তরুণ, রূপবান ঋষ্যশৃঙ্গ।

বিভাণ্ডক। তাঁরাই ধন্য যাঁদের অবয়ব বটবৃক্ষের মতো—বৃদ্ধ, বঙ্কিম বটবৃক্ষ, অঙ্গে-অঙ্গে কুঞ্চিত ও কঠিন, যেন কালোত্তীর্ণ, ঋতুর অতীত, নির্বিকার।—ঋষ্যশৃঙ্গ, তুমি তপস্যার বলে ব্রহ্মলোকে লীন হ'তে চাও না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার তপস্যার মূল্য পঞ্চদশ গ্রাম, সে-তুলনায় শ্লাঘনীয় এই রাজত্ব। পিতা, আপনারই সুযোগ্য পুত্র আমি।

বিভাণ্ডক (কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে—ভঙ্গুর স্বরে)। না, ঋষ্যশৃঙ্গ —পঞ্চদশ গ্রামের জন্য নয়, সে-সময়ে অঙ্গদেশের দুর্দশা দেখে আমি দয়াপরবশ হয়েছিলাম। তাই তোমাকে বলপূর্বক প্রত্যাহরণ করিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গ (নির্মমভাবে)। অর্থাৎ—আপনি যাকে বলেন পাপ, আপনি তারই সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন।

বিভাণ্ডক। আমি যাকে বলি পাপ, অন্যেরা তাকে বলে জীবন। মাঝে-মাঝে সন্ধিস্থাপন তাই অনিবার্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু—(চারদিকে

তাকিয়ে) এও কি সম্ভব যে এই রাজপুরী—নগর—এই বিস্তীর্ণ কামরশ্মি—এই উজ্জ্বল কালান্তক ঊর্ণাজাল—তুমি এরই মধ্যে মক্ষিকার মতো বন্দী হ'য়ে থাকবে—তুমি, ঋষ্যশৃঙ্গ?

ঋষ্যশৃঙ্গ (উন্মনভাবে)। আমার বাসনা আজ জ্বলন্ত, আমার তৃষ্ণা আজ তৃপ্তিহীন।

বিভাণ্ডক। সেই তো তোমার ঋষিত্বের লক্ষণ, ঋষ্যশৃঙ্গ! তোমার তৃপ্তির উৎস এক ও অনাদি, তোমার বাসনার লক্ষ্য ধ্রুব ও অব্যয়। তুমি কি জানো না এই যৌবরাজ্য তোমার প্রচ্ছদমাত্র, জায়াপুত্র নিতান্ত প্রতিভাস? (ঋষ্যশৃঙ্গকে নীরব দেখে—সোৎসাহে) চলো, ফিরে চলো আশ্রমে, আবার আত্মাহুতি দাও তপস্যায়। আহুতি নয়—উপার্জন, উপলব্ধি। স্মরণ করো সেই সব দিন—কী সচ্ছল, কী সুন্দর নিয়মাবদ্ধ। প্রাতঃস্নান, প্রাণায়াম, ধ্যান, যোগাসন, মন্ত্রপাঠ। গাভীদোহন, সমিধসংগ্রহ, অগ্নিহোত্রে অগ্নিরক্ষা। অপরাহ্ণে তত্ত্বালোচনা, সন্ধ্যায় অজিনশয়নে বিশ্রাম। চিত্ত যেন উন্মীলিত নির্মল আকাশ, সেখানে দিনে-দিনে দিব্য বিভা উজ্জ্বলতর। সে-ই তোমার জীবন, সে-ই তোমার স্বাধিকার। (ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে) ঋষ্যশৃঙ্গ!

ঋষ্যশৃঙ্গ (উন্মনভাবে)। আমার তৃপ্তির উৎস কোথায়?···কোথায়? (পিতার দিকে তাকিয়ে, ভিন্ন সুরে) পক্ষকালব্যাপী উৎসব হবে অঙ্গদেশে। আমারই জন্য উৎসব। যুবরাজের দর্শন চায় জনগণ। ওদের দৃষ্টিকে আহ্লাদিত ক'রে আমি উদিত হবো চন্দ্রমা। ওদের শ্রবণ সিঞ্চিত হবে আমার কথামৃতে। আমি বিনা বক্তব্যে বয়ন ক'রে যাবো বাক্যজাল। বিতরণ করবো মোদকের মতো হাস্য। আমি হবো অঙ্গদেশের যোগ্য যুবরাজ।

বিভাণ্ডক। তুমি হবে মন্ত্রের স্রষ্টা—শুধু উদ্গাতা নয়; হবে ব্রহ্মবেত্তা—শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়। তোমার পথ চ'লে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে দূরতর, দূরতম দিগন্তে। জ্যোতি সেখানে অনির্বাণ, শান্তি চিরন্তন। তুমি দেখতে পাও না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। পক্ষকাল উত্তীর্ণ হ'লে, আমার বিশ্রামের জন্য সজ্জিত থাকবে সিন্দূরসৌধ। গঙ্গার তীরে, মাল্যবান পর্বতের চূড়ায়। আমার পত্নী তাঁর একশত সখীকে নিয়ে আমার অনুগামিনী হবেন। সেবকেরা

নিশিদিন অপেক্ষায় থাকবে, আমার কটাক্ষপাতে আয়োজিত হবে মৃগয়া, নৃত্যগীত, বনভোজন।

[ঋষ্যশৃঙ্গের কণ্ঠের তিক্ততা একেবারে গোপন রইলো না; বিভাণ্ডক তাঁর মুখের দিকে তাকিলে রইলেন।]

বিভাণ্ডক। পুত্র, আত্মপীড়ন কোরো না, ফিরে চলো। শোনো, তুমি যেদিন আশ্রম ত্যাগ করলে, আমি সেদিন থেকে অধীর হ'য়ে আছি। হোমানল জ্বেলে তোমাকে মনে পড়ে, যোগাসনে ব'সে তোমাকে মনে পড়ে। আমার সাধনায় আনন্দ নেই, সংকল্পে নেই স্থৈর্য। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমার পতন হচ্ছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করো। তোমার শৈশবে আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়েছিলাম, আজ আমার বার্ধক্যে আমাকে নূতন ক'রে দীক্ষা দাও তুমি। তোমার আদর্শ হোক আমার অনুপ্রেরণা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার পুত্রস্নেহ মর্মস্পর্শী।

বিভাণ্ডক। তুমি আমার পুত্র ব'লে আমি তোমার কাছে আসিনি। ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার ভবিতব্য আমার অজানা নেই, আমি তাতে অংশ নিতে চাই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। অতএব আমার জায়াপুত্র পরিত্যাজ্য? রাজত্ব অর্থহীন?

বিভাণ্ডক। জায়াপুত্র তোমার নয়। অঙ্গরাজ্য তোমার নয়। তুমি এখানে উপকারী আগন্তুক মাত্র; সেই কর্ম সমাপন করেছো, এখন তুমি অনাবশ্যক।

ঋষ্যশৃঙ্গ (পিতার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে)। কিন্তু আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, পিতা। আমি চাই—(থেমে গিয়ে) কী চাই, জানি না। (হঠাৎ—দৃঢ়স্বরে) না, আমি ফিরে যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। অন্য এক প্রতীক্ষায়—অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।

[বিভাণ্ডক পাংশু হ'য়ে গেলেন, আর-একবার তাকালেন পুত্রের দিকে। ঋষ্যশৃঙ্গ কঠিন ও নীরব। দুর্বল ও উদ্‌ভ্রান্তভাবে পা ফেলে বিভাণ্ডক বেরিয়ে গেলেন।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (পদচারণা ক'রে)। পতি—পিতা—যুবরাজ—আমি? ব্রহ্মচারী —বনবাসী—আমি? না—না—আমি তোমার। অসহ্য নগর—অসহ্য জনতা—কিন্তু এখানেই আমার অপেক্ষা—তোমার জন্য। তোমার জন্য।

[অলিন্দে অংশুমানের প্রবেশ।]

অংশুমান (অভিবাদনের ভঙ্গি ক'রে)। ক্ষমা করবেন। হয়তো অসময়ে এলাম।

ঋষ্যশৃঙ্গ। অসময় নয়। লোমপাদের আদেশ নিশ্চয়ই শুনেছেন? আমি আজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত অধিগম্য।

অংশুমান। আমি রাজমন্ত্রীর পুত্র, অংশুমান। আমি দীর্ঘকাল প্রবাসে ছিলুম, তাই ইতিপূর্বে আপনার কাছে আসতে পারিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এবার আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করুন।

অংশুমান। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আসিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। সাধু! আপনি দেখছি অসামান্য পুরুষ।

অংশুমান। আমি সত্যবাদী। আপনাকে একটি মর্মান্তিক কথা বলতে এসেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। মর্মান্তিক? তাহ'লে নির্ভয়ে বলুন। আমি এক বৎসর যাবৎ স্তুতি শুনছি—শুধু স্তুতি, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন। এই ঘৃতান্নভোজে আমার অগ্নিমান্দ্য হয়েছে। আপনি তা প্রশমিত করুন।

অংশুমান। অভিনন্দনে আপনার কোনো অধিকার নেই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার দুর্ভাগ্য—আপনি ছাড়া কেউ তা বোঝে না।

অংশুমান। অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির জন্য লোমপাদ দায়ী ছিলেন না। বৃষ্টিপাতও আপনার কীর্তি নয়। যা ঘটেছে, তা বিশুদ্ধ কাকতালীয়।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তা অসম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কি এ-কথা প্রকাশ্যে বলতে প্রস্তুত?

অংশুমান। আমি বললেই বা বিশ্বাস করবে কে? বরং আমিই হয়তো রাজদ্রোহী ব'লে দণ্ডিত হবো। আমি আর দণ্ড চাই না—বিনা অপরাধে কঠিন শাস্তি ভোগ করছি, এখন তার প্রতিকার চাই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তাহ'লে আপনারও আমার কাছে কোনো প্রার্থনা আছে?

অংশুমান। প্রার্থনা নয়—প্রতিবাদ। যৌবরাজ্যে আপনার কোনো অধিকার নেই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। ঐ পদবি কি আপনার আকাঙ্ক্ষিত ছিলো?

[কক্ষে পূর্ণ বেশবাসে শান্তার পুনঃপ্রবেশ।]

অংশুমান (তাচ্ছিল্যের স্বরে)। আমার? আপনি ভুল করছেন। আমি পরাজিত, কিন্তু আপনার মতো লোলজিহ্ব কামার্ত নই। আপনি নাকি তপস্বী ছিলেন? নিজেকে আপনার ক্লেদাক্ত মনে হয় না?

[কক্ষে শান্তা উৎকর্ণ হ'লো। চমকে উঠলো।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার চোখের ঈর্ষা দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঐ ক্লেদের অভাবেই কাতর?

অংশুমান। ঈর্ষা—নিশ্চয়ই, কিন্তু মনস্তাপ ততোধিক। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমার রাজত্বের অন্য নাম, অন্য রূপ। তা অপহৃত হয়েছে।

শান্তা (কক্ষে)। কে ওখানে? কার কথা শুনছি?

ঋষ্যশৃঙ্গ। রাজা লোমপাদ এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করেননি?

অংশুমান। আমার ভাগ্যে লোমপাদই অপহারক। স্বয়ং আমার পিতা অপহারক। এবং প্রধান অপহারক—আপনি।

শান্তা (কক্ষে)। এ কী শুনছি? কে ওখানে? না—না—আমি শুনতে চাই না। (হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফেললো।)

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তো জানি আমিই অপহৃত হয়েছি। কিছু হরণ করেছি জানতাম না। যদি কোনো প্রতিদান দিতে পারি, আদেশ করুন।

অংশুমান। প্রতিদান নয়—প্রত্যর্পণ! আমার স্বাধিকার আপনি হরণ করেছেন—এবারে তা প্রত্যর্পণ করুন।

শান্তা (কক্ষে)। এ যে সেই! আমি কোথায় লুকোবো? কোথায় পালাবো? কোথায় গেলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনি সত্য বলেছেন, আমি কামার্ত। কিন্তু আমি কৃপণ নই। আপনার মনোবাঞ্ছা জানতে পারলে আমি তা নিশ্চয়ই পূরণ করবো।

অংশুমান। যদি আপনাকে কঠিন ত্যাগ করতে হয়?
ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনি জানেন না, আমার পক্ষে ত্যাগ কত লোভনীয়।
অংশুমান। যদি ধর্মবিরোধী হয়?
ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তাতে ভীত হবো না।

[ইতিমধ্যে শান্তা এসে কক্ষ ও অলিন্দের মধ্যবর্তী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে উৎকণ্ঠা ও অভিনিবেশ।]

অংশুমান। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনার কি ধারণা আপনার বিবাহ সিদ্ধ? না কি তা অনাচার?
ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।
অংশুমান। আপনার মনে কি কখনো সংশয়ের ছায়া পড়েনি?
ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার সংশয় অফুরন্ত, কিন্তু আপনার সঙ্গে তা আলোচ্য নয়।
অংশুমান। কখনো কি আপনার মনে হয়নি যে অঙ্গদুহিতার মর্মকথা আপনি জানেন না?
ঋষ্যশৃঙ্গ। মর্মকথা কে কার জানতে পারে?
অংশুমান। কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনি শান্তার সত্যভঙ্গ করেছেন? আমি যদি প্রমাণ করতে পারি—
শান্তা (কক্ষে—আর্তস্বরে)। অংশুমান, আর বোলো না!

[শান্তা উদ্‌ভ্রান্তভাবে অলিন্দে প্রবেশ করলে। প্রবেশ ক'রেই লজ্জিত হ'লো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (ক্ষণকাল পরে)। এসো, শান্তা। অধোমুখে কেন? কেন এই আড়ষ্টতা? মন্ত্রীপুত্র অংশুমান তোমার দর্শনপ্রার্থী।
অংশুমান। যুবরাজ, আমি আপনারও উপস্থিতি চাই। আমার বক্তব্য উভয়েরই জন্য।
ঋষ্যশৃঙ্গ। তাহ'লে আপনার রাজত্বের নাম—শান্তা?
অংশুমান। শান্তা আমার রাজত্ব। শান্তা আমার সসাগরা পৃথিবী।
শান্তা (তীক্ষ্ণ স্বরে)। অংশুমান, আমি এখন পরস্ত্রী! আমি পুত্রবতী—মাতা!

অংশুমান। শান্তা, আমি তোমার জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখি, আমার সর্বস্ব চুরি হ'য়ে গেছে। দেশান্তরী হ'য়ে তীর্থে-তীর্থে পর্যটন করলাম, কিন্তু—ভোলা গেলো না।

শান্তা। এ কী উন্মাদের মতো ব্যবহার! আমি পরিণীতা! স্বামী, আপনি কেন নীরব? আমাকে রক্ষা করুন।

অংশুমান। ঐ ভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী তোমার স্বামী? মানি না—মানবো না সে-কথা। শান্তা, তুমি আমাকে বরণ করেছিলে। আমি তোমাকে বরণ করেছিলাম। আর এই ঋষ্যশৃঙ্গ—তোমার তথাকথিত পরিণয়— আমি একে বলি রাজনীতির যূপকাষ্ঠ।

শান্তা। অসহ্য এই স্পর্ধা! স্বামী, আমি অসহায়—আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।

অংশুমান। সত্য ছাড়া আশ্রয় নেই, শান্তা। জিজ্ঞাসা করো তোমার হৃদয়কে, সে কি তার অঙ্গীকার ভুলেছে?

শান্তা। আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না, অংশুমান। নিজেকে আর কষ্ট দিয়ো না। তুমি ফিরে যাও! প্রাসাদে অন্য কেউ যদি জানতে পারে—

অংশুমান। জানুক। আমার বেদনা রাষ্ট্র হোক। তোমার অঙ্গীকার রাষ্ট্র হোক। আমি আর গোপনতা সহ্য করতে পারি না। আমি জ্ব'লে যাচ্ছি।

শান্তা। অংশুমান—আমাকে দয়া করো, আমাকে ক্ষমা করো। আমার জীবন নষ্ট হয়েছে হোক, কিন্তু তুমি যেন শান্তি পাও এখনো আমার দিবানিশি এই প্রার্থনা। (হঠাৎ—সে কী বললো তা উপলব্ধি ক'রে) স্বামী, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্মহারা হয়েছি—কী বলেছি তা জানি না।

ঋষ্যশৃঙ্গ। ক্ষমা কেন, শান্তা? তুমি তো কোনো অপরাধ করোনি। তুমি সত্য বলেছো। শুভ এই লগ্ন; আমারও একটি গোপন কথা তোমাকে বলি।

[বাইরের দিক থেকে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ (ক্ষণকাল লোলাপাঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থেকে)। আপনি কে? আমি কি আপনাকে পূর্বে কোথাও দেখেছি?

লোলাপাঙ্গী। আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি এক দীনা রমণী, এক সামান্যা গণিকা। আমার নাম লোলাপাঙ্গী। আপনার করুণ দৃষ্টিপাতে আজ আমার জন্ম-জন্মান্তরের পাপক্ষয় হ'লো। আমাকে পদধূলি দিন। (সাড়ম্বরে প্রণাম।)

শান্তা। অধিবেশনের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। যুবরাজ শ্রান্ত হয়েছেন। তোমরা যারা দর্শনপ্রার্থী এখন ফিরে যাও।

লোলাপাঙ্গী। রাজকন্যা—যুবরাজবধূ—লোকললামভূতা শান্তা, আপনার দর্শন পেয়ে আজ আমার নবতীর্থস্নানের পুণ্য হ'লো। আপনাকে প্রণিপাত করি। আমি বড়ো বিপন্ন হ'য়ে এসেছি, আমাকে মুহূর্ত-কাল সময় দিন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। অঙ্গদেশের এই সম্পদের দিনে আপনি বিপন্ন?

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, আমার একটি কন্যা আছে। একমাত্র সন্তান আমার। তার অবস্থা সংকটাপন্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। কল্যাণী, আমি আয়ুর্বেদে অভিজ্ঞ নই।

লোলাপাঙ্গী। দেব, আমার কন্যার চিত্তবিকার হয়েছে, তার মতি উদ্‌ভ্রান্ত। এক অদ্ভুত কল্পনার বশবর্তী হ'য়ে সে ধর্মত্যাগে বদ্ধপরিকর। একটি সদ্বংশজাত চরিত্রবান যুবক দীর্ঘকাল ধ'রে তার পাণিপ্রার্থী—

চন্দ্রকেতু (এগিয়ে এসে)। আমি সেই যুবক, শ্রেষ্ঠীপুত্র চন্দ্রকেতু। যুবরাজ ও যুবরাজবধূকে প্রণতি জানাই। লোলাপাঙ্গীর কন্যা তরঙ্গিণী আমার মনোনীতা। আমি তাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে পাবার জন্য সর্বস্ব পণ করেছি। কিন্তু সে আমার আবেদনে উদাসীন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। হয়তো অন্য কোনো পুরুষ তার মনোনীত?

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, সে-ই তো সংকট। আমার কন্যা তার বংশগত বারাঙ্গনাবৃত্তিও ত্যাগ করেছে। বর্জন করেছে পুরুষের সংস্রব। নারীকুলের কলঙ্কিনী হ'তে চলেছে। বারাঙ্গনা, অথবা কুলস্ত্রী—এ-দুয়ের একটা তো তাকে হ'তে হবে। নয়তো তার জীবিকাও যে নষ্ট হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনোটাই রক্ষা হয় না। দয়াময়, আপনি এমন উপায় করুন যাতে তার বিবেক জেগে ওঠে। আমার কন্যা ধর্মের পথে ফিরে আসুক।

শান্তা। এ-সব ব্যক্তিগত সমস্যা এখানে আলোচ্য নয়।

ঋষ্যশৃঙ্গ। রাজপুত্রী, আমরা ইতিপূর্বে অন্য একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা করছিলাম।

অংশুমান (রুষ্ট স্বরে)। যুবরাজ, তার সঙ্গে এই মহিলার আক্ষেপ কি তুলনীয়? এ'দের পারিবারিক সমস্যার সমাধান তো আপনার হাতে নেই।

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, আপনার হাতে—আপনারই হাতে তার সমাধান।

চন্দ্রকেতু। আমারও বিশ্বাস, তরঙ্গিণী এক অস্বাভাবিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে, আর তার চিকিৎসা জানেন শুধু মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি কোনো চিকিৎসা জানি না। আমি মহাত্মাও নই।

শান্তা। স্বামী, আপনি অন্তঃপুরে চলুন। আপনার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আজ সান্ধ্যভোজে রাজন্যেরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আপনাকে প্রত্যভিনন্দন জানাতে হবে। আপনি অনর্থক বলক্ষয় করবেন না।

লোলাপাঙ্গী। এক মুহূর্ত—আর এক মুহূর্ত সময় দিন আমাকে। প্রভু, আপনি পতিতপাবন, অনাথের গতি, আর্তের উদ্ধার—আপনারই কৃপায় আজ আমরা অঙ্গদেশে জীবিত আছি। আমার কন্যার অবস্থা শুনলে আপনার করুণা হবে। সে নিশিদিন উন্মনা হ'য়ে থাকে, নিশিদিন একাকিনী থাকে, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। মাঝে-মাঝে যেন তার কণ্ঠে অন্য কেউ কথা বলে; তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয়—

অংশুমান। এই গণিকার ধৃষ্টতা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি। যেন তার কন্যার অবস্থার উপর অঙ্গরাজ্যের হিতাহিত নির্ভর করে।

চন্দ্রকেতু (লোলাপাঙ্গীর বাক্য শেষ ক'রে)।—তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সে এমন-কিছু দেখছে, যা আমাদের পক্ষে অদৃশ্য। আর তার এই অপ্রকৃতিস্থতা—

লোলাপাঙ্গী।—তার এই অপ্রকৃতিস্থতা আরম্ভ হয়েছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর থেকে।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার! আমার তো স্মরণে আসছে না।

শান্তা। স্বামী, আজ সন্ধ্যারতির সময় প্রাসাদের শিবমন্দিরে আপনাকে আশীর্বাদ করবেন কুলপুরোহিত। আপনি এখন অন্তঃপুরে চলুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনি বলছেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার?

লোলাপাঙ্গী। গুণময়, করুণাধাম, সে যা করেছিলো তা রাজমন্ত্রীর

আদেশে, রাজপুরোহিতের অনুজ্ঞায়। বারাঙ্গনার যা শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য, তা-ই সে করেছিলো। তবু—সে যদি অজ্ঞতাবশে আপনার চরণে অপরাধ ক'রে থাকে, যদি আপনি রুষ্ট হ'য়ে থাকেন, যদি আপনার পুণ্যময় মানসপটে কোনো অভিশাপের ছায়া প'ড়ে থাকে, তাহ'লে আপনি অভাগিনীকে ক্ষমা করুন, তার দুঃখিনী মা-কে দয়া করুন, আপনার এক বিন্দু দয়াবর্ষণে তরঙ্গিণীর শাপমুক্তি হোক।

ঋষ্যশৃঙ্গ (চিন্তাকুলভাবে)। আপনার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

লোলাপাঙ্গী। দেব, আপনাকে আপনার আশ্রম থেকে—আশ্রম থেকে চম্পানগরে—চম্পানগরে যে নিয়ে এসেছিলো, সে-ই আমার কন্যা তরঙ্গিণী।

ঋষ্যশৃঙ্গ (ফিরে তাকিয়ে—দ্রুত স্বরে)। আপনি কী বললেন?

লোলাপাঙ্গী। সে-ই—সে-ই আমার হতভাগিনী কন্যা। প্রভু, সে আজ মর্মপীড়ায় পাণ্ডুর। হয়তো বা মুমূর্ষু। আপনি তাকে পরিত্রাণ করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিণী। তার নাম তরঙ্গিণী!

লোলাপাঙ্গী। আমরা জানি, তপস্বীর তপোভঙ্গ মহাপাপ, কিন্তু স্বর্গবাসিনী উর্বশী-মেনকার যা দায়িত্ব, আমরা পার্থিবা হ'য়েও বহু কষ্টে তা-ই পালন ক'রে থাকি। প্রভু, আমার কন্যা তার ধর্ম অনুসারে আচরণ করেছিলো। সে যদি আজ তারই জন্য শাস্তি পায় তাহ'লে তো আপনার করুণা ভিন্ন তার গতি নেই।

[লোলাপাঙ্গীর এই ভাষণের মধ্যেই তরঙ্গিণী ধীর পদে প্রবেশ করেছে। তার বেশবাস দ্বিতীয় অঙ্কের। তাকে প্রথম দেখতে পেলেন ঋষ্যশৃঙ্গ।]

লোলাপাঙ্গী। তরঙ্গিণী, তুই!

চন্দ্রকেতু। তরঙ্গিণী, তুমি!

অংশুমান। তরঙ্গিণী—যার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ আজ এখানে!

শান্তা। তরঙ্গিণী—রাজমন্ত্রীর গুপ্ত শলাকা!

লোলাপাঙ্গী। তরু, তুই ঋষ্যশৃঙ্গের পায়ে পড়, পায়ে প'ড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়ে নে।

[তরঙ্গিণী অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত না-ক'রে
ধীরে-ধীরে ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে এসে দাঁড়ালো।]

তরঙ্গিণী। আমার আর সহ্য হ'লো না। আমি তোমাকে আর-একবার দেখতে এলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? দ্যাখো—সেই বসন, সেই ভূষণ, সেই অঙ্গরাগ! আর-একবার বলো, 'তুমি কি শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা?' বলো, 'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে।' আর-একবার দৃষ্টিপাত করো আমার দিকে।···(ঈষৎ পিছনে স'রে) তোমার দৃষ্টি আজ অন্যরূপ কেন? তোমার অঙ্গে কেন বল্কল নেই? কেন তোমার চোখের কোলে ক্লান্তি?···সেদিন—সেই রাত্রি-দিনের সন্ধিক্ষণে—তুমি যখন প্রাতঃসূর্যকে প্রণাম করছিলে, আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম। তেমনি ক'রে আর-একবার আমাকে দেখতে দাও। আজ আমি পাদ্য অর্ঘ্য আনিনি, আনিনি কোনো ছলনা, কোনো অভিসন্ধি—আজ আমি শুধু নিজেকে নিয়ে এসেছি, শুধু আমি—সম্পূর্ণ, একান্ত আমি। প্রিয় আমার, আমাকে তুমি নন্দিত করো।

শান্তা। এ কী স্পর্ধা! এ কী ব্যভিচার! ঋষ্যশৃঙ্গ, আপনি অবহিত হোন, এই মায়াবিনী আপনার অনিষ্ট করতে উদ্যত!

চন্দ্রকেতু। যুবরাজ, আপনি এই রমণীকে আর প্রশ্রয় দিলে আপনার যশোহানি হবে। কলঙ্কিত হবে রাজা লোমপাদের নাম। আপনি ওকে সুপরামর্শ দিয়ে স্বগৃহে ফিরে যেতে বলুন।

অংশুমান। যুবরাজকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের অন্য এক আলোচনা এখনো অসমাপ্ত।

লোলাপাঙ্গী। প্রভু, এবার তো ওর অবস্থা আপনি স্বচক্ষে দেখলেন। শুনলেন ওর উন্মাদের মতো প্রলাপ। দেখলেন ওর জ্বালাময় চক্ষু। দেব, ওকে উদ্ধার করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। শান্ত হও সকলে। শোনো—আমি সকলের সামনে বলছি, এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। এই অঙ্গদেশ—যেখানে আমি হর্ষ-ধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিণী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়ে-ছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ তার কাছে। সে আমার পরিত্যাজ্যা নয়,

সে আমার—অন্তরঙ্গ। তার কাছে—অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে—আমি ত্রাতা নই, অন্নদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই—একমাত্র তারই কাছে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিলভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ। অতএব আমি তাকে আমার অধিকারিণীরূপে স্বীকার করি।

[সকলের চাঞ্চল্য। শুধু তরঙ্গিণী প্রতিমার মতো স্থির।]

চন্দ্রকেতু। ঋষ্যশৃঙ্গ, আপনিও কি উন্মাদ হলেন?

অংশুমান। আমি নির্ভুল বলেছিলাম—লোলজিহ্ব লম্পট এই ঋষ্যশৃঙ্গ! আর তারই হাতে রাজকন্যা—রাজত্ব!

শান্তা। যুবরাজ বিস্মৃত হচ্ছেন তাঁর সহধর্মিণী এখানে উপস্থিত।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি কিছুই বিস্মৃত হইনি। শান্তা, এতদিনে সত্য বলার সময় হ'লো। রাত্রে, অন্ধকারে—তুমি যখন আমার বাহুবন্ধে ধরা দিতে, আমি কল্পনা করতাম তুমি শান্তা নও—সেই অন্য নারী। কিন্তু অন্ধকারেও সমতা নেই, শান্তা, অন্ধকারেও লুপ্ত হয় না স্মৃতি। আমি তাই অতৃপ্ত।

শান্তা। যুবরাজ, আপনার কথা শুনে আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। আমি বিহ্বল হয়েছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। হয়তো তুমিও কল্পনা করতে, আমি ঋষ্যশৃঙ্গ নই, অংশুমান। সেই ছলনা আজ শেষ হ'লো। আজ শুভদিন।

লোলাপাঙ্গী। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমার ভয় করছে। তরু, আয় আমার কাছে—চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

[তরঙ্গিণী নিশ্চল।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। ক্ষণকাল অপেক্ষা করো, তরঙ্গিণী। রাজপুরীতে আমার শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করি। তারপর—তুমি। অন্য কেউ নয়, অন্য কিছু নয়। তুমি—আমার হৃদয়ের বাসনা, আমার শোণিতের হোমানল।

তরঙ্গিণী (ক্ষণকাল ঋষ্যশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে থেকে)। আমি সেদিন ছলনা করেছিলাম, তাই ব'লে তুমিও কি আজ ছলনা করবে? আমার দিকে কেন দৃষ্টিপাত করো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। তৃষ্ণার্তের যেমন জল, তেমনি আমার চোখের পক্ষে তুমি।

তরঙ্গিণী। না, না—তা নয়। তোমার মনে নেই আমার সেই মুখ? যে-মুখ তুমি সেদিন দেখেছিলে? যা অন্য কেউ কখনো দ্যাখেনি? সেই মুখ আমি হারিয়ে ফেলেছি। দর্পণে তা খুঁজে পাই না; আমার মা, আমার প্রার্থী এই চন্দ্রকেতুরা—কেউ জানে না আমি জন্ম থেকে অন্য এক মুখ লুকিয়ে রেখেছিলাম—তোমার জন্য, তুমি দেখবে ব'লে। আমার সেই মুখ আমাকে ফিরিয়ে দাও।

চন্দ্রকেতু। প্রলাপ—উন্মাদের প্রলাপ!

তরঙ্গিণী। আনন্দ—আমার আনন্দ সেদিন! আমি স্বর্গের দূত, আমি ছদ্মবেশী দেবতা। আমার অধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ। আর তোমার চোখ। সেই হৃদয়প্লাবী দৃষ্টি তোমার! ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার চোখের আলোয় আবার আমি নিজেকে দেখতে চাই। চাই রোমাঞ্চিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে। আমাকে তুমি করুণা করো।

অংশুমান। দেখছি প্রতিহারী ডেকে এই উপদ্রব থামাতে হবে।

তরঙ্গিণী। আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই চোখ, জাগরণে দেখেছি সেই চোখ। আর এখন আমি তোমাকে দেখছি।···তোমাকে? সত্যি তোমাকে? কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?

[তরঙ্গিণীর শেষ কথাগুলি শুনতে-শুনতে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে ফুটলো প্রথমে সংশয়, তারপর বেদনা, অবশেষে শান্তি। নিঃশব্দে, সকলের অলক্ষ্যে তিনি অলিন্দ থেকে কক্ষে ও কক্ষ পেরিয়ে নেপথ্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন।]

শান্তা (কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে)। যুবরাজ কোথায়?

অংশুমান। যুবরাজ কোথায়?

শান্তা। তিনি শ্রান্ত হয়েছেন। বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে গিয়েছেন।

অংশুমান। এই দুই গণিকা এসে তাঁকে শ্রান্ত করেছে।

শান্তা। এরা এখনো বিদায় নিচ্ছে না।

অংশুমান। এরা এখনো অপেক্ষা করছে। কিসের জন্য অপেক্ষা?

শান্তা। কী প্রগল্‌ভা ঐ যুবতী!

অংশুমান। পাপিষ্ঠা!

শান্তা। মদমত্তা!

অংশুমান। কী দুঃসাহস! যুবরাজের সঙ্গে এই ব্যবহার! রাজকন্যার সমক্ষে!

শান্তা। ঐ স্থূলাঙ্গী লোলাপাঙ্গী এর যন্ত্রী।

অংশুমান। হয়তো ধনলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো।

শান্তা। সরলভাবে প্রার্থনা করলে দানের মুষ্টি খুলে যায়। কিন্তু এই কূট চক্রান্ত!

অংশুমান। এই ধৃষ্টতা!

লোলাপাঙ্গী। কেন আমাদের দুর্বাক্য বলছেন? আমরা দুঃখিনী।

চন্দ্রকেতু। অংশুমান, বিপন্না অবলার সঙ্গে রূঢ় আচরণ—এ কি পুরুষোচিত?

অংশুমান। কাকে অবলা বলছো? এই গণিকাদের শাঠ্যের কথা কে না জানে চম্পানগরে? যুবরাজ মহাপ্রাণ ব'লেই এদের সহ্য করেছেন।

চন্দ্রকেতু। তরঙ্গিণী, তোমার অভিসার ব্যর্থ হ'লো। এবার চলো। চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমার সেবা করবো। তুমি স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। সুখ ফিরে পাবে।

[তরঙ্গিণী নিশ্চল।]

লোলাপাঙ্গী। তরু, চল আমরা বাড়ি ফিরে যাই। আমরা অনেক কান্না কাঁদলাম, কিছু হ'লো না। বাড়ি চল। আমার মা, আমার লক্ষ্মী, আমার সোনামণি, তুই আমার কাছে আয়।

[তরঙ্গিণী নিশ্চল।]

শান্তা। আমি প্রতিহারী ডাকছি। এই উন্মাদিনীকে সবলে দূর করতে হবে।

[তপস্বীর বেশে ঋষ্যশৃঙ্গের পুনঃপ্রবেশ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। প্রতিহারী ডেকো না, শান্তা। প্রয়োজন নেই।

শান্তা। যুবরাজ, এ কী অদ্ভুত বেশ আপনার! এই অশোভন পরিহাস কেন?

ঋষ্যশৃঙ্গ। শান্তা, অংশুমান, তোমরা আমার শৃঙ্খল ছিন্ন করলে। আমি তোমাদের নমস্কার জানাই। শান্তা, আজ থেকে তুমি নিজেকে স্বতন্ত্রা ব'লে গণ্য কোরো, কুমারী ব'লে গণ্য কোরো। আমি তোমাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ করলাম, আর অংশুমানকে—তাঁর রাজত্ব। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে, অংশুমান তাঁকে পিতৃস্নেহে পালন করবেন।

[শান্তা ও অংশুমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিনতি করলো।]

লোলাপাঙ্গী, চন্দ্রকেতু, তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করা আমার অসাধ্য। তোমরা আমাকে মার্জনা করো।

চন্দ্রকেতু। ঋষ্যশৃঙ্গ, আপনি তাহ'লে আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন?

ঋষ্যশৃঙ্গ (ক্ষীণ হেসে)। আমি তোমাকে এই বর দিতে পারি যে তরঙ্গিণীকে তুমি অচিরে বিস্মৃত হবে।

লোলাপাঙ্গী (কাতরস্বরে)। প্রভু, আমি মা—আমি সন্তানকে হারাতে চাই না—আমাকে আপনি দয়া করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ (সস্নেহে)। লোলাপাঙ্গী, তুমি তো জানো তোমার কন্যাকে, সে স্বেচ্ছাচারিণী; তার ইচ্ছা তাকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই সে সার্থক হবে। তোমরা তার জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ো না; পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

[লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু পাশাপাশি
দাঁড়িয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিনতি করলো।]

তরঙ্গিণী, আমার শেষ কথা তোমারই সঙ্গে। তুমি আমাকে যা উপহার দিলে আমি এখনো তার নাম জানি না। কিন্তু হয়তো তার মূল্য বুঝি। আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী থাকবো। তোমাকে আমি অভিনন্দন করি।

তরঙ্গিণী। আমি যা শুনতে চাই তা কি এখনো বলবে না?

[অন্যদের অলক্ষ্যে, বাইরের দিক থেকে বিভাণ্ডকের প্রবেশ। সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন তিনি, যেন মুহূর্তে ঘটনাটা বুঝে নিলেন। তাঁর চোখ ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে নিবদ্ধ হ'লো। প্রতিটি কথা একান্ত মনে শুনতে লাগলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তি ও আশা।]

ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিণী, শোনো। আমার সেই দৃষ্টি, যা তোমাকে স্বপ্নেও কষ্ট দিয়েছে, তা আর আমার চোখে ফিরে আসবে না। কিন্তু তোমার সেই অন্য মুখ হারিয়ে যায়নি, তুমি তা ফিরে পেতে পারো। দর্পণে নয়, হয়তো অন্য কারো চোখেও নয়—কোথায়, আমি তা জানি না; কিন্তু এ-কথা জানি যে কোথাও, কোনো অন্তরালে সেই মুখ চিরকাল ধ'রে আছে, চিরকাল ধ'রে থাকবে। তা খুঁজতে হবে তোমাকেই, চিনে নিতে হবে তোমাকেই। মনে আশা রেখো। হৃদয়ে রেখো আনন্দ। বিদায়।

বিভাণ্ডক (এগিয়ে এসে—দৃপ্ত স্বরে)। পুত্র, তবে তা-ই হ'লো! আমি যা বলেছিলাম তা-ই হ'লো!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার ভাগ্যে আর-একবার আপনার দেখা পেলাম।

বিভাণ্ডক। তোমার ভবিতব্য আজ ধ'রে ফেললো তোমাকে।

ঋষ্যশৃঙ্গ। না—ভবিতব্য নয়। আমার ইচ্ছা—আমার বাসনা—আমার কাম।

বিভাণ্ডক। তোমার কামের তৃষ্ণা সহস্র নারী মেটাতে পারবে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ। সহস্র নয়—একজন। আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিলো। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে। সে-ই আমার বন্ধন, সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব।

তরঙ্গিণী (উদ্ভাসিত মুখে)। আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি নদী থেকে জল নিয়ে আসবো, কুড়িয়ে আনবো সমিধকাষ্ঠ, অগ্নিহোত্র অনির্বাণ রাখবো। আমি আর-কিছু চাই না, শুধু দিনান্তে এক-বার—একবার তোমাকে চোখে দেখতে চাই। সেই আমার তপস্যা। সেই আমার স্বর্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ। হয়তো আমার সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। অগ্নি-

হোত্রে আর প্রয়োজন হবে না। মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়—আমাকে হ'তে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।

বিভাণ্ডক। চলো তবে—ফিরে চলো আমার আশ্রমে। আমার নয়, তোমার আশ্রম। আমি জানি—সব জানি। যেমন তোমার অঙ্গ থেকে রাজবেশ, তেমনি তোমার সাধনা থেকে ক্রিয়াকর্ম স্খলিত হ'য়ে যাবে, লুণ্ঠিত হবে বিধিবিধান তোমার পদতলে। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমি তোমারই অনুগামী হ'তে চাই; আমাকে তোমার শিষ্য ক'রে নাও।

ঋষ্যশৃঙ্গ (পিতাকে প্রণাম ক'রে—মৃদুস্বরে)। পিতা, আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি আমার গুরু, পূজনীয়, কিন্তু আমার পক্ষে গুরু আজ গুরুভার, শিষ্য প্রতিবন্ধক।

বিভাণ্ডক (শেষ চেষ্টা ক'রে)। তোমার তপস্যায় কিছুই কি অংশ থাকবে না আমার?

ঋষ্যশৃঙ্গ। জানি না আমার কোন তপস্যা। তপস্যা কিনা তাও জানি না। আমার সামনে সব অন্ধকার। অন্ধকারেই নামতে হবে আমাকে। পিতা, আমাকে বিদায় দিন।

বিভাণ্ডক। পুত্র! ঋষ্যশৃঙ্গ!

[বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে একবার আলিঙ্গন করলেন;
তারপর ধীরে-ধীরে নতশিরে বেরিয়ে গেলেন।]

তরঙ্গিণী (এগিয়ে এসে)। তুমি কি আশ্রমে ফিরে যাচ্ছো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন ক'রে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণী। প্রিয়, আমার প্রিয়তম, আমি কি আর কোনোদিন তোমাকে দেখবো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমাকে বাধা দিয়ো না, তরঙ্গিণী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।

[ঋষ্যশৃঙ্গ অলিন্দ পার হ'য়ে বাইরের দিকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রঙ্গমঞ্চে আলো নিষ্প্রভ হ'লো; সন্ধ্যা আসন্ন।]

শান্তা। যুবরাজ গৃহত্যাগ করলেন!

চন্দ্রকেতু। অঙ্গদেশে সংকট উপস্থিত!

অংশুমান। সংকটের সমাধান তিনি ব'লে গিয়েছেন।

শান্তা। আমার পিতাকে বার্তা পাঠাও। রাজমন্ত্রীকে বার্তা পাঠাও।

অংশুমান। ব্যস্ত হোয়ো না, শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গ আর ফিরবেন না।

[ইতিমধ্যে তরঙ্গিণী একে-একে তার সব অলংকার খুলে ফেলেছে।]

তরঙ্গিণী। মা, এগুলো তুমি রাখো। আমার আর কাজে লাগবে না।

লোলাপাঙ্গী। তরু, তুই বাড়ি ফিরবি না?

তরঙ্গিণী। আমি যাই।

লোলাপাঙ্গী। কোথায় যাচ্ছিস? (কান্নাভরা গলায়) তরু, তুই কি সন্নেসিনি হ'তে চললি?

তরঙ্গিণী। আমি কী হবো তা জানি না। আমার কী হবে তা জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।

লোলাপাঙ্গী। তরু, তুই যা চাস তা-ই হবে। তুই যা বলবি আমি তা-ই করবো। তীর্থে চ'লে যাবো তোকে নিয়ে। সব ধন দান ক'রে দেবো। তীর্থে-তীর্থে ভিক্ষে করে বেড়াবো তোকে নিয়ে। শুধু তুই আমাকে ছেড়ে যাস না।

তরঙ্গিণী। মা, আমাকে তুমি ভুলে যাও। আমাকে তোমরা ফিরে পাবে না। (গমনোদ্যত।)

লোলাপাঙ্গী। তোর মা-র মুখের দিকে একবার তাকাবি না? তরু, আমি কী নিয়ে বাঁচবো?

তরঙ্গিণী। যা নিয়ে বাঁচা যায় তার অভাব নেই। চন্দ্রকেতু, আমার মা-কে দেখো।

[তরঙ্গিণী অলিন্দ পার হ'য়ে বাইরের দিকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো। রঙ্গমঞ্চে প্রদোষের ছায়া।]

অংশুমান। শান্তা, চলো এবার তোমার পিতার কাছে যাই।

শান্তা। রাজমন্ত্রীর কাছেও যেতে হবে। রাজপুরোহিতের বিধানও প্রয়োজন। তিনি কী বলবেন কে জানে।

অংশুমান। ভেবো না, শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গ তোমাকে কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেমন দিয়েছিলেন কুন্তীকে সূর্যদেব, আর সত্যবতীকে পরাশর। পঞ্চপান্ডবের সঙ্গে বিবাহের সময় দ্রৌপদী প্রতিবার নূতন করে কুমারী হয়েছিলেন। ঋষির বরে সবই সম্ভব।

শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহ'লে ভ্রষ্ট তপস্বী নন?

অংশুমান। তিনি মহর্ষি। তাঁকে প্রণাম।

[রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের প্রবেশ।]

অংশুমান। পিতা! রাজপুরোহিত!

[অংশুমান ও শান্তা এগিয়ে এসে তাঁদের প্রণাম করলে। চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী প্রণতি জানিয়ে রঙ্গমঞ্চের কোণে স'রে গেলো।]

রাজমন্ত্রী। তোমরা ব্যস্ত হোয়ো না। আমি সব জানি, দূতের মুখে বার্তা পেয়ে এখানে এলাম। শান্তা, অংশুমান, আমি তোমাদের মুখে দেখছি তৃপ্তি, দৃষ্টিতে এক উদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ। তোমরা আজ সুখী। তোমরা সুখী হও তা-ই আমার প্রার্থনা, কিন্তু আমি আজ এক অদ্ভুত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমি উদ্বিগ্ন, আমি ব্যাকুল, আমি উদ্‌ভ্রান্ত। ঝঞ্ঝাহত সমুদ্রে যেমন তরণী, তেমনি আমার মন আজ অস্থির। কী আমার কর্তব্য? কোন পথে অঙ্গদেশের মঙ্গল? আমি কি দিগ্বিদিকে চর পাঠাবো, ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে আনার জন্য? যদি তিনি সম্মত না হন, ছলে, বলে, বা কৌশলে দ্বিতীয়বার হরণ করবো তাঁকে? আর শান্তা—পরিণীতা —পুত্রবতী—পুনর্বার তাঁর বিবাহ কি সম্ভব? তা কি হবে না গর্হিত অনাচার, সাধারণের পক্ষে মারাত্মক দৃষ্টান্ত? যদি দেবগণ রুষ্ট হন, আবার পাঠান অঙ্গদেশে দহনজ্বালা? অথচ যদি এমন হয় যে ঋষ্যশৃঙ্গ চিরকালের মতো অন্তর্হিত হলেন, তাহ'লে তো

নূতন যুবরাজ চাই। প্রজাগণ অনাথ হ'য়ে থাকতে পারে না, লোমপাদের এই বার্ধক্যদশায় তরুণ যুবরাজ ভিন্ন কার কণ্ঠে মালা দেবেন রাজ্যশ্রী? আর শান্তার পতি ভিন্ন অঙ্গদেশের যুবরাজই বা আর কে হ'তে পারেন? যদিও আমারই পুত্র, আমাকে মানতেই হবে অংশুমান অযোগ্য নয়, শান্তার প্রতি তার নিষ্ঠাও শ্রদ্ধেয়। তবে কি এই দিকেই অদৃষ্টের ইঙ্গিত?···আমার চিন্তাশক্তি যেন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, আমি কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি না। ত্রিলোকেশ্বর কিসে প্রীত হবেন কে জানে। (রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে) ভগবন্, আদেশ করুন, এই সংকটে ধর্মানুসারে আমাদের কর্তব্য কী?

রাজপুরোহিত।

উজ্জ্বল হ'লো মঞ্চ, নটনটী চঞ্চল,
বেদনা দেয় রোমাঞ্চ, হর্ষ করে বিধুর,
লাস্য, তর্জন, ভঙ্গি—তরঙ্গের পর তরঙ্গ :
নেপথ্যে আছেন সূত্রধার, শুধু তিনি কর্তা।

নির্বাপিত দীপ, শব্দ নেই—আবার তোমাদের সংসার।
বেদনা দেয় কষ্ট, হর্ষ করে উৎসাহী।
কামনা, উদ্যম, সংঘাত—তরঙ্গের পর তরঙ্গ :
নেপথ্যে আছেন কর্তা, কর্মের অবিরাম ঘূর্ণন।

তোমরা অবতীর্ণ মঞ্চে—প্রার্থী, মাতা, অমাত্য;
কেউ কামার্ত, কেউ সহৃদয়, কেউ রাষ্ট্রপাল;
চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমরা
বহু মঞ্চে, বহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষ।

মুক্ত হ'লো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা;
শান্তার পতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু :
—উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো দু-জনে,
অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ :
তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর—
এক তপস্বী-যুবরাজ, এক বারাঙ্গনা-প্রেমিকা।

দুঃখ কোরো না, মাতা; মন্ত্রী, তুমি শান্ত হও;
ব্যর্থ সব অনুশোচনা, ব্যর্থ অনুধাবন।
যেমন রজ্জু থেকে গাভীরা, তেমনি কর্ম থেকে তারা নিঃসৃত।
—এই ফলাফল, এই চরম : এরই জন্য তোমরা।

[রাজপুরোহিতের প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।
রাজমন্ত্রী শান্তা ও অংশুমানের দিকে এগিয়ে এলেন।]

রাজমন্ত্রী (শান্তা ও অংশুমানের সামনে দাঁড়িয়ে)। পুত্র, আমার মতো সুখী আজ কেউ নেই। তুমি তোমার নিষ্ঠার পুরস্কার পেয়েছো, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। (অংশুমানকে আলিঙ্গন করলেন)। শান্তা, আমার সাধ্বী পুত্রবধূ, তুমি তোমার সত্যরক্ষা করেছো, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। (শান্তার মস্তক চুম্বন করলেন।)

শান্তা ও অংশুমান (করজোড়ে, একসঙ্গে)। পিতা, আমরা ধন্য।

রাজমন্ত্রী। শান্তা, আজ সন্ধ্যারতির সময়ে কুলপুরোহিত তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। অন্তঃপুরে শিবমন্দিরে পূজা হবে। তারপর মরকত-কক্ষে ভোজ; সমাগত রাজপুরুষ ও বৈদেশিক অমাত্যদের সামনে আমি অংশুমানের যৌবরাজ্যলাভ ঘোষণা করবো। ঘোষণা করবো, অঙ্গরাজপুত্রী ধর্মানুসারে দ্বিতীয় পতি বরণ করেছেন। রাষ্ট্র করবো সারা দেশে সুসমাচার, জনগণের পূজার পুত্তলি অটুট থাকবে—ঋষ্যশৃঙ্গ ও অংশুমানের পার্থক্য তাদের বোধগম্য হবে না। আগামী মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে, পুষ্যা নক্ষত্রে, তোমাদের বিবাহ হবে, অংশুমান যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। তারপর অর্ধমাসব্যাপী উৎসব। আমি যাই, বহু ব্যবস্থা এই মুহূর্তে সম্পাদ্য।

[প্রথমে রাজমন্ত্রী, তাঁকে অনুসরণ ক'রে শান্তা ও অংশুমান
কক্ষ পেরিয়ে অন্তঃপুরে প্রস্থান করলেন। সামনের দিকে
এগিয়ে এলো লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু। সন্ধ্যা ঘন হ'লো।]

চন্দ্রকেতু (নিশ্বাস ফেলে)। সব স্বস্থ। সব অবিকল। কোথাও তরঙ্গিণীর জন্য কণামাত্র বেদনা নেই।

লোলাপাঙ্গী। রাজমন্ত্রী আমাদের দিকে দৃক্‌পাত পর্যন্ত করলেন না।

অথচ আমরাই তাঁর স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র ছিলুম। আমি—আর আমার নিরুপমা কন্যা।

চন্দ্রকেতু। ধূর্ত, হৃদয়হীন রাজনীতি। অঙ্গদেশে উৎসব অব্যাহত। দ্যাখো, প্রাসাদশিখরে সারি-সারি দীপ জ্বলে উঠছে। কিন্তু আমার কাছে জগৎসংসার শূন্য।

লোলাপাঙ্গী। আমার সামনে যেন কালরাত্রি।

চন্দ্রকেতু। আমার জীবনে আর লক্ষ্য রইলো না।

লোলাপাঙ্গী। আমার বুকের পাঁজর খ'সে গেলো। তরু—আমার তরঙ্গিণী!

চন্দ্রকেতু। তরঙ্গিণী। আমার প্রিয় নাম। আমার প্রিয় চিন্তা। কোথায় গেলো?

লোলাপাঙ্গী। চন্দ্রকেতু, তোমার কি মনে হয় সে সত্যি আর ফিরবে না? চলো না তুমি আর আমি বেরিয়ে পড়ি তাকে খুঁজতে।

চন্দ্রকেতু। বৃথা চেষ্টা। রাজপুরোহিতের বাণী অভ্রান্ত। যার ডাক আসে, সে আর ফেরে না। কেঁদো না, লোলাপাঙ্গী।

লোলাপাঙ্গী। আমি এখন কোন প্রাণে বাড়ি ফিরি বলো তো?

চন্দ্রকেতু। আমিই বা কী করবো জানি না। কোথায় যাবো?

লোলাপাঙ্গী। কোথায় যাই? কোথায় গেলে এই জ্বালা জুড়োবে?

চন্দ্রকেতু (হঠাৎ—যেন সমাধান খুঁজে পেয়ে)। চলো যেখানে মনোবেদনার উপশম।

লোলাপাঙ্গী। উপশম—কোথায়?

চন্দ্রকেতু। পানশালায়। দ্যূতালয়ে।

লোলাপাঙ্গী। পানশালায়। দ্যূতালয়ে। তারপর? (আঁচলে চোখ মুছে) তারপর তুমি আমার ঘরে আসবে, চন্দ্রকেতু?

[লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুর দিকে এগিয়ে এলো। চলতে গিয়ে বাধা পেলো।]

লোলাপাঙ্গী। এ-সব কী ছড়িয়ে আছে এখানে? (চকিত হ'য়ে) তরঙ্গিণীর রত্নালংকার!

[ভূমিতে পরিত্যক্ত অলংকারগুলি লোলাপাঙ্গী ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে আঁচলে বেঁধে নিলো।]

চন্দ্রকেতু (একটি অলংকার স্পর্শ ক'রে)। তার স্মৃতি। তার অঙ্গপরশে ধন্য।

লোলাপাঙ্গী। উজ্জ্বল স্মৃতি। মূল্যবান। তার স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ আমার ঘর। তুমি আসবে, চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। শূন্য ঘর, তরঙ্গিণী নেই।

লোলাপাঙ্গী। শূন্য ঘর, তরঙ্গিণী নেই। আমরা সমদুঃখী। চলো। আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবো। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবে।

চন্দ্রকেতু। আমরা দু-জনে এখন সমদুঃখী। চলো।

লোলাপাঙ্গী। আমি এখনো বৃদ্ধা হইনি। চলো।

[লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর দৃষ্টিবিনিময়।
ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বাইরের দিকে দ্রুত প্রস্থান।]

য ব নি কা

প্রযোজনার জন্য পরামর্শ

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র মঞ্চরূপ বিষয়ে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে, এখানে সেগুলি সংক্ষেপে উপস্থিত করলে অবান্তর হবে না।

১ : মঞ্চসজ্জা

মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত বেশি বাস্তব না-হ'লেও চলতে পারে, কেননা এই নাটক বিশেষভাবে ভাষানির্ভর। উদাহরণত, যেখানে রাজপথে ও তরঙ্গিণীর প্রকোষ্ঠে, বা প্রাসাদের অলিন্দে ও কক্ষে যুগপৎ ঘটনা ঘটছে, সেখানে রঙ্গ-মঞ্চকে দৃশ্যমানভাবে বিভক্ত করা হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণী যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গকে ফল, ব্যঞ্জন ও সুরা দান করছে, সেখানে ঐ বস্তুগুলিকে আমদানি না-ক'রে শুধু ভঙ্গিদ্বারা ব্যাপারটা বোঝানো অসম্ভব নয়। দৃশ্যপট সাংকেতিক হ'লে অশোভন হবে না, বরং সেটাই অনুমোদনযোগ্য।

২ : বেশবাস

প্রাচীন হিন্দুর বেশবাস বস্তুত কী-রকম ছিলো সে-বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনো অস্পষ্ট, কিন্তু সাহিত্যে ও দৃশ্য শিল্পে ইঙ্গিতের অভাব নেই।

পরিচ্ছদের জন্য বেশি অর্থব্যয় করা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে মেয়েরা, ভূমিকা বুঝে, নিজেদের মূল্যবান বা আটপৌরে শাড়ি ও চোলি পরতে পারেন, তবে শাড়ির বিন্যাসভঙ্গিতে পুরাকালের একটা আনুমানিক আস্বাদ থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর বেশভূষায় প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণ চলতে পারে। রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে-ধরনের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেছিলেন, রাজমন্ত্রী, দূতদ্বয় ও যুবরাজরূপী ঋষ্যশৃঙ্গের পক্ষে সেটা উপযোগী হবে ব'লে আমার ধারণা; এ'দের বসনে বর্ণব্যবহার বাঞ্ছনীয়। বিভান্ডক ও তপস্বী অবস্থায় ঋষ্যশৃঙ্গের পক্ষে কোরা থানধুতি ও উত্তরীয় সংগত হবে—অথবা কাপড়টাকে বাকলের রঙে ছুপিয়েও নেয়া যায়—ঋষ্যশৃঙ্গের ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বা অংশত অনাবৃত থাকলে ক্ষতি নেই। (আমার বিশেষ অনুরোধ : তপস্বী দু-জনকে কখনোই যেন গেরুয়া পরানো না হয়।) রাজপুরোহিতের বসন হবে লম্বিত ও নিষ্কলঙ্ক ধবল।

৩ : প্রসাধন

প্রসাধনশিল্পীর পক্ষে কয়েকটি কথা স্মর্তব্য : ঋষ্যশৃঙ্গ অতি তরুণ, প্রায় কিশোর, তাঁকে প্রথম দেখে দর্শকদের সেই ধারণা জন্মানো চাই। চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে 'অন্যরূপ' দেখাবে—অনেক বেশি পরিণত ও পুরুষোচিত। বিভান্ডক হবেন 'কর্কশদর্শন', তাঁকে রুক্ষ জটা ও দাড়িগোঁফ দেয়া যেতে পারে, গাত্র রোমশ হ'লে অসংগত হবে না। আমরা আজকাল যাকে 'বাবরি চুল' বলি পুরুষরা সকলেই তা-ই ধারণ করবেন, কলকাতার সেলুনে ছাঁটা চুল তাঁদের কারো পক্ষেই সংগত হবে না তা হয়তো না-বললেও চলে। রাজপুরোহিতের থাকবে দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু ও কেশদাম, অতি বৃদ্ধ হবেন তিনি, জরাজীর্ণ, অথচ তাঁর মুখে থাকবে এক স্থির, প্রেরণালব্ধ দীপ্তি। লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীর চেহারায় কিছুটা সাদৃশ্য আনতে পারলে ভালো হয়। তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের চক্ষু যতদূর সম্ভব পরিস্ফুট ক'রে তোলা বাঞ্ছনীয়, কেননা এই দু-জনের দৃষ্টিপাত অভিনয়ের একটি অংশ।

৪ : আলোকসম্পাত

দ্বিতীয় অঙ্কের অতীত-চিত্রে, ঐ অঙ্কের শেষে যখন বৃষ্টি এলো, এবং অন্য কোনো-কোনো স্থলে, শিল্পিত আলোকসম্পাতের প্রয়োজন হবে, কিন্তু তার ব্যবহার প্রসঙ্গোচিত ও পরিমিত না-হ'লে উদ্দেশ্যের পরাভব ঘটবে।

আলোকসম্পাত যেন নিজগুণেই দ্রষ্টব্য হ'য়ে না ওঠে, এই আমার বিশেষ অনুরোধ।

৫ : সংগীত

দ্বিতীয় অঙ্কে কয়েক স্থলে আমি নেপথ্যসংগীতের উল্লেখ করেছি, কিন্তু অন্য কোনো-কোনো স্থলেও তার অবকাশ নেই তা নয়। বলা বাহুল্য, এই সুরযোজনা মৌলিক ও উৎকৃষ্ট হ'লে প্রয়োজনার সৌষ্ঠব অনেক বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় অঙ্কের গান দুটির সুরে তীব্র আদিরস ধ্বনিত হওয়া চাই, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে শান্তার গানটি হবে বিষণ্ণ ও বিধুর। শান্তার গানের সঙ্গে যন্ত্রসহযোগ না-থাকা ভালো, যেন সে একা ঘরে আপন মনে গুনগুন করছে. এই ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে তার বেদনা আরো সহজে পরিস্ফুট হবে।

৬ : অভিনয়

আমি ইচ্ছে ক'রেই নাটকের মধ্যে মঞ্চনির্দেশ বেশি দিইনি. দক্ষ পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন কোথায় কী-রকম অঙ্গভঙ্গি প্রয়োজন। তবে এ-প্রসঙ্গে আমার একটি বক্তব্য না-জানিয়ে পারছি না : লোলাপাঙ্গী চরিত্রটি যেন কখনোই 'কমিক' হ'য়ে না ওঠে (অভিনেত্রী অসতর্ক হ'লে তা হ'তে পারে না তা নয়); তার কোনো কথায় বা ভঙ্গিতে দর্শকের যদি হাস্যোদ্রেক হয়, সেটা হবে নাটকের বিষয়বস্তুর পক্ষে অত্যন্ত বেসুরো, এবং নাট্যকারের পক্ষে মর্মান্তিক। (সারা নাটকটিতেই কোনো উচ্চহাসির অবকাশ নেই, অন্তত আমার অভিপ্রায়ের তা সম্পূর্ণ বহির্ভূত।) লোলাপাঙ্গীর বেদনার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না; মনে রাখতে হবে তার পক্ষে অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি তার মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম। কন্যার সঙ্গে ব্যবহারে তার চরিত্রের এই দুই দিক সমপরিমাণে সক্রিয়, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে ব্যবহারে বিভাণ্ডকেরও পরিচালক যুগপৎ তাঁর পিতৃস্নেহ ও পুণ্যলোভ। নাটকের সর্বশেষ মুহূর্তে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর অভিনয় হবে অতি সুকুমার, বোঝাতে হবে যে তাদের দুঃখটা মেকি নয়, কিন্তু তাদের পক্ষে জীবনের গ্রাস অপ্রতিরোধ্য। কিছুটা চেতন, কিছুটা অচেতনভাবে আত্মপ্রতারণা করছে তারা, কেননা তরঙ্গিণীকে হারাবার পরেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারা ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং ঈষৎ করুণ; যেহেতু তারা সাধারণ, এবং পরাজিত, তাই আমাদের অনুকম্পা তাদের প্রাপ্য।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী বিষয়ে সব কথা নাটকের মধ্যেই বলা আছে; এখানে শুধু যোগ করতে চাই যে চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের ভূমিকাটি অভিনেতার বিশেষ কলানৈপুণ্য দাবি করবে। অন্তর্বর্তী এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, শিখেছেন রাজপুরুষোচিত বৈদগ্ধ্য ও কপটতা, বেঁকিয়ে ও ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন—অথচ তাঁর সহজাত শুদ্ধতা এখনো অস্পৃষ্ট। জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরী, শ্লেষ, এবং এক অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা—এই বিভিন্ন ভাবগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু ঐ সাংসারিকতা—রাজবেশের মতোই—তাঁর ছদ্মবেশমাত্র; যে-মুহূর্তে লোলাপাঙ্গীকে দেখে তাঁর চমক লাগলো (মাতাকে দেখে কন্যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক), তারপর যখন 'তরঙ্গিণী' নামটি শুনতে পেলেন, সে-মুহূর্ত থেকেই জেগে উঠতে লাগলো তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতা; তরঙ্গিণীকে চোখে দেখার পর থেকে নিজের বা অন্যদের সঙ্গে তাঁর কোনো লুকোচুরি আর রইলো না। তাই, যখন তিনি তপস্বীবেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখা দিলো এমন এক স্বপ্রকাশ মহত্ত্ব, যা অন্যেরা সহজে ও সবিনয়ে মেনে নিলে।

লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে ক'রে থাকে তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো —নাটকটির মূল বিষয় হ'লো এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হ'লো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের "পতিতা"য় বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম' অর্থ হ'লো কোনো বিশেষ এ ক জ ন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল, অবস্থানির্বিশেষ, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি—যার প্রতীক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান, এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা। তরঙ্গিণী সেই আবেশ আর কাটিয়ে উঠতে পারলে না, তাই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে প্রথমে নিরাশ হ'লো সে; এবারে যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উল্টে গেলো—অর্থাৎ, ঋষ্যশৃঙ্গই চাইলেন তরঙ্গিণীকে 'ভ্রষ্ট' করতে, আর তরঙ্গিণী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে সেই স্বর্গ, যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন, এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গই তরঙ্গিণীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। নায়ক-নায়িকার এই বিবিধ পরিবর্তন-প্রসূত উদ্বর্তন যতটা কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যাবে, ততটাই এই নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের সম্ভাবনা।

৭ : নাটকের দীর্ঘতা

বইটি যখন প্রেসে যাচ্ছে তখন এক সহৃদয় ও যত্নবান পাঠক আমাকে জানালেন যে এটি সম্পূর্ণ অভিনয় করতে হ'লে অন্তত চার ঘণ্টা সময় লাগবে। আমি জানি, এই দীর্ঘতা আধুনিক মঞ্চের পক্ষে উপযোগী নয়, তবে আমার বিশ্বাস নাটকটিকে মর্মাঘাত না-ক'রেও কোনো-কোনো অংশ বর্জন করা সম্ভব। প্রয়োজন হ'লে আমি অভিনয়ের জন্য একটি সংক্ষেপিত লেখন রচনা ক'রে দিতে পারি।

নাটকের আরম্ভে গাঁয়ের মেয়েদের প্রথম ভাষণটি কী-ভাবে আবৃত্তি করা হবে, সে-বিষয়ে আমার ধারণা এই :

প্রথম স্তবক : প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় স্তবক : প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি : দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি : তৃতীয় মেয়ে
তৃতীয় স্তবক : প্রথম পঙ্‌ক্তি : প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি : দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি
'ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে?' : তৃতীয় মেয়ে
'ডাকবে উল্লাসে দর্দুর?' : দ্বিতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি : প্রথম মেয়ে
চতুর্থ স্তবক : প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি : দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি : তৃতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি : দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়ে সমস্বরে
পঞ্চম স্তবক : প্রথম পঙ্‌ক্তি : প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি : দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি : তৃতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি : তিনজনে সমস্বরে

আশা করি আমার এই পরামর্শগুলিকে মঞ্চশিল্পীরা উপেক্ষা করবেন না।

বু. ব.